CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 8 February, 2021 ■ আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ইং ■ ২৫ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মমতাদের লাল কার্ড দেখাবে বাংলা পরিবর্তনের ডাক দিয়ে বললেন মোদী

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) ।। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে ত্রিপুরা অনেকটাই গুরুত্ব পেল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, পশ্চিবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বাংলার মাটিতে ত্রিপুরার প্রসঙ্গ টেনে তুলছেন। পরিবর্তনের সুফল কুফল মোদি, মমতা ও মানিক গণদেবতাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন আদতে কী হয়, তা দেখাবে বিজেপি সরকার। সেই প্রমাণ তো পাচ্ছে ত্রিপুরা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি হলদিয়ায় এক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন। তিনি বলেন, পরিবর্তন কাকে বলে তা ত্রিপুরায় গিয়ে দেখে আসতে। ত্রিপুরাতেও ২৫ বছরের বাম সরকারকে পরাজিত করেছে বিজেপি। সেখানে যারা সরকারে রয়েছে তাদের অনেকেই প্রথমবার শাসন ক্ষমতায় বসেছেন। শুধু তাই নয় অনেকেই রাজনীতিতেও নতুন। তারপরও ত্রিপুরাতে উন্নয়ন হচ্ছে। সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত করা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে আসল পরিবর্তনের ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার হলদিয়ার জনসভায় মরিচঝাঁপি থেকে নন্দীগ্রাম, কৃষক বঞ্চনা, রাজ্যের পিছিয়ে পড়া সহ একের পর এক বিষয় তুলে রাজ্য সরকার ও রাজ্যের শাসক দলকে তুলোধোনা করেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রীকে আক্রমণ করেন তিনি বলেন, তৃণমূল অনেক ''ফাউল'' করেছে, মমতাদের লাল কার্ড দেখাবে বাংলা। এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের পাশাপাশি বামফ্রন্টকেও আক্রমণ করেন নরেন্দ্র মোদী।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে চলতি বছর প্রথম রাজনৈতিক সভা থেকে কেন্দ্র রাজ্যের জন্য কী কী করছে তার খতিয়ান তুলে ধরে নরেন্দ্র মোদী বললেন, 'বাংলার উন্নয়ন কলকাতায় মেট্রো প্রকল্পের কাজ চলছে। এবারের বাজেটে এই প্রকল্পে আরও গতি দিয়েছে। এবার বাজেটে পশ্চিমবঙ্গে হাইওয়ে তৈরির জন্য টাকা ঢালা হয়েছে। গতবারের তুলনায় রেলওয়েতে ২৫ শতাংশ বেশি খরচ করা হবে।' একইসঙ্গে মেদিনীপুরের মত্যজীবী, চা-বাগান শ্রমিকদেরও বার্তা দিলেন মোদী।

এরপরই তিনি প্রশ্ন তোলেন বাংলা কেন পিছিয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, আমি এবার পশ্চিমবঙ্গে এসে একটা প্রশ্ন করতে চাই। পরাধীনতার সময় দেশের মধ্যে সবথেকে উন্নত জায়গার মধ্যে অন্যতম ছিল পশ্চিমবঙ্গ। পরিকাঠামো, বাণিজ্যের নিরিখে সারাদেশে বিশেষ ছিল পশ্চিমবঙ্গের। আগে বাংলা থেকে যাঁরা শিক্ষা নিয়ে বেরোতেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বগাফায় ছুরিকাহত এক ব্যক্তি, অভিযুক্ত তিন প্রতিবেশী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৭ ফেব্রুয়ারি।। গতকাল রাতে বাগাফা এলাকায় এক ব্যক্তিকে ছুরি দিয়ে আঘাত করার অভিযোগ উঠলো তিনজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনার বিবরনে জানা যায় বাগাফার রায়মন মাষ্টার পাড়ার বাসিন্দা শ্যামল আচার্য্য (৪৭) পেশায় সব্জী ব্যাবসায়ী। তিনি তার পাশ্ববর্তী বাড়ীর লোকজনদের সব্জী বাকিতে বিক্রি করেছেন বলে জানা যায়।

গতকাল রাতে বাকী টাকা চাইতে গেলে রাহুল দাস, বিপুল দাস ও প্রদীপ দাস সংঘবদ্ধহয়ে উনাকে ছুরি দিয়ে আঘাতকরে বলে পরিবারের লোকজনের অভিযোগ। পরবর্তী সময় শ্যামল আচার্য্যকে আহত অবস্থায় উনার পরিবারের লোকেরা ঘটান স্থল থেকে উদ্ধার করে শান্তিরবাজার জেলা হাসাপাতালে নিয়ে আসে। আজ উনার শারিরিক অবস্থার অবনতি দেখে হাসপাতালের চিকিৎসক শ্যামল আচার্য্যকে আগরতলা জীবি হাসাপাতালে স্থানান্তরিত করে। অপরদিকে পরিবারের লোকজন লিখিত অভিযোগ নিয়ে শান্তিরবাজার থানায় গেলে শান্তিরবাজার থানার কর্তব্যরত কর্মীরা কেইস রাখতে চাইছেনা বলে পরিবারের লোকজনের অভিযোগ। থানাবাবুরা কেন কেইস রাখতে চাইছে না এই নিয়ে দেখা দিয়েছে প্রশ্ন চিহ্ন।

উত্তরাখন্ডে তুষারধসে নিখোঁজ দেড়শ মানুষ উদ্ধার ১০টি মৃতদেহ

দেহরাদুন, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। রবিবার উত্তরাখণ্ডে হিমবাহ ভেঙে তুষারধসের ঘটনায় ১০ জনের দেহ উদ্ধার করা হল। তবে হতাহতের সংখ্যা ১০০-১৫০ ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন মুখ্যসচিব ওমপ্রকাশ।

আইটিবিপি-র ডিজি এস এস দেশওয়াল জানিয়েছেন, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রায় ১০০ জন কাজ করছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে। তাঁদের মধ্যে ৯-১০ জনের দেহ নদী থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। ঘটনাস্থলে আছেন আইটিবিপি-র ২৫০ জন জওয়ান। ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ানরাও ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন।

আইটিবিপি-র ডিজি আরও জানিয়েছেন, উত্তরাখণ্ডের তপোবন বাঁধের কাছে একটি নির্মীয়মান সুড়ঙ্গে ২০ প্রায় জন কর্মী আটকে পড়েছেন। আইটিবিপি-র দল তাঁদের উদ্ধার করার চেষ্টা চালাচ্ছে। নিখোঁজ ব্যক্তিদের বিষয়ে তথ্য পাওয়ার জন্য আমরা এনটিপিসি-র আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি।

উল্লেখ্য, রবিবার সকাল সাড়ে ১০ টা নাগাদ তপোবনের কাছে হিমবাহে ফাটল ধরে হড়পা বান আসে। তার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। রেনি গ্রামের তুষারধসের জেরে ধৌলিগঙ্গার জলস্তর হু হু করে বেড়ে গিয়েছে। ক্ষতি হয়েছে হৃষিগঙ্গার উপর জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের। নদীর দু''ধারে অবস্থিত অসংখ্য বাড়িতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র রাওয়াত, ইন্দো-টিবেটিয়ান বর্ডার পুলিশ (আইটিবিপি) এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর (এনডিআরএফ) ডিজির সঙ্গে কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, পরিস্থিতির উপর সর্বক্ষণ নজর রাখছেন তিনি।

উদ্ধারকাজে ঝাঁপাচ্ছে এনডিআরএফ, ভারতীয় বায়ুসেনাও এদিকে এনডিআরএফ-র উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছে উত্তরাখণ্ডের রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীও। উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছে ভারত-তিব্বত সীমান্ত রক্ষা বাহিনীও। উদ্ধার কাজে হাত লাগিয়েছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত দশজন, বন দপ্তরের ভূমিকায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া/শান্তিরবাজার, ৭ ফেব্রুয়ারি।। ফের একবার তেলিয়ামুড়া থানাধীন দুশকি এলাকায় যান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত এক বৃদ্ধ ও এক যুবক। বর্তমানে তাদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা চলছে।

জানা যায়, যুবকটি স্কুটি নিয়ে দ্রুত গতিতে যাওয়ার সময় পথচারী বৃদ্ধকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে নিজেও দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এলাকাবাসী ঘটনার প্রত্যক্ষ করে তেলিয়ামুড়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের খবর দেয়। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা ছুটে গিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুই জনকেই তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। জানা যায়, দুজনের অবস্থাই আশঙ্কা জনক।

প্রাথমিক চিকিৎসার পর আগরতলা জিবি হাসপাতালে রেফার করা হতে পারে। এ ব্যাপারে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের এক কর্মী জানান খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে গুরুতর আহত দু'জনকেই তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তবে এই দুর্ঘটনা কিভাবে হয়েছে তা এখনো ধোঁয়াশার মধ্যে। অনুমান করা হচ্ছে পথচারী বৃদ্ধকে ওই স্কুটি চালক ধাক্কার পরে দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রসাশনিক উদাসিনতার কারনে দুর্ঘটনার স্বীকার হলো একটি যাত্রীবাহী বাস ও এক বাইক চালক। ঘটনার বিবরনে জানাযায় আজ দুপুর আনুমানিক ১২ টা নাগাদ শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত মনপাথর বাজার সংলগ্ন এলাকায় ৮ নং জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি যাত্রীবাহী বাস। জানাযায় এই এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশে বসবাসকারী কৃষ্ণ জমাতিয়া বনদপ্তরের কোনোপ্রকার অনুমতিছারাই গাছ কাটছেন। যারফলে একটাসময় গাছকাটতেগিয়ে জাতীয় সড়কে বিলোনিয়া থেকে সাব্রুমগামী টি আর ০৮ ১২৫২ নাম্বারের বাসের উপর গিয়ে পড়ে গাছ।

এতেকরে বাসেথাকা ৬ থেকে ৮ জন যাত্রী আহতহয়। দুর্ঘটার সঙ্গে সঙ্গে এলাকাবাসীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকমাঘাটে দুই যুবক ধৃত নেশা সামগ্রীসহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ ফেব্রুয়ারি।। নেশার বাড়বাড়ন্ত তেলিয়ামুড়া মহকুমায়। নেশার কবলে পড়ে অনেক উঠতি বয়সের যুবক-যুবতী বিপথে পা বাড়াচ্ছে। নেশার কবলে পড়ে সর্বসান্ত হচ্ছে অনেক মানুষ। রবিবার তেলিয়ামুড়া চাকমা ঘাট পার্ক সংলগ্ন এলাকায় দুই উঠতি বয়সের যুবককে ১০ কৌটা ড্রাগস, ড্রাগস নেওয়ার সিরিঞ্জ সহ হাতেনাতে পাকড়াও করে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় স্থানীয় বাসিন্দারা।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া থানাধীন চাকমা ঘাট বাজারের জনৈক ড্রাগস মাফিয়া ভুট্টোর দোকানে ড্রাগস কিনতে আসে দুই উপজাতি যুবক। এলাকাবাসীরা সন্দেহ মূলে দুই উপজাতির যুবককে আটক করে তাদের কাছ থেকে ১০ কৌটা ড্রাগস উদ্ধার করে। ঘটনার খবর দেওয়া হয় তেলিয়ামুড়া থানায়।

ঘটনার এক-দেড় ঘন্টা অতিক্রান্ত হওয়ার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। পুলিশ সময় মতো ঘটনাস্থলের না পৌঁছায় উদ্বেগ প্রকাশ করে একাংশ এলাকাবাসী। যদিও পুলিশ গিয়ে অভিযুক্তদের আটক করে তেলিয়ামুড়া থানায় নিয়ে আসে। জানা যায়, আটককৃত যুবক যে দোকান থেকে ড্রাগস ক্রয় করেছে দোকান মালিক তথা ড্রাগস মাফিয়া ভুট্টোর বিরুদ্ধে তেলিয়ামুড়া থানায় প্রচুর অভিযোগ থাকলেও তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ কোনো এক অজ্ঞাত কারণে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকায়।

প্রসঙ্গত, বিগত বছর কয়েক পূর্বে ড্রাগস মাফিয়া ভুট্টো জনৈক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি ভোটের মুখে টাকারজলায় পুলিশের জালে আটক তিন জঙ্গী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। এডিসি নির্বাচনের প্রাক কালে জঙ্গী তৎপরতা ঘিরে জনমনে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। পাহাড়ি এলাকায় বসবাসকারী জনগণের মধ্যে এই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। রবিবার টাকারজলা থানার পুলিশ তিন জঙ্গী সহযোগিকে আটক করেছে। তাদের কাছে থেকে কিছু টাকাও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। একটি গাড়িতে করে তারা টাকা নিয়ে যাচ্ছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে।

সংবাদে প্রকাশ, গোপন সূত্রে পুলিশের কাছে খবর আসে যে টাকারজলা এলাকায় একটি দামি গাড়িতে করে তিন জঙ্গী যাতায়াত করছে। পুলিশ সেই মোতাবেক উঁৎ পেতে থাকে। টাকারজলা এলাকায় একটি গাড়ি সন্দেহজনক ভাবে ঘোরফেরা করতে দেখে পুলিশ তৎপরতার সাথে গাড়িটি আটক করে। গাড়িতে থাকা তিনজনকে জেরা করে তাদের কথাবার্তায় অসংলগ্নতা পেয়ে থানায় নিয়ে যায়। তাদের কাছ থেকে কিছু টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়।

ধৃতরা হল রাজু দেববর্মা, রথীন্দ্র দেববর্মা এবং প্রসেনজিৎ দেববর্মা। রাতে তাদেরকে টাকারজলা থাকা থেকে বিশালগড় থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। তিন জঙ্গী আটক করার খবর ছড়িয়ে পড়তেই টাকারজলা এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। জানা গিয়েছে, ধৃতদের কাছ থেকে কোন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায়নি। একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে একজন আত্মসমর্পণকারী। প্রশ্ন উঠেছে তারা কেন টাকা নিয়ে টাকারজলায় গিয়েছিল। সোমবার তাদের আদালতে সোপর্দ করা হবে।

বিভিন্ন দাবীতে আগরতলা শহরে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী সংঘের র‍্যালী ১৮ ফেব্রুয়ারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। অঙ্গনওয়ারী কর্মীদের সরকারী স্বীকৃতি প্রদান, সরকারী কর্মীদের ন্যায় বেতন ও ছুটি প্রদান, যতদিন না পর্যন্ত তাদের সরকারী স্বীকৃতি প্রদান করা হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত অঙ্গনওয়ারী কর্মীদের মাসে ১৮০০০ টাকা করে ও সহায়িকাদের ৯০০০ টাকা করে প্রদান করা, নয়া শিক্ষা নীতি অনুযায়ী অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রকে প্রথমিক শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে ঘোষণা করা সহ মোট ৭ দফা দাবিকে সামনে রেখে রবিবার চন্দ্রপুরস্থিত ভারতীয় মজদুর সংঘের কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে ত্রিপুরা অঙ্গনওয়ারী কর্মী সংঘ। সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের রাজ্য সাধারন সম্পাদিকা মঞ্জুলা চক্রবর্তী ৭ দফা দাবি গুলি তুলে ধরেন। তিনি আরও বলেন এই দাবি গুলিকে সামনে রেখে ১৮ ফেব্রুয়ারি সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজধানীতে র‍্যালি সংগঠিত করা হবে। রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণ থেকে এই র‍্যালি শুরু হবে। র‍্যালি শেষে জেলা শাসকের নিকট ডেপুটেশান প্রদান করা হবে।

বার কাউন্সিল অব ত্রিপুরার নয়া চেয়ারম্যান হলেন প্রদ্যুৎ কুমার ধর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। বার কাউন্সিল অফ ত্রিপুরার চেয়ারম্যান হিসাবে পুনঃরায় মনোনীত হলেন আইনজীবী প্রদ্যুৎ কুমার ধর। একই সাথে ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে মনোনীত হলেন আইনজীবী কাকলি দেব। সম্প্রতি ব্যার কাউন্সিল অফ ত্রিপুরার মেয়াদ শেষ হয়। তারপর ব্যার কাউন্সিল অফ ত্রিপুরার নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য চেয়ারম্যান পদে আইনজীবী প্রদ্যুৎ কুমার ধর সহ দুইজন মনোনয়ন পত্র জমা দেন। অপরদিকে ভাইস চেয়ারম্যান পদের জন্য কাকলি দেব মনোনয়ন পত্র জমা দেন। রবিবার ব্যার কাউন্সিল অফ ত্রিপুরার এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের এডভোকেট জেনারেল সিদ্ধার্থ শংকর দে সহ অন্যান্যরা। এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ব্যার কাউন্সিল অফ ত্রিপুরার চেয়ারম্যান হিসাবে পুনঃরায় আইনজীবী প্রদ্যুৎ কুমার ধরকে এবং ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে আইনজীবী কাকলি দেবকে মনোনীত করা হয়।

ফলে নির্বাচনের কোন প্রয়োজন হয়নি। পরে রাজ্যের এডভোকেট জেনারেল সিদ্ধার্থ শংকর দে জানান ব্যার কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা ঐক্য, মৈত্রী ও সম্প্রতির বার্তা বহন করেছে। বিনা নির্বাচনে সর্বসম্মতিক্রমে ব্যার কাউন্সিল অফ ত্রিপুরার চেয়ারম্যান হিসাবে পুনঃরায় আইনজীবী প্রদ্যুৎ কুমার ধরকে এবং ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে আইনজীবী কাকলি দেবকে মনোনীত করা হয়েছে। ত্রিপুরার উকিল সমাজ ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করে যাওয়ার জন্য ব্যার কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই ঐক্যের নিদর্শন বিনা নির্বাচনে ব্যার কাউন্সিল অফ ত্রিপুরার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান মনোনয়ন পাওয়া।

ভারত মাতাকে রক্ষা করার জন্য গোর্খাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য, জানালেন উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। ভারত মাতাকে রক্ষা করার জন্য গোর্খাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাদের প্রতি সব সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে দেশ। ভারত বর্ষের অখন্ডতা রক্ষার জন্য বলিদান দিয়েছেন তারা। গোর্খা রেজিমেন্ট ও রাইফেলস তাদের অবদান রেখেছে। ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে নেপালীদের একটা মিল রয়েছে।

আগেকার রাজারা নেপাল থেকে বিয়ে করে আনতেন। এই রাজ্যের ইতিহাসেও তার উদাহরণ রয়েছে। সে কারনে সংস্কৃতিক বিনিময় নেপালীদের সঙ্গে অনেক পুরনো। তাদের এই সঙ্গে যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক তা আজকের এই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ককবরক ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তপশিলে অন্তর্ভূক্তির দাবীতে গণঅবস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। ককবরক ভাষাক সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করার জোরালো দাবি জানিয়েছে অল ত্রিপরা ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন। ককবরক ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতেসংগঠনের পক্ষ থেকে রবিবার থেকে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান সংলগ্ন এলাকায় দু'দিনের গণ অবস্থান শুরু হয়েছে।

গন অবস্থানে বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ব্যাপক সংখ্যায় অংশগ্রহণ করে। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান ককবরক ভাষাকে রাজ্যে সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হলেও এ ভাষার উন্নয়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে ককবরক ভাষা আশানুরূপ

উন্নয়ন হয়নি। রাজ্যের স্কুল-কলেজগুলোতে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা ককবরক ভাষীরা ককবরক ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতে আগ্রহী।

কিন্তু ককবড়ক ভাষার উন্নয়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করার ফলে এই ভাষার যথাযথ উন্নয়ন এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি।রাজ্যের উপজাতির কল্যাণে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে বলে দাবি করা হলেও ককবরক ভাষা উন্নয়নে তেমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। সে কারণেই অল ত্রিপরা ইন্ডিজিনাস স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ককবরক ভাষার উন্নয়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১২০ ▫ ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ইং ▫ ২৫ মাঘ ▫ সোমবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

জ্বালানির লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধিতে নাভিশ্বাস

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সীতারামন এ বছরের বাজেট প্রস্তাবে যেভাবে বেসরকারিকরণের পথে পা বাড়াইয়াছেন তাহাতে দেশ ও দেশবাসীর চরম সর্বনাশ ঘনাইয়া আসিতে পারে। পেট্রোল ডিজেলের উপর অতিরিক্ত সেস আরোপের প্রস্তাব করিয়াছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী।তাহাতে পেট্রোল ডিজেল এবং রান্নার গ্যাসের দাম আরও বাড়িয়া যইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না।জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। ইতি মধ্যেই

জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির অতীতের যাবতীয় রেকর্ড ভাঙ্গিয়া নিল।তাহাতে অসহায় হইয়া পড়িতেছেন সাধারণ মানুষ জন।অশোধিত তেলের দাম বিশ্ববাজারে বাড়িলে ভারতেও জ্বালানি তেলের গায়ে আগুন লাগেঅর্থনীতির এই সহজ ব্যাখ্যা বোঝিবার জন্য পণ্ডিত হওয়ার দরকার নাই। কিন্তু অর্থনীতি-রাজনীতি-সমাজনীতি প্রায় সবক্ষেত্রেই বেনিয়মই নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিগত ছ'বছরে আন্তর্জাতিক বাজারে একাধিকবার তেলের দাম কমিলেও ভারতে পেট্রল-ডিজেলের দাম বৃদ্ধি একের পর এক রেকর্ড ভাঙিয়া চলিয়াছে। কেন্দ্রীয় তেলমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের অবশ্য এসব নিয়া বিশেষ মাথাব্যথা আছে বলিয়া মনে হয় না। সেই মার্চ মাস থেকে করোনার আগ্রাসী দাপটে দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত। ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া বহু অফিস কাছারি, কলকারখানার মালিক কর্মী ছাঁটাইয়ের সবচেয়ে 'নিরাপদ' সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। বাজারে নিত্যপণ্যের অগ্নিমূল্য আগেই মধ্যবিত্তের হেঁশেলে ভালোরকম কোপ বসাইয়াছে। ফের তেলের দাম বাড়ায় আনাজপাতি থেকে প্রায় সব নিত্য দ্রব্যের বাজার আরও চড়া হওয়ার আশঙ্কা। তেলমন্ত্রী তবু সরকারের 'তেলা মাথায় তেল দেওয়ার' নীতি অনুসরণ করিয়া অদ্ভুত যুক্তি খাড়া করিয়াছেন! পেট্রল-ডিজেলের দাম বৃদ্ধির প্রসঙ্গে এর আগে তিনি বলিয়াছিলেন, বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের চড়া দরের কারণেই নাকি দেশে দাম কমাইতে পারিতেছে না তেল সংস্থাগুলি। সঙ্গত কারণেই বিরোধীরা প্রশ্ন তুলিয়া বলিয়াছিল, যদি তাই হয় তাহা হইলে মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার সময়ে বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের যা দর ছিল এখন দাম প্রায় তার অর্ধেক। তাহা হইলে কেন অতীতের রেকর্ড ভাঙিয়া পেট্রল-ডিজেলের দাম নয়া রেকর্ড করিয়াছে?

আসলে জ্বালানি তেলের দর বৃদ্ধির অন্তরালে থাকা গোপন কৌশলটি আর গোপন থাকিল না। অতীতেও বারবার দেখা গিয়াছে, বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দাম যখন নীচের দিকে নামিয়াছে তখনও পেট্রল-ডিজেলের উৎপাদন শুল্ক রেকর্ড পরিমাণ বাড়াইয়া সরকারের কোষাগারে বাড়তি অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছে। লকডাউন উঠিয়া গিয়া গাড়ির চাকা ঘুরিতেই এই প্রচেষ্টার শুরু। তাই ফের জ্বালানি তেলের আকাশছোঁয়া দামের কারণে সিঁদুরে মেঘ দেখিতে শুরু করিয়াছেন সাধারণ মানুষ। তেলের দামের ধাক্কায় শুধু জিনিসপত্রের দামই বাড়িবে না তাহার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়িবে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়। এমনিতেই বহু মানুষের হাতে এখন নগদ টাকার অভাব। সেখানে মূল্যবৃদ্ধি আরও ঊর্ধমুখী হইলে নাজেহাল হইতে হইবে তাঁহাদেরই। তাহা র্নিয়ায় অবশ্য হেলদোল নাই কেন্দ্রের সরকারের। তেলের উপর থেকে কর কমানোর জোরালো দাবি বারবার উঠিলেও সে ব্যাপারে কর্ণপাত করিতে তাহারা নারাজ। বরং কোষাগারে বাড়তি অর্থের তাগিদেই শুল্ক আদায়ে অনমনীয় মনোভাব দেখাইতেছে। কোনও জনকল্যাণকামী সরকারের কাছ থেকে এমন মানসিকতা কাম্য নয়। জিনিসপত্রের দাম বাড়িলে মানুষের দুর্ভোগ বাড়িবে জানিয়াও কর পুনর্গঠনের মাধ্যমে তেলের দাম কমাইবার পথে হাঁটিতেছে না তাহারা। কারণ সরকার সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার কথা সেভাবে কখনও ভাবে না। অবিলম্বে জ্বালানি তেলের দাম না্া কমাইলে সাধারণ মানুষের ওপর ইহার প্রভাব মারাত্মকভাবে পড়িতে পারে। যেকোনো রাষ্ট্রবাদী সরকারের দায়িত্ব হলো জনগণের স্বার্থ রক্ষা করা। সরকার যদি সেই বিষয়ে যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তাহা হইলে জনগণের দুঃখ দুর্দশার অন্ত থাকিবে না। জ্বালানি তেলের মূল্য যেভাবে লাগামহীনভাবে বাড়িয়াা চলিতেছে তাহাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম লাগামহীন ভাবে বাড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা প্রবল। এ বছরের বাজেট প্রস্তাবেও যেভাবে বেসরকারিকরণের ঝোঁক পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহাতে আরো বড় ধরনের সর্বনাশ ঘনাইয়া আসিতে পারে।

এনজেপিতে ভাঙচুরের ঘটনায় তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত প্রসেনজিৎ রায়

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : এনজেপিতে স্থলবন্দরে ভাঙচুর কান্ডের ঘটনায় তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত প্রসেনজিৎ রায়। রবিবার শিলিগুড়িতে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূল জেলা সভাপতি রঞ্জন সরকার জানান, সেদিনের ঘটনার জেরে প্রসেনজিৎকে বহিষ্কার করা হল।

নিউ জলপাইগুড়ি এলাকায় তৃণমূলের সাংগঠনিক কাজকর্ম দেখভাল করার জন্য আট সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হল।। এই কমিটির কাজকর্ম দেখার জন্য দলের তরফে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জেলা সভাপতি রঞ্জন সরকার ও জেলা আইএনটিটিইউসির সভাপতি অরূপরতন ঘোষকে। রবিরার তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান, রঞ্জন সরকার ও রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব। তিনি বলেন টি পার্কে হামলার যে ঘটনা ঘটেছে তা কখনই বাঞ্ছনীয় নয়। মুখ্যমন্ত্রীরও নজরে রয়েছে ঘটনাটি। দল এই ধরনের কাজকর্মকে কখনই অনুমোদন করবে না। এই ঘটনায় পুলিশ পুলিশের কাজ করছে বলে জানিয়ে গৌতমবাবু বলেন, 'ইতিমধ্যেই সাতজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদেরও গ্রেফতার করা হবে।' হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

ময়নাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশন বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত ৮টি দোকান

ময়নাগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : জলপাইগুড়ির নিউ ময়নাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশন বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হল ৮টি দোকান। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার গভীর রাতে। ময়নাগুড়ি দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। যদিও ততক্ষণে ওই ৮টি দোকান ভস্মীভূত হয়ে যায়। রবিবার সকালে ঘটনাস্থলে আসেন ময়নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সজল বিশ্বাস।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মুদিখানা দোকান, পানের দোকান, হোটেল ও বৈদেশিক সরঞ্জামের দোকান সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়েছে। ওই সবকটি অস্থায়ী দোকান। তবে দমকল ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাওয়ায় পার্শবর্তী দোকান ও বাড়ি আগুনের হাত থেকে রেহাই পায়।তবে কিভাবে আগুন লাগছে তা জানা যায়নি। রবিবার সকালে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন ময়নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সজল বিশ্বাস। প্রধান বলেন, '৮টি দোকান আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে।' ক্ষতিগ্রস্ত ব্যলবসায়ীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন ময়নাগুড়ি-১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মনোজ রায়। হিন্দুস্থান সমাচার/ সোনালি

ব্যাঙ্কে আয়কর রিটার্ন, নির্মলার ললিপপ প্রবীণদের

ত্রিদিবরঞ্জন ভট্টাচার্য

প্রাপ্তির স্বপ্ন ততক্ষণই ভালো যতক্ষণ স্বপ্ন থাকে। ধাক্কা লাগে। এখন পঙ্গু অর্থনীতি, আর করোনায় আমজনতা, মধ্যবিত্ত, আর্থিকভাবে, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। বিপন্ন এই সময়ে তারা অনেকেই তাকিয়ে ছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের বাজেটের দিকে। আশা ছিল, নির্মলার বাজেটে তাদের জন্য কিছু ক্ষেত্রে আয়করে ছাড়, হাতে নগদ অর্থ বৃদ্ধির জন্য কোনো দিশা থাকবে, নতুন ঘোষণা থাকবে। না, সদ্য পেশ করা নির্মলা সীতারমণের তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ বাজেট সে পথে হাটেনি। আরেকটি স্বপ্নভঙ্গের বাজেট, বিশেষ করে আমজনতার, মধ্যবিস্তের।

বাজেটের আগে বিভিন্ন মহলে, পত্রপত্রিকায় বলা হচ্ছিল-- করোনায় পীড়িত পরিষায়ী শ্রমিক থেকে আমজনতা, মধ্যবিত্ত, কৃষকদের জন্য বেশ কিছু ছাড়, আর্থিক প্যাকেজ থাকবে এবারের বাজেটে। নির্মলার বাজেটে, এদেশের প্রত্যাশা এক ছটাকও পূর্ণ হয়নি। সার্বিক হতাশা এই শ্রেণির মানুষের। আত্মনির্ভর ভারতের মতো এবার নতুন এক প্রকল্প প্রধানমন্ত্রী আত্মনির্ভর স্বাস্থ্যভারত যোজনা"। আগামী বছর থেকে ১০,৭০০ কোটি টাকা বছর বছর এই ঘযোজনায় খরচ করা হবে। প্রকল্প চলবে ৬ বছর। প্রকল্প হিসাবে নিশ্চয়ই খারাপ নয়। আর এই প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দে অর্থমন্ত্রী তো উচ্ছসিত- তার মতে 'নিজিরবিহীন"। করোনা থেকে শিক্ষা নিয়ে এ বছর বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ বাড়বে বলে সবাই আশাবাদী ছিলেন। কিন্তু মাননীয়া অর্থমন্ত্রী, পেটে গামছা বেঁধে স্বাস্থ্য বরাদ্দ নজিরবিহীন" বৃদ্ধির সাফল্যের অপেক্ষা করা কি সম্ভব? ভেবেছেন কি একবারও! হ্যাঁ, আপনি বলতে পারেন, পরিকাঠামো উন্নয়নে বাজেটে অন্যান্যবারের চেয়ে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আপনার কথায়, এই বাজেট "অর্থনীতিতে গতি আনতে এবং দীর্ঘস্থায়ী বৃদ্ধির জন্য সব সুযোগ তৈরি করবে।" তর্কবিবাদে না গিয়ে আপনার কথা মেনে নিয়েই মনে প্রশ্ন জাগে, অর্থনীতির গতি আসতে আসতে আমজনতার আর্থিক হাল আর কত খারাপ হবে একবার ভেবে দেখেছেন কি? উত্তর অবশ্যই-- না। আপনি ভাবতে পারেননি। পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ শুরু হলেই সাধারণ মানুষের হাতে নগদ টাকা আসবে, কয়েকটি শিল্প ক্ষেত্রে নতুন কর্মসংস্থান হবে, অবশ্যই পরিকাঠামো উন্নয়নের এটাই স্বাভাবিক আর্থিক প্রতিক্রিয়া। মাননীয়া, সাধারণ মানুষ জঠর জ্বালা এতদিন সহ্য করতে পারবে কি? অনেকে বলবেন, পেটের জ্বালা, নিবারণের জন্যই "এক দেশ এক রেশন কার্ড" প্রকল্প চালু হচ্ছে। পরিযায়ী শ্রমিক সহ প্রায় ৭০ কোটি সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন। এই প্রকল্প চালু করতে পোর্টাল সহ প্রশাসনিক ব্যবস্থা করার মতো সময়ের অপেক্ষা করা সম্ভব কি দুর্দশাপীড়িত এই মানুষগুলোর? তাদের আগামী কয়েকমাস আর্থিক সুরাহা দেবার মতো কোনো প্রকল্পের আশায় তারা তো বুক বেঁধেছিলেন।

কৃষক আন্দোলনে আপনার সরকার জেরবার। তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট, বিশেষ করে ছোট, প্রান্তিক চাষির জন্য কয়েকটি প্রকল্প ঘোষণা করেও তো রাজনৈতিক ফয়দা লুটতে পারতেন। না, আপনি সে পথে যাননি। বলতে পারেন, রাজনীতি নয়, দেশের অর্থনীতির ভালোমন্দই বড় কথা। অবশ্যই। কিন্তু অর্থনীতির চালিকাশক্তি মাঠের এই লোকগুলোই। এদের জন্য নতুন প্রকল্পে রাজকোষে কত ঘাটতি বাড়ত?

এই বাজেট শুধুমাত্র আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিযায়ী শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য প্রান্তিক মানুষকে হতাশ করেছে তা নয়, মধ্যবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থকেও খুশি করতে পারেনি। কর ছাড়ে নতুন কোনো প্রস্তাব নেই। আশা করা হয়েছিল, করোনার ধাকায় পধুদস্ত মধ্যবিত্তের হাতে বাড়তি টাকার ব্যবস্থা করতে এবার তম সীমা বাড়ানো হবে। হ্যা, মধ্যবিত্তের আশার এই বেলুন একেবারে চুপসে গিয়েছে এই বাজেটে। বাজেট সমর্থকরা বলবেন, কেন অর্থমন্ত্রী তো আবাসনে ছাড়ের সুবিধা ২০২২ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছেন। কমদামি আবাসন (৪৫ লক্ষ টাকার নীচে) গত বছর বাড়তি ১.৫ লক্ষ টাকা (২ লক্ষ টাকার উপরে) ছাড় দেওয়া হয়েছিল। এই সি বসীমা নানা হা নাল জর নি।

আয়করে ছাড় না দেওয়া নিয়ে সমালোচনার জবাবে বলা হচ্ছে, ৭৫ বছর বা তার বেশি বয়সের সুদ ও পেনশন নির্ভরশীল নাগরিকদের আয়কর বাজেটে। যেভাবে রিটার্ন জমা না দেবার বিষয়টি তুলে ধরা হচ্ছে তাতে মনে করা হচ্ছে আহা, আহা কী কম্মো করলাম। কিন্তু রিটার্ন জমা না করার বদলে ব্যাঙ্কে আয়কর জমা দেবার হ্যাপা নিয়ে এবার একটু আলোচনা করা যেতে পারে। কারণ বাজেটের ভালো খবর, মন্দ খবর এই কয়দিনে সবার জানা হয়ে গেছে। ব্যাঞ্চে আয়কর জমা নিয়ে অনেকের ধারণা স্পষ্ট নয়। আজকের প্রতিবেদনে এই ব্যাপারটি তুলে ধরাই লক্ষ্য। এই সুবিধা অর্থাৎ ব্যাঙ্কে আয়কর জমা দিতে যা করতে হবে/ যোগ্যতা থাকতে হবে। প্রথমে মনে রাখতে হবে এই সুবিধা সব প্রবীণদের জন্য নয়। বয়স হতে হবে ৭৫ বছর বা তার বেশি। এটা হল প্রথম শর্ত।

এবার দ্বিতীয় শর্ত। সব ধরনের আয়ে এই সুবিধা মিলবে না। একমাত্র পেনশন থেকে আয় হলেই এই সুবিধা। আর যে ব্যাঙ্ক থেকে পেনশন মেলে সেই ব্যাঙ্কে মেয়াদি আমানত থাকলে তার সুদ বাবদ প্রাপ্ত আয়- এই হিসেবে আসতে পারে। আবার মনে রাখতে হবে, সব ব্যাঙ্কে এই পরিষেবা মিলবে না। সরকার নির্দিষ্ট আয়করের টাকা জমা নেবে। (নাম এখনও জানানো হয়নি) যিনি ব্যাঙ্কের মাধ্যমে আয়কর জমা দিতে চান তাকে একটা ঘোষণা বা ডিক্লারেশন সেই নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে নিজের ইচ্ছের কথা জানাতে হবে। তবে কী মর্মে এই ঘোষণা জমা করতে হবে তা জানতে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

এই ঘোষণাপত্র জমা করার পরে ব্যানই আয় ও প্রবীণদের জন্য যেসব ছাড় আছে যেদি নতুন করআয়কর হবে তা জানিয়ে আয়কর কেটে নেবে। আর এজন্য ৭৫ বছরে উধ্রব নাগরিকদের আয়কর রিটার্ন জমা না করলেও চলবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, প্রবীণ বা যেসব ছাড় আছে তা এখনও বহাল আছে। এবার টিন নানান য়ান। আছে তার অঙ্ক বাড়বে বলে ধরে নিয়েছিলেন। বর্তমানে ব্যাঙ্ক সহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে যেসব মেয়াদি আমানতে সুদ কমছে, চিকিৎসা ব্যয়ভার বৃদ্ধি, বেড়েছে, সেই প্রেক্ষাপটে প্রবীণদের এই চাওয়া খুব স্বাভাবিকই ছিল। কিন্তু অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ তাদের মনের কথা পড়তে পারলেন না, ভাবলেন না তাদের অসুবিধার কথা। প্রবীণদের হাতে ধরিয়ে দিলেন রিটার্ন ছাড়ের ললিপপ।

গত বাজেটে (২০২০-২১) অর্থমন্ত্রী নতুন কর ব্যবস্থা চালু করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে পুরনো কর ব্যবস্থা। এবার প্রবীণদের জন্য চালু হল দুই ব্যবস্থা--ব্যাঙ্কের মাধ্যমে আয়কর বা সরাসরি রিটার্ন আয়কর দফতরে। অর্থমন্ত্রীর নতুন কর ব্যবস্থা সত্যিই কতজন বেছে নেন তা জানা যাবে এবছর আয়কর রিটার্ন দাখিলের পর্ব শেষ হলে। অভিজ্ঞমহলের মতে, নতুনে তেমন সাড়া মিলবে না। ব্যাঙ্কের মাধ্যমে প্রবীণদের করের প্রস্তাব চালু হচ্ছে ২০২১-এর ১লা এপ্রিল থেকে এজন্য নয়া এই ব্যবস্থা আদৌ প্রবীণদের আকৃষ্ট করল কিনা তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে ২০২২ শেষ / ২০২৩ এর প্রথম পর্যন্ত। তবে এই ব্যবস্থা প্রবীণদের মনে অনেকে মনে করছেন। এখন অনেকেই একটি ব্যাঙ্কে টাকা না রেখে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে রাখেন। টাকার সুরক্ষার কথা ভেবেই। এছাড়াও মেয়াদি আমানতের সুদের অ্যাকাউন্ট খোলার প্রবণতা বাড়ছে। সুদ আর পেনশন ছাড়া অন্য আয়ের সংস্থান থাকলে এই সুবিধা মিলবে না, অনেকেই এজন্য ইচ্ছে থাকলেও নতুন ব্যবস্থা বেছে নিতে পারবেন না। তবে এ প্রসঙ্গে অবশ্য উল্লেখ্য বাজেট ব্যাখ্যায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে আয়করের প্রস্তাবে এসব বলা হয়েছে। অর্থবিল সংসদে অনুমোদিত হলে সব ব্যাপার পরিষ্কার হবে। প্রবীণদের স্বপ্নভঙ্গের মতো চাকুরিজীবীরাও হওয়াতে একেবারে হতাশ। খোদ সরকারি দফতর ছাড়া আধা-সরকারি, বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্মরতদের সামাজিক সুরক্ষার ঢাল টিনের চালের মতো। কর্মীরা কর্মচারী ভবিষ্যনিধি, স্বেচ্ছামূলক প্রভিডেন্ট ফান্ডে (ভিপিএফ) টাকা রেখে নিজের ভবিষ্যৎ মজবুত করার দিকে সম্প্রতি উৎসাহ বোধ করছিলেন। এবারের বাজেটে অর্থমন্ত্রী সীতারমণ উৎসাহে জল ঢালতে এই দুই ফান্ডে সুদে যে ছাড় মিলত তাতে করমুক্ত সুদের গণ্ডি বেঁধে দিলেন। আগামী অর্থবর্ষ থেকে আড়াই লক্ষ টাকার বেশি সুদ মিললে তার জন্য কোনো ছাড় মিলবে না। তবে অনুদানের ওপর কোপ পড়েনি। অর্থাৎ অনুদানে এখনও টাকার কোনো সর্বোচ্চ পরিমাণ বেঁধে দেওয়া হয়নি। তবে অনেকে বলছেন যে সুদে যদি ছাড় না মেলে তবে অনুদান বাড়িয়ে কী লাভ! এই ছাড়ের অঙ্ক নির্দিষ্ট করে দেবার পিছনে অর্থমন্ত্রীর যুক্তি- যাদের মাস মাহিনা বেশি তীরাই বেশি অনুদান এই ফান্ডে জমা করে আয়করে বেশ কিছুটা বাড়তি সুবিধা নিচ্ছিলেন, তাদের জন্যই এই ব্যবস্থা নিতে হল। উল্লেখ্য, ইপিএফ আইনানুসারে যে অনুদান দেওয়া হয় (১২০শতাংশ) তার ওপরে অর্জিত সুদে নয়া প্রস্তাব কোনো প্রভাব ফেলবে না।

মাননীয়া নির্মলা সীতারমণের সদ্য পেশ করা বাজেট আমজনতা, সাধারণ মধ্যবিত্ত, চাকরিজীবী থেকে প্রবীণরা শুধুমাত্র হতাশ বললে ভুল হবে, আগামীদিনের কথা ভেবে তারা শঙ্কিতও। কৃষক থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য এই বাজেটে বেশ কিছু প্রকল্প ঘোষণা আর্থিক সুবিধার প্রস্তাব থাকবে বলে আশা জেগেছিল। অনেকে সমালোচনা মেনে নিয়ে বলা যায়, ১০০ দিনের কাজ গ্রামের অর্থনীতিতে কিছু হলেও সদর্থক প্রভাব আছে। কিন্তু বাজেটে ১০০ দিনের কাজে বরাদ্দ কমিয়ে অর্থমন্ত্রী কীসের দিশা দেখালেন তা অনেকের কাছেই বোধগম্য হয়নি। এবার বরাদ্দ করা হয়েছে ৭৩ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু গত বাজেটে এই খাতে বরাদ্দ ছিল প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকা। আর শুধু ১০০ দিনের কাজে বরাদ্দ কমানো হয়েছে তা নয়, বহু আলোচিত পিএম কিষাণ খাতে বরাদ্দ কমানো হয়েছে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা, এবার করা হয়েছে ৬৫ হাজার কোটি টাকা, গতবার ছিল ৭৫ হাজার কোটি টাকা।

তবে কি নির্মলার বাজেটে কৃষকদের জন্য কিছুই নেই? হ্যা আছে। তবে চটজলদি কিছু নেই। এক অর্থবর্ষে কৃষিঋণের লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৫০ লক্ষ কোটি, গ্রামীণ পরিকাঠামো তহবিলে বাড়তি ১০ হাজার কোটি টাকা (৩০ থেকে ৪০ হাজার কোটি)। এককথায় এবারের বাজেট সাধারণের হাতে নগদ টাকা বৃদ্ধির কোনো প্রচেষ্টা হয়েছে বলে কোনো মহলের মনে হয়নি। অথচ অনেক অর্থনীতিবিদ বাজেটে এ বিষয়টির দিকে বার বার নজর দিতে বলেছিলেন, সাধারণকে বর্তমানের বেহাল আর্থিক অবস্থা থেকে কিছুটা স্বস্তি দিতে। কিন্তু অর্থমন্ত্রী সাময়িক স্বর্তি দেবার চেয়ে অর্থনীতির আগামীদিনের কথা ভেবে পরিকাঠামো উন্নয়ন, বেশি ঝুঁকেছেন। আর এজন্য তিনি সরাসরি সরকারি বিনিয়োগ বা যৌথ উদ্যোগে জোর দিয়েছেন। রাজকোষে ঘাটতি যে অবস্থায় পৌছেছে জিডিপির ৯.৫ শতাংশ) অর্থমন্ত্রী বাড়তি অর্থ কোথা থেকে আনবেন বাজেটে তার সুস্পষ্ট কোনো রূপরেখা নেই। আর এজন্য বেসরকারিকরণ, খণই কি একমাত্র পথ? এছাড়া পরিকাঠামো প্রকল্প বাতৃবায়নে দীর্ঘসূত্রতা অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাবে বাধাস সৃষ্টি করে। আর যদি সত্যিই পরিকাঠামো উন্নয়নের দাওয়াই কাঙ্ক্ষিত পথে হয় তবে হয়ত অর্থনীতির চাকা ঠিক পথে চলতে পারে। সাময়িক স্বস্তি না পেলেও আগামী দিনের কথা ভেবেই এবারের নির্মলার বাজেট-ত্ত একথা ভেবেই সান্তনা খুঁজতে হবে আরো কিছুদিন। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

পাকিস্তানের উপর ইরানের হামলায় কী শিখবে ভারত

আর কে সিনহা

পাকিস্তানে ফের সার্জিকাল স্ট্রাইক চালালো ইরান। এই হামলার সৌজন্যে নিজেদের দেশের অপহৃত কিছু সেনাকে ''জৈশ উল আদল'' নামক সন্ত্রাসী সংগঠনের হাত থেকে মুক্ত করেছে ইরান। গত মঙ্গলবার রাতে সার্জিকাল স্ট্রাইক চালিয়েছে ইরান। যদিও, মিডিয়া এই বিষয়টি কায়দা করেই নোটিশ করেনি। ''জৈশ উল আদল'' নামক সন্ত্রাসী সংগঠন পাকিস্তান-ইরান লাগোয়া সীমান্তে লাগাতার হামলা চালাচ্ছে। ২০১৯ সালে ওই সন্ত্রাসী সংগঠনের হামলায় মৃত্যু হয়েছিল ২৭ জন ইরানি নাগরিকের। উল্লেখের বিষয় হল, পুলওয়ামা হামলার ঠিক একদিন আগে ইরান সীমান্তে এই হামলা চালানো হয়েছিল। পুলওয়ামা হামলায় শহিদ হয়েছিলেন ৪০ জন সিআরপিএফ জওয়ান। ইরানে হওয়া হামলায় ২৭ জন ইরানি নাগরিকের মৃত্যু হয়েছিল। কোন কোন দেশের প্রতিবেশী জংলি

ভারত ও ইরানের কাছে এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে দুই দেশের প্রতিবেশী দেশই পাকিস্তান। ভারত মূলত একটি হিন্দু দেশ, যদিও ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধগুলি পুরোপুরি মেনে চলা হয়, এজন্যই ভারতের প্রতি পাকিস্তান বরাবরই ক্ষুব্ধ। ভারতীয় সংবিধানে সমস্ত নাগরিককে সমানাধিকার দেওয়া হয়েছে। ইরান আসলে শিয়া অধ্যুষিত দেশ, সেই কারণে ইরানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে না পাকিস্তান। পাকিস্তানে শিয়াদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসাবে বিবেচনা করা হয়, জনসংখ্যায় প্রাধান্য পায় সুন্নি। পাকিস্তানে শিয়ারা প্রতিনিয়ত অত্যাচারিত ও নিপীড়িত।

ভারত এবং ইরান উভয় দেশই পাকিস্তানের বর্বরোচিত আচরণে বীতশ্রদ্ধ। সন্ত্রাসীদের কারখানা হিসেবে পরিচিত পাকিস্তানেও মানুষ ক্ষুব্ধ। পাকিস্তানের কোমর ভেঙে ফেলা ছাড়া ভারত ও ইরানের কাছে বিকল্পই বা কী রয়েছে? আসলে ভারত ও ইরান যদি এক হয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রতিটি স্তরে লড়াই করে তাহলে হয়তো পাকিস্তানের হুঁশ ফিরবে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারত ও ইরানের উচিত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যৌথ রণনীতি তৈরি করা। পাকিস্তান তো শুধরে যাওয়ার নয়। সেখানে হাফিজ সৈইদ, মৌলানা আজহার মাহমুদের মতো সন্ত্রাসী সক্রিয় রয়েছে। তারা ভারত ও ইরানের উপর সন্ত্রাসী হামলার চালানোর পরিকল্পনা করে। যদি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ইরানের রাষ্ট্রপতি ডা. হাসান রৌহানি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যৌথ রণনীতি তৈরি করেন, তাহলে খুব ভালোই হবে। এমনিতেই মোদী ও রৌহানির মধ্যেই সম্পর্ক অত্যন্ত ভালো। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে পুলওয়ামা হামলার প্রত্যাঘাতে ভারতীয় সেনা যখন পাক অধিকৃত কাশ্মীরে সন্ত্রাসী ঘাঁটিতে সার্জিকাল স্ট্রাইক চালিয়েছিল, তখন ইরানও পাকিস্তানে হামলা চালিয়েছিল। ভারতীয় সেনার কমান্ডাররা পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ঢুকে ৯৮ জন জঙ্গিকে নিকেশ করেছিল। তখনই পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চল সীমান্তে ইরান মর্টার হামলা চালিয়েছিল। ইরানের বর্ডার গার্ডস সীমান্তের ওপার থেকে বালুচিস্তানে তিনটি মর্টার হামলা চালিয়েছিল। এই হামলা যদি একত্রে হত তাহলে পাকিস্তানে হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে যেত।

কেন ভারতের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে পাকিস্তান

পাকিস্তান এখন ভারতের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। পাকিস্তানের সেনা প্রধান কামার জাভেদ বাজওয়া সম্প্রতি বলেছেন, তাঁর দেশ ভারতের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করতে চাইছে। কিন্তু, ভারত স্পষ্ট করে দিয়েছে, পাকিস্তান যতক্ষন না পর্যন্ত সন্ত্রাস এবং শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব কাটাবে, ততক্ষন কোনও কথা নয়। গোটা বিশ্বে সন্ত্রাস ছড়ানো দেশের সঙ্গে আলোচনার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। পাকিস্তানে একদিকে ভারতের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে, অন্যদিকে জঙ্গিদের অনুপ্রবেশ করিয়ে কাশ্মীরে অশান্ত করতে চাইছে। পাকিস্তানের অনেক নেতা আবার ভারতে পরমাণু বোমার হুমকি পর্যন্ত দিয়েছে। এভাবেই পাকিস্তানে নিচু মানসিকতা সম্পর্কে বোঝা যায়। পাকিস্তান ও ইরানের মধ্যে ৯০০ কিলোমিটারের সীমানা রয়েছে। ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সৌদি আরব যখন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য ৩৪টি দেশের একটি ''ইসলামিক সামরিক জোট'' গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তখন থেকেই এই দুই দেশের সম্পর্কের অবনতি হয়। তবে শিয়া অধ্যুষিত ইরানকে এই জোটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এতে সৌদি আরব সুস্পষ্টভাবে পাকিস্তানকে যুক্ত করেছিল। এ কারণে ইরান পাকিস্তানের প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিল।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ফ্রন্টে বাংলাদেশকেও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ভারত ও ইরানের। সকলেই জানেন বাংলাদেশ একসময় পাকিস্তানের অংশ ছিল। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়েও পাকিস্তান নাক গলায়। বাংলাদেশ যখন জামাত-ই-ইসলামি নেতা কাসিম আলীকে ফাঁসি দিয়েছিল, তখন পাকিস্তান আপত্তি জানিয়েছিল। যদিও পাকিস্তানের কথায় কর্নপাত করেনি বাংলাদেশ। কিছু সময় আগে বাংলাদেশ একজন পাকিস্তানি কূটনীতিককে দেশ ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছিল। তার আগে ২০০০ সালে শেখ হাসিনা একজন পাকিস্তানি কূটনীতিককে অবিলম্বে ঢাকা ছাড়তে বলেছিলেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, সে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর এজেন্ট এবং বাংলাদেশের উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলিকে সহায়তা করত। ভারত ও ইরান কবে একত্রে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, তাই এখন দেখার। (লেখক রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ত্রিপুরা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত। ছবি- নিজস্ব।

মার্চ থেকেই টিকা বয়স্কদের, আশাবাদী মন্ত্রী

নয়াদিল্লী, ৭ ফেব্রুয়ারী।। চলতি বছরের জুন-জুলাই মাসের মধ্যে তিরিশ কোটি দেশবাসীকে করোনার প্রতিষেধক দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছিল কেন্দ্র। কিন্তু শুরুর পরে প্রায় তিন সপ্তাহ কেটে গেলেও এখনও সে ভাবে গতি পায়নি টিকাকরণ অভিযান। প্রথম ধাপে তিন কোটি চিকিৎসাকর্মী ও ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কারের মধ্যে টিকাকরণের আওতায় এসেছেন মাত্র ষাট লক্ষের কাছাকাছি মানুষ। তবু আর দেরি না-করে মার্চ থেকেই ২৭ কোটি বয়স্ক মানুষকে প্রতিষেধক দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে যাবে বলে দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন। বস্তুত, আজই সমস্ত রাজ্যকে টিকাকরণের গতি বাড়াতে বলেছে কেন্দ্র। হর্ষ বর্ধনের কথায়, "প্রথম পর্বে এক কোটি স্বাস্থ্যকর্মী ও দু'কোটি ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কারকে টিকাকরণের আওতায় আনার পরিকল্পনা ছিল। ১২টি রাজ্যে প্রায় ষাট শতাংশ স্বাস্থ্যকর্মী ইতিমধ্যেই প্রতিষেধক নিয়েছেন। তাই ২ ফেব্রুয়ারি থেকে ফ্রন্টলাইন কর্মীদের প্রতিষেধক দেওয়া শুরু হয়। আশা করছি মার্চ থেকে ২৭ কোটি বয়স্ক মানুষকে টিকা দেওয়ার কাজও শুরু হয়ে যাবে।" কোনও তারিখ জানাতে পারেননি স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তবে তাঁর আশা, আগামী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যেই বয়স্কদের টিকাকরণ শুরু হয়ে যাবে। ইচ্ছুকেরা কো-উইন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে আবেদনের সুযোগ পাবেন। রোজ তিন লক্ষ মানুষকে প্রতিষেধক দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ছিল সরকারের। অধিকাংশ দিনই ছোঁয়া যাচ্ছে না সেই লক্ষ্যমাত্রা। এর একটি বড় কারণ হিসেবে দেখা যাচ্ছে, বড় সংখ্যক চিকিৎসাকর্মী প্রতিষেধক নিতে অনিচ্ছুক। বিশেষ করে, কোভ্যাক্সিন প্রতিষেধক প্রত্যাখানের হার তুলনায় বেশি। তবে আইসিএমআর-এর পদস্থ কর্তা তথা কোভিড সংক্রান্ত জাতীয় টাস্ক ফোর্সের সদস্য এন কে অরোড়া জানান, শুরুতে যে গতিতে টিকাকরণ হবে বলে ভাবা হয়েছিল, পরিকল্পিত ভাবে তাতে রাশ টানা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে টিকাকরণে কী ধরনের সমস্যা হচ্ছে, তা বুঝে নিতেই 'ধীরে চলো' নীতি নেওয়া হয়েছে। অরোড়া দাবি করেন, "আমাদের প্রতিদিন পাঁচ থেকে আট লক্ষ মানুষকে প্রতিষেধক দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। পালস পোলিও অভিযানের সময়ে এক-এক সপ্তাহে ১৭ কোটি শিশুকে পোলিওর টিকা খাওয়ানো হয়ে থাকে। তাই আমাদের পরিকাঠামোগত কোনও সমস্যা নেই। শুধু ইচ্ছে করেই গতিতে সামান্য রাশ টেনে রাখা হয়েছে অরোড়া এই কথা বললেও আজই সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে টিকাকরণের গতি বাড়াতে বলেছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব রাজেশ ভূষণ রাজ্যগুলিকে বলেছেন, ২০ ফেব্রুয়ারির আগে সমস্ত চিকিৎসাকর্মী যেন টিকার অন্তত একটি ডোজ পেয়ে যান। ১৬ জানুয়ারি টিকাকরণ শুরুর দিনে যাঁরা প্রথম ডোজ পেয়েছিলেন, ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে তাঁদের দ্বিতীয় ডোজ দিতে শুরু করার কথাও বলেছেন তিনি।

কো-উইন অ্যাপে নাম নথিভুক্ত-হওয়া সকলের টিকাকরণ নিশ্চিত করতেও বলা হয়েছে। তবে প্রতিষেধকের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ একটি সমস্যা বলে ঘরোয়া ভাবে স্বীকার করে নিচ্ছেন স্বাস্থ্যকর্তারা। বর্তমানে সিরাম ইনস্টিটিউটের কোভিশিল্ড ও ভারত বায়োটেকের কোভ্যাক্সিন প্রতিষেধক দেওয়া হচ্ছে ভারতে। একে তো কোভ্যাক্সিন নিতে অনেকের আপত্তি ঘোরালো করে তুলেছে সমস্যা। একই সঙ্গে কূটনীতির অঙ্গ হিসেবে অন্য দেশকে প্রতিষেধক পাঠানোর দায়বদ্ধতা রয়েছে ভারতের। সেই প্রতিষেধকও যাচ্ছে ওই দুই সংস্থা থেকে। হর্ষ বর্ধনের লোকসভায় দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত ১৫টি দেশকে ভারতে প্রতিষেধক দিয়েছে। এর মধ্যে ৫৬ লক্ষ প্রতিষেধক অনুদান হিসেবে গিয়েছে এবং ১০৫ লক্ষ প্রতিষেধক গিয়েছে বাণিজ্যিক চুক্তির অংশ হিসেবে।

আজই বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর জানিয়েছেন যে, আরও ২৫টি দেশ ভারতীয় প্রতিষেধক পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দেশে প্রতিষেধকের চাহিদার তুলনায় জোগানের একটি ঘাটতি রয়েছে বলে একান্তে মানছেন স্বাস্থ্যকর্তারা। তবে আগামী এক মাসের মধ্যে আরও একটি বা দু'টি প্রতিষেধক বাজারে আসতে পারে। সেই পরিস্থিতিতে মার্চের মাঝামাঝি থেকে প্রতিষেধকের জোগান স্বাভাবিক হবে বলেই দাবি স্বাস্থ্যকর্তাদের।

ক্ষমতায় এলে শবরীমালার নতুন আইন, প্রতিশ্রুতি দিল কংগ্রেস

নয়াদিল্লী, ৭ ফেব্রুয়ারী।। লোকসভা নির্বাচনে কেরালায় ২০টির মধ্যে ১৯টি আসন জিতে নিয়েছে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ জোট। সে রাজ্যের কংগ্রেস সভাপতি রমেশ চেন্নিথালা আগেই বলেছিলেন, "শবরীমালা নিয়ে কংগ্রেসের অবস্থানের পাশে দাঁড়িয়েছে সাধারণ মানুষ। এই রাজ্যে আমাদের বিপুল জয়ের মূল কারণ এই ইস্যু"। ঋতুস্রাবী মহিলাদের শবরীমালার প্রবেশের বিধি নিষেধের বিষয়ে নতুন আইন আনবে কংগ্রেস এমনটাই জানান হয়।প্রস্তাবিত আইনটির খসড়া প্রকাশ করেছে এমনকি এলডিএফ সরকার। শুক্রবার তাঁর সরকারের পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয়ে জানতে চাইলে মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন নন-কমিটি ছিলেন এবং পুনরাবৃত্তি করে যে তারা এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের নয়-বিচারকের বেঞ্চের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ছিলেন।শনিবার দলটির পরিকল্পিত সাবারিমালা আইনটির খসড়া প্রকাশকারী কংগ্রেস সিনিয়র নেতা তিরুভানচুর রাধাকৃষ্ণান বলেন, "কংগ্রেস মন্দিরে পুরানো ঐতিহ্য রক্ষার জন্য আইন চায়। প্রস্তাবিত আইন অনুসারে ঐতিহ্য লঙ্ঘন বা ঐতিহ্যকে চ্যালেঞ্জ জানানো যে কোনও আইনকে বোধগম্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হবে। এটি শবরীমালা আইয়াপ্পা ভক্তদের (ধর্মীয় অধিকার, শুল্ক ও ব্যবহারের সুরক্ষা) আইন, ২০২১ নামে পরিচিত হবে। কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয়েরই এই বিষয়ে আইন প্রণয়নের অধিকার রয়েছে। যদি ক্ষমতায় আসি কেরালায় কংগ্রেস একটি আইন প্রবর্তন করবে মন্দিরে রীতিনীতি রক্ষার আইন। কংগ্রেস বলেছে যে এই নতুন আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে দুই বছরের কারাদণ্ডের শাস্তি বহন করবে।যদিও কয়েক বছর আগে রাহুল গান্ধী বলেছিলেন, """শবরীমালা নিয়ে এক তরফা অবস্থান নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, বিষয়টা যথেষ্ট জটিল। মহিলাদের সমানাধিকার থাকা উচিত, এটাও যেমন সত্যি, তেমনই পরম্পরাও রক্ষা করা দরকার।

রবিবার বজ্রবিদ্যুতসহ বৃষ্টি বঙ্গে, দাপট বাড়বে শীতের

কলকাতা: বিদায়লগ্নে শীতের ঝোড়ো ব্যাটিং। শনিবার রাতে কোথাও কোথাও বৃষ্টি হয়েছে। আজ রবিবারও রাজ্যের বেশ কিছু জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।শনিবার তাপমাত্রা সামান্য বেড়েছিল। ফের তাপমাত্রা নামবে। এখনই শীত বিদায়ের কোনও সম্ভাবনা নেই। সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত ফের জাঁকিয়ে শীত পড়বে।আজ, রবিবার কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আকাশ অনেকটাই মেঘলা থাকবে। হালকা বৃষ্টিপাতেরও সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাভাবিকের থেকে ন্যূনতম তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফেব্রুয়ারির শুরুতে কলকাতার তাপমাত্রা নেমে গিয়েছিল ১১ ডিগ্রির ঘরে। তার পর ধীরে ধীরে পারদ চড়েছে।সপ্তাহের শেষে শীতের দাপটে ভাঁটা পড়লেও সোমবার থেকে ফের কলকাতার তাপমাত্রা নামবে। শুধু কলকাতারই নয়, পারদ পতন হবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতেও। উত্তরবঙ্গে এখনও তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নীচেই রয়েছে। দার্জিলিংএ শনিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।হাওয়া অফিসের তরফে জানান হয়েছে, উত্তর-পশ্চিমী হাওয়া এবং বিপরীত ঘূর্ণাবর্তের কারণে আর্দ এবং উষ্ণ হাওয়ার কারণে এমন পরিবর্তন। আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হবে ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দতার পরিমাণ বাড়বে অনেকটাই। শনিবার শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি কম। শুক্রবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস,যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি কম। অর্থাতবেলার দিকে পারদ বেশ খানিকটা বাড়ছে তা স্পষ্ট। সকালের আর্দতার পরিমান ৩৪ শতাংশ। শুক্রবার শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে তিন ডিগ্রি কম। বৃহস্পতিবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৭.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক, অর্থাতবেলার দিকে পারদ বেশ খানিকটা বেড়েছে তা স্পষ্ট। সকালের আর্দতার পরিমান ৩৭ শতাংশ।

ভ্যাকসিনে অনীহা স্বাস্থ্যকর্মীদের ! রাজ্যগুলিকে টিকাকরণের গতি বাড়ানোর নির্দেশ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লী, ৭ ফেব্রুয়ারী।। দ্রুত বাড়াতে হবে করোনার টিকাকরণের গতি। ২০ ফেব্রুয়ারির আগে অন্তত একবার পূর্ব নির্ধারিত ভ্যাকসিনেশনের লক্ষ্যমাত্রা পুরণ করতে হবে। রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে চিঠি কেন্দ্রের। ঙ্খদ্রঢজ্জঞ্জ্অ্যাপে নাম নথিভুক্ত করা আছে, এমন প্রত্যেকে যাতে টিকা নেয়, তা নিশ্চিত করতে হবে রাজ্যগুলিকে। চিঠিতে এমনটাই জানিয়েছে কেন্দ্র। ওই চিঠিতে বলা হয়েছে,"অন্তত ১২টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৬০ শতাংশ টিকাকরণের লক্ষ্য পুরণ হয়েছে। সব রাজ্যকেই বলা হচ্ছে পারফরম্যান্সে উন্নতি করতে। কারণ, অনেক রাজ্যেই টিকাকরণের গতি আরও খারাপ।আসলে, কিছুদিন আগে পর্যন্ত করোনা ভাইরাস নিয়ে যে আতঙ্ক ছিল, তা এখন অনেকটাই স্তিমিত। দেশে করোনার সংক্রমণ এবং মৃত্যু দুটোই নিয়মিত ভাবে কমছে। উলটে ভ্যাকসিন নিয়েই অনেকের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। একদিকে বিরোধীদের প্রচার, অন্যদিকে ভ্যাকসিন নেওয়ার পর একের পর এক মৃত্যুর খবর, আতঙ্ক বাড়িয়েছে। যার ফলে স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে টিকা নিয়ে অনীহা সৃষ্টি হয়েছে। অনেকেই নাম নথিভুক্ত করা সত্ত্বেও ভ্যাকসিন নিতে চাইছেন না। অনেকে আবার ভ্যাকসিন না নিয়েও নেওয়ার ভান করছেন। স্বাস্থ্যকর্মীদের এই আচরণ রীতিমতো উদ্বেগ বাড়িয়েছে কেন্দ্রের। কারণ, স্বাস্থ্যকর্মীরাই যদি ভ্যাকসিন নিতে না চান, তাহলে সাধারণ মানুষের উদ্দেশে ভুল বার্তা যাবে। তাই, এবার যেভাবেই হোক টিকাকরণের গতি বাড়াতে রাজ্যগুলিকে চিঠি লিখেছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। প্রসঙ্গত, করোনার ভ্যাকসিনেশন শুরুর দিনই দেশে টিকা নিয়েছিলেন রেকর্ড ২ লক্ষ ৭ হাজার মানুষ। তার পর আর টিকাকরণের গতি প্রত্যাশিতভাবে বাড়েনি। এখনও পর্যন্ত মোট টিকা দেওয়া হয়েছে প্রায় ৫৬ লক্ষ মানুষকে। যা কেন্দ্রের বেঁধে দেওয়া লক্ষ্যমাত্রার থেকে অনেকটাই কম। তবে, তাতে দমছে না সরকার। গতকালই স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন জানিয়েছে, মার্চ থেকেই দেশে সাধারণ মানুষের টিকাকরণ শুরু হবে। আপাতত ৫০ বছরের বেশি বয়সিরা ভ্যাকসিন পাবেন। খোলা বাজারে এখনই ভ্যাকসিন দেওয়া হবে না।

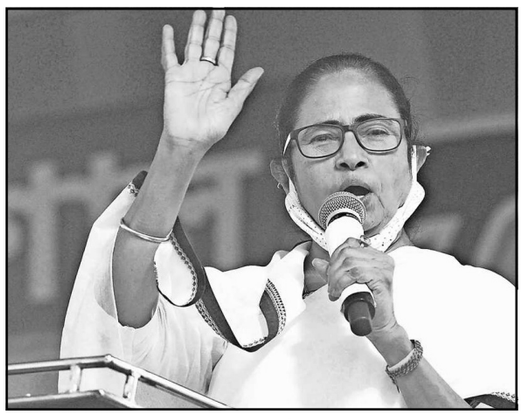

৩৬ বছর আগে বাজেট পড়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নয়াদিল্লী, ৭ ফেব্রুয়ারী।। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে জ্যোতি বসু বাজেট পড়েছিলেন। সেটা ১৯৮৪ সাল। তার পর এ বার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বাজেট পড়বেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সব কিছু ঠিক থাকলে শুক্রবার রাজ্য বিধানসভায় বাজেট পড়বেন মমতা।একুশের ভোটের আগে এটাই শেষ বাজেট। সাংবিধানিক রীতিনীতি অনুযায়ী, বাজেট পেশ করার দায়িত্ব থাকে অর্থমন্ত্রীর। কিন্তু চিকিৎসকের পরামর্শে বাড়ির বাইরে বেরনো নিষেধ রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রের। এ বারের রাজ্য বাজেট পেশ করতে পারবেন না তিনি। তাই শুক্রবার বিকেলে বিধানসভায় বাজেট ভাষন পড়বেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীই। দুপুরে 'বিজনেস অ্যাডভাইজরি কমিটি'-র বৈঠকে সে বিষয়ে অনুমতি চাওয়া হতে পারে বলে বিধানসভা সূত্রে জানা গিয়েছে।এমন ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে আগেও ঘটেছে। ১৯৮৪ সালে বামফ্রন্ট জমানায়। তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। দলের সঙ্গে মত পার্থক্যের জেরে পদত্যাগ করেন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র। ছেড়ে দেন যাদবপুরের বিধায়ক পদও। তাই জরুরি ভিত্তিতে দফতরের দায়িত্ব নেন মুখ্যমন্ত্রী। সে বার বাজেট পেশ করেছিলেন জ্যোতিবাবুই। প্রতিটি অর্থবর্ষের শুরুতে রাজ্যের আর্থিক বিবরণ পেশ করতে হয় বিধানসভায়। রীতি মেনেই নিতে হয় খরচের অনুমোদন। অর্থনীতির ভাষায় যা রাজ্য বাজেট বলে পরিচিত। কিন্তু বিধানসভা ভোট থাকায় এবার আর পুর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ হচ্ছে না। আগামী কয়েক মাসের আর্থিক খরচের জন্য এই বাজেট হচ্ছে। অর্থনীতির পরিভাষায় যা 'ভোট অন অ্যাকাউন্ট'। রাজ্যের অর্থমন্ত্রীরাই এই বাজেট পেশ করে থাকেন। তবে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে বিধানসভার অধ্যক্ষ চাইলে অন্য কোনও মন্ত্রীও বাজেট পেশ করতে পারেন। যা নিয়ে সচরাচর কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তবে মুখ্যমন্ত্রীর নিজেরই বাজেট ভাষণ পড়ার নজির কম। ১৯৮৪ সালের পর এই দ্বিতীয়বার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বাজেট বক্তৃতা পড়বেন মুখ্যমন্ত্রী। অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়কে চিঠি দিয়ে এ বছর বাজেট পড়া থেকে অব্যাহতি চান। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন, মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছা এবং উপদেশেই তিনি রাজ্যপালকে চিঠিটি লিখেছেন। মুখ্যমন্ত্রীকে বাজেট পাঠের অনুমতি দেওয়ার জন্য ওই চিঠিতেই প্রস্তাব করেন অর্থমন্ত্রী। আর বৃহস্পতিবার টুইট করে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে বাজেট বক্তৃতা করার অনুমোদন দিয়েছেন বলে জানিয়েওছেন।বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান বলেন, "শুনলাম অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রর অসুস্থতার কারণেই মুখ্যমন্ত্রী বাজেট পেশ করবেন। তবে এর অন্য কারণও থাকতে পারে। ভোটমুখী বাজেটে বড় কোনও ঘোষণা থাকতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি উপভোক্তা তৈরির কোনও প্রকল্প ঘোষণা করে দিতে পারেন বিধানসভায়।" ১৯৮৪ সালের সঙ্গে এবারের পরিস্থিতিকে এক করে দেখতে নারাজ বিধানসভায় বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী। এ প্রসঙ্গে যাদবপুরের সিপিএম বিধায়ক বলেছেন, "দু'টি পরিস্থিতিতে এক করে দেখলে হবে না। সে বার রাজ্যে কোনও অর্থমন্ত্রী না থাকায় জ্যোতিবাবু বাজেট পেশ করেছিলেন। কিন্তু এ বার অর্থমন্ত্রী থেকেও অসুস্থতার কারণে মুখ্যমন্ত্রীকে বাজেট পেশ করতে হচ্ছে।

এবার কাশ্মীর সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান চাইলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান

নয়াদিল্লী, ৭ ফেব্রুয়ারী।। চাপে পড়ে এবার কাশ্মীর সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান চাইলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। তিনি বলেন, ভারত রাষ্ট্রসংঘের রেজোলিউশন মেনে কাশ্মীর ইশুতে ন্যায়সঙ্গত সমাধানের জন্য আন্তরিকতা প্রদর্শন করে, তবে আমরা শান্তির জন্য দু পা বাড়াতে প্রস্তুত। তবে স্থায়িত্ব ও শান্তির জন্য আমাদের ইচ্ছাকে দুর্বলতার চিহ্ন হিসাবে কেউ যেন ভুল না করে।' প্রতি বছর ৫ ফেব্রুয়ারি কাশ্মীর সলিডারিটি ডে পালন করে পাকিস্তান। তাই আজই কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে টুইটে এই বার্তা দিয়েছেন ইমরান খান।

তিনি বলেন, 'আমি আবারও বলতে চাই যে, পাকিস্তান কাশ্মীরিদের স্ব-সংকল্পের বৈধ সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ, যা রাষ্ট্রসংঘের অসংখ্য রেজুলেশনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় নিশ্চিত করেছে। ৭০ দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতের দখল ও নিপীড়ন কাশ্মীরি জনগণের স্ব-সিদ্ধান্তের অধিকারের লড়াইয়ের সংগ্রামকে দুর্বল করতে ব্যর্থ হয়েছে। এখন, কাশ্মীরিদের তরুণ প্রজন্ম আরও বৃহত্তর সংকল্প নিয়ে সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কাশ্মীরি জনগণের কাছে আমার বার্তা হল আপনাদের আত্মনিয়োগের লক্ষ্য খুব বেশি দূরে নয়। আপনার বৈধ অধিকার অর্জন না করা পর্যন্ত পাকিস্তান আপনাদের সঙ্গে থাকবে। পাকিস্তান সর্বদা আমাদের অঞ্চলে শান্তির পক্ষে দাঁড়িয়েছে, তবে একটি সক্ষম পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যই ভারতের ওপর নির্ভর করে।' ইমরান খান বলেন, দেশ হিসেবে আমাদের শক্তি ও আত্মবিশ্বাসের কারণেই আমরা কাশ্মীরি জনগণের বৈধ আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করে ন্যায্য শান্তি নিশ্চিত করতে অতিরিক্ত মাইল অগ্রসর হতে প্রস্তুত। মঙ্গলবার পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল কামার জাভেদ বাজওয়াও কাশ্মীর সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের কথা বলেন। বায়ুসেনা ক্যাডেটদের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'পাকিস্তান ও ভারতের উচিত শান্তিপূর্ণ ও সম্মানজনক ভাবে দীর্ঘমেয়াদী জম্মু ও কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করা, কারণ সেখানকার বাসিন্দারাও তাই চান।' এই বিষয়ে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অনুরাগ শ্রীবাস্তব বলেন, ভারত সন্ত্রাস, বৈরিতা ও হিংসা মুক্ত পরিবেশে পাকিস্তানের সঙ্গে স্বাভাবিক প্রতিবেশী সম্পর্ক চায়।

১০ ফেব্রুয়ারি কালিয়াগঞ্জের পরিবর্তে মুখ্যমন্ত্রীর সভা রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে

রায়গঞ্জ, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি কালিয়াগঞ্জের পরিবর্তে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপায়ের সভা হবে রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে। রবিবার জেলা তৃণমূল জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল সভাস্থল বদলের কথা জানান। আচমকাই সভাস্থল নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চলছে জোর চর্চা।

আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি বর্ধমান সফরে যাবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে মাটি উৎসবের উদ্বোধন করবেন তিনি। তারপর ১০ ফেব্রুয়ারি মালদায় জনসভা করার কথা রয়েছে তাঁর। মৌসম বেনজির নূর শনিবারই সেকথা জানিয়েছেন। ওইদিন উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জের চান্দোল হাটে সভা করার কথা ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেই অনুযায়ী প্রশাসনিক আধিকারিক এবং তৃণমূল নেতারা চান্দোল হাট পরিদর্শন করেন। তারপর আচমকা সিদ্ধান্ত বদল। জেলা তৃণমূল জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল জানান, কালিয়াগঞ্জের বদলে রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে হবে সভা। রায়গঞ্জ পলিটেকনিক কলেজের মাঠে মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার অবতরণ করবে। তাই সভার আগে সেখানে পরীক্ষামূলকভাবে হেলিকপ্টার অবতরণ করেও দেখা হবে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

কৃষকদের ভাতা প্রদানের শিবির রামপুরহাটে

রামপুরহাট, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : পশ্চিম বঙ্গ সরকারের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় রবিবার কৃষক বার্ধক্য ভাতা প্রদান শিবির অনুষ্ঠিত হলো বীরভূমের রামপুরহাট এক ব্লক কৃষক সহায়তা কেন্দ্রে। উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রী আশীষ বন্দোপাধ্যায়, উপ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) ড় এ কে মিনাজুর আহাসান এবং অন্যান্য বিভাগীয় আধিকারিক।

রবিবার রামপুরহাট এক ব্লকের অধীন বেলিয়া, কৌড়া সহ বিস্তীর্ণ এলাকার চাষীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় কৃষক বার্ধক্য ভাতা। মন্ত্রী আশীষ বন্দোপাধ্যায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কৃষকদের হাতে কৃষক পেনশন বা বার্ধক্য ভাতা দেওয়ার শিবির করা হয়। রামপুরহাট এক ব্লকের আপাতত: কুড়ি জনের মধ্যে উনিশ জনের হাতে কৃষক পেনশন তুলে দেওয়া হলো। একজন আসতে পারেন নি। তাঁকে দফতরের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

ভগতপুর চা বাগানে খাঁচাবন্দী চিতাবাঘ

নাগরাকাটা, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : জলপাইগুড়ির ভগতপুর চা বাগানে খাঁচাবন্দী হল পূর্ণ বয়স্ক একটি চিতাবাঘ। রবিবার ভোরে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

বন দপ্তরের খুনিয়া রেঞ্জের আধিকারীকেরা জানিয়েছেন, চিতাবাঘটি সুস্থই রয়েছে। যদিও প্রাথমিক চিকিৎসার পর চিতাবাঘটিকে গরুমারা জঙ্গলে ছাড়া হবে। প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবারও ওই একই এলাকায় খাঁচাবন্দী হয়েছিল একটি চিতাবাঘ। সেদিন রাতেই ফের একবার ছাগলের টোপ দিয়ে খাঁচা পাতা হয় খুনিয়া রেঞ্জের তরফে। এরপর এদিন ভোরে বনদপ্তরের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে খাঁচায় আটকে পড়ে ওই চিতাবাঘটি। এদিন সকালেই বনকর্মিরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে গরুমারার জঙ্গলে নিয়ে যান। জানা গেছে, প্রাথমিক চিকিৎসা করা হবে চিতাবাঘটির। এরপর গরুমারার জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে ওই চিতাবাঘটিকে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

ফাইলেরিয়া প্রতিরোধে কিডস বিতরন

বাঁকুড়া ৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : দেশ থেকে ফাইলেরিয়্যা নির্মূল অভিযান উপলক্ষে রবিবার সকালে বাঁকুড়া পৌরসভার উদ্যেগে মাচানতলা মোড়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।অনুষ্ঠানে ২৩১ জনেৰ হাতে ফাইলেরিয়্যা কিডস তুলে দেওয়া হয়।

বাঁকুড়া পৌরসভার প্রশাসক বোর্ডের সদস্য দিলীপ আগরওয়াল এ প্রসঙ্গে বলেন দেশ থেকে ফাইলেরিয়্যা নির্মূল অভিযান উপলক্ষে পৌরসভার উদ্যেগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন,এই অভিযানে দলমত নির্বিশেষে সকলকে যোগদানের জন্য তিনি আহ্বান জানান। হিন্দুস্থান সমাচার / সোমনাথ

সভায় যাওয়ার জন্য বাস না মেলায় আদিবাসীদের পথ অবরোধ বাঁকুড়ায়

বাঁকুড়া, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : সারনা ধর্মকে সরকারি স্বীকৃতির দাবীতে কলকাতায় রানী রাসমনি রোডে আয়োজিত সমাবেশে যোগ দেওয়ার জন্য অগ্রিম বুকিং করা সত্বেও বাস না আসায় ক্ষুব্ধ আদিবাসীরা রবিবার সকালে রাইপুরে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য এদিন দুপুরে কলকাতার রানী রাসমনি রোডে সমাবেশে যোগ দেওয়ার জন্য সরকারি বাসের জন্য অগ্রিম বুকিং করা সত্বেও কোন ও বাস অসেনি। শনিবার বিকালেই বাস আসার থাকলেও রবিবার সকাল পর্যন্ত কোন ও বাস অসেনি,এদিকে সমাবেশে যোগদানের জন্য বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষজন হাজির হয়েছেন,স্বাভাবিক ভাবেই সকলেই এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ। সে কারনে রাস্তা অবরোধ করে প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে।দীর্ঘক্ষন অবরোধের কারনে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। হিন্দুস্থান সমাচার / সোমনাথ

বাঁকুড়ায় ১২০ বিঘা জমিতে লাগানো পোস্ত গাছ নষ্ট করল বাঁকুড়া জেলা পুলিশ

বাঁকুড়া, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বেআইনী পোস্ত গাছ নষ্ট করে। বাঁকুড়ার মেজিয়া থানার দীঘল গ্রামে বিস্তীর্ণ এলাকায় বেআইনি পোস্ত চাষের রমরমা কারবার চলছিল।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ হানা দেয় মেজিয়া থানার প্রত্যন্ত ওই গ্রামে।সেখানে গিয়ে পুলিশের চক্ষু চড়ক গাছ।সরকারি সূত্রে জানা গেছে প্রায় ১২০ বিঘা জমিতে কোনও রকম অনুমতি না নিয়ে পোস্ত চাষ চলছে।বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে সমস্ত পোস্ত গাছ নষ্ট করে দেওয়া হয়। হিন্দুস্থান সমাচার / সোমনাথ

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

দৃষ্টিশক্তি নিয়ে চিন্তা ? রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ে ভাবনা

করোনা প্রতিরোধ বারবার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। আর শরীর সবদিক থেকে মজবুত রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে ভিটামিন। এর মধ্যে ভিটামিন এ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই ভিটামিনের গুনে শরীরের মাংসপেশি শক্ত হয়। দৃষ্টিশক্তি হয় প্রখর। হাড় হয় পোক্ত। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ে তাল মিলিয়ে।

কী কী খেলে শরীরে বাড়বে ভিটামিন এ

দুধ ঃ দুধ না খেলে, হবে না ভাল হবে, এতো সেই কবেকার প্রচলিত কথা। সত্যি সত্যিই দুধ অফুরন্ত পুষ্টির ভাণ্ডার। দুধে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ । এতে পেশি হয় শক্ত। বাড়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। প্রতিদিন ১ গ্লাস খাওয়ার কোনও বিকল্প নেই।

আম ঃ গরম মানেই আমের মরশুম। বাংলার আমের কদর তো সর্বত্র। স্বাদের সঙ্গে পুষ্টিগুণের আমের জুড়ি নেই। ভিটামিন এর অফুরান ভান্ডার এই ফল।

লাল ক্যাপসিকাম ঃ এই সব্জি দেখতেও যেমন ভালো, তেমন খেতেও। এর গুণ বিস্তর। ক্যারটিনয়েড ও অয়ান্টিঅক্সিডেন্টের গুণে ভরপুর ক্যাপসিকাম স্যালাডেও খাওয়া যেতে পারে। রান্নাতেও দিতে পারেন লাল ক্যাপসিকাম।

ডিম ঃ প্রোটিনের সঙ্গে সঙ্গে ভিটামিন এ'র গুরুত্বপূর্ণ সোর্স ডিম। তাই খাদ্যতালিকায় ডিম সবদিক থেকে উপকারী।

ধনে পাতা ঃ ধনে পাতার গন্ধ যতটা ভাল, ততটাই উপকারী। ভিটামিন এ ও অ্যান্টি অক্সিডেন্টের অফুরন্ত ভাণ্ডার ধনে পাতা। শরীরের রোগ প্রতিরোধই ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। কিডনির সমস্যা দূর করতেও সাহায্য করে ধনেপাতা।

আইসোলেশন ও কোয়ারেন্টিনের মধ্যে পার্থক্য

বর্তমানে তিনটি শব্দ হলো আইসোলেশন, হোম কোয়ারেন্টিন ও কোয়ারেন্টিন। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে এই তিনটি শব্দ উচ্চারিত হচ্ছে ঘন ঘন। অনেকে আবার এই তিনটি বিষয়কে গুলিয়ে ফেলছেন। আক্রান্তের ক্ষেত্রে এই তিন অবস্থায় বিধিনিষেধ কি আলাদা? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, আইসোলেশন, হোম কোয়ারেন্টিন ও কোয়ারেন্টিনের মধ্যে বেশকিছু পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্য আছে নিয়ম মানার ক্ষেত্রেও।

আইসোলেশন ঃ কারো শরীরে করোনা ধরা পড়লে তাকে আইসোলেশনে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। আইসোলেশনের সময় চিকিৎসক ও নার্সদের তত্ত্বাবধানে হাসপাতালে থাকতে হবে রোগীকে। অন্য রোগীর কথা ভেবে হাসপাতালে আলাদা জায়গা তৈরি করা হয় তাদের জন্য। অন্তত ১৪ দিনের মেয়াদে আইসোলেশন চলে। অসুখের গতিপ্রকৃতি দেখে তা বাড়ানোও হয়। আইসোলেশনে থাকা রোগীর সঙ্গে বাইরের কারোর যোগাযোগ করতে দেওয়া হয় না। তাদের স্বজনদের সঙ্গেও এই সময় দেখা করতে দেওয়া হয় না। একান্ত তা করতে দেওয়া হলেও অনেক বিধিনিষেধ মানতে হয়। এই অসুখের কোনো প্রতিষেধক এখনও আবিষ্কার হয়নি। তবে আক্রান্ত ব্যক্তিকে এ সময় কিছু অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ দিয়ে, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো যায় এমন কিছু ওষুধ ও পথ্য দিয়ে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করা হয়। যাদের শরীরে এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি ও করোনার প্রকোপ অল্প, তারা এই পদ্ধতিতে সুস্থ হন। যাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা কম ও রোগের হানা বড়সড় রকমের, তাদের পক্ষে সেরে ওঠা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

কোয়ারেন্টিন ঃ করোনা জীবাণু শরীরে প্রবেশ করার পরেই তার উপসর্গ দেখা দেয় না। অন্তত সপ্তাহখানেক সে ঘাপটি মেরে বসে থাকতে জানে। তাই কোনো ব্যক্তি করোনা আক্রান্ত দেশ থেকে ঘুরে এলে বা রোগীর সংস্পর্শে এলে তার শরীরেও বাসা বাঁধতে পারে কোভিড-১৯। বাসা আদৌ বেঁধেছে কিনা বা সে আক্রান্ত কি না এটা বুঝে নিতেই কোয়ারেন্টিনের পাঠানো হয় রোগীকে। অন্য রোগীদের কথা ভেবেই কোয়ারেন্টিন কখনও হাসপাতালে আয়োজন করা হয় না। করোনা হতে পারে এমন ব্যক্তিকে সরকারি কোয়ারেন্টিন পয়েন্টে রাখা হয়। কমপক্ষে ১৪ দিনের সময়সীমা এখানেও। এ সময় রোগের আশঙ্কা থাকে শুধু, তাই কোনো রকম ওষুধপত্র দেওয়া হয় না। শুধু স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে বলা হয়। বাইরে বের হওয়া বন্ধ করতে পরামর্শ দেওয়া হয়। যেহেতু রোগের জীবাণু ভেতরে থাকতেও পারে, তাই মাস্ক ব্যবহার করতেও বলা হয়। বাড়ির লোকদেরও এই সময় রোগীর সঙ্গে কম যোগাযোগ রাখতে বলা হয়।

হোম কোয়ারেন্টিন ঃ কোনো ব্যক্তি যখন নিজের বাড়িতেই কোয়ারেন্টিনের সব নিয়ম মেনে, বাইরের লোকজনের সঙ্গে ওঠাবসা বন্ধ করে আলাদা থাকেন, তখন তাকে হোম কোয়ারেন্টিন বলেন। সাধারণত সম্প্রতি আক্রান্ত দেশ থেকে ঘুরে এলে রোগীকে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়। এক্ষেত্রেও নূন্যতম ১৪ দিন ধরে আলাদা থাকার কথা বলা হয়েছে। কোনো ব্যক্তি করোনা আক্রান্ত দেশ থেকে ঘুরে এলে বা রোগীর সংস্পর্শে এলে তার শরীরেও বাসা বাঁধতে পারে কোভিড-১৯। বাসা আদৌ বেঁধেছে কিনা বা সে আক্রান্ত কিনা এটা বুঝে নিতেই এএই ব্যবস্থা নিতে হয়। এক্ষেত্রেও স্বাস্থ্যবিধির বাইরে কোনো আলাদা ওষুধ দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। বেশি করে জল পান, ভালো করে খাওয়া-দাওয়া, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর নানা পথ্য এসব দিয়েই পর্যবেক্ষণে রাখা হয়।

বেঁচে থাকতে হলে ঘুমাতেই হবে

সারাদিন বিভিন্ন কাজের পর সকলেই একটু নিশ্চিন্তে ঘুমাতে চান। কারণ, একমাত্র ঘুমই আমাদের দেয় বাস্তব জগতের নানারকম টেনশন থেকে সাময়িক মুক্তি। ফলে গবেষণা বলথে রাতে যেমন কমপক্ষে ৯ ঘণ্টা ঘুমানো জরুরি, তেমনই ঘুম সুন্দর আরামদায়ক হওয়াটাও বাঞ্চনীয়। কারণ, রাতে যদি ঠিকমত ঘুম না হয় তাহলে তার প্রভাব পরে আমাদের পরেরদিনের কাজকর্মের ওপর। এমনকী দীর্ঘদিন যদিও কোনও ব্যক্তি রাতে নিশ্চিন্তে না ঘুমাতে পারেন তাহলে তাঁর স্নায়ুর রোগ দেখা দিতে পারে। এমনকি তিনি মানসিক অবসাদেও ভুগতে পারেন। গবেষকরা বলছেন, দীর্ঘদিন এমন চলতে থাকলে তা আমাদের মনের ওপর যেমন প্রভাব ফেলে, তেমনই শরীরে স্বাস্থ্যের ওপরও এর কুপ্রভাব পরে। আমরা বিভিন্ন সময়ে শুনি বা বলে থাকি যে, রাতে ভালো ঘুমের জন্য শোওয়ার ঘর থেকে টেলিভিশন সরিয়ে ফেলা উচিত। ভালো একটা আরামদায়ক বিছানার ব্যবস্থা করা দরকার। মোবাইল ফোন সহ যাবতীয়. বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম শোবার ঘরে রাখা উচিৎ নয়। এমনকি ঘুমাতে যাওয়ার ঘণ্টা দুয়েক আগে থেকেই বন্ধ করতে হবে টিভি, মোবাইল ফোন। কিন্তু সবসময় এই সমস্ত উপদেশ মেনে চলা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবুও যদি আপনি ভালো করে ঘুমোতে চান, তাহলে কী করতে হবে জানেন?

১ ঃ একদম ঘণ্টা হিসেব করে ঘুমোন ঃ প্রত্যেক মানুষের ৮ থেকে ৯ ঘণ্টা ঘুমের প্রয়োজন রয়েছে। এই ধারণা অবান্তর। মানুষের ঘুম ৯০ মিনিটের চক্র অনুযায়ী চলে। অর্থাৎ দেড় ঘণ্টা পর আপনার ঘুম ভাঙতে পারে। তাই আপনি যদি সকাল ছ'টায় ঘুম থেকে উঠতে চান, তাহলে প্রতি দেড় ঘণ্টা অন্তর আপনার ঘুমের সাইকেল বা চক্র চলতে থাকে।

২ ঃ অল্প কিন্তু ঘন ঘন ঘুমান ঃ দিনের একটা নির্দিষ্ট সময় আছে, যখন অবশ্যই আপনি বিশ্রাম নিতে চাইবেন। দিনের মধ্যভাগের ঘুম হল দ্বিতীয় স্বাভাবিক ঘুমের সময় এবং অন্য সময় হল বিকেল পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা। অনেকেই ঘুমের এই স্বাভাবিক সময় মেনে চলেন।

৩ ঃ ঘুম পরবর্তী পরিকল্পনা ঃ ঘুমের পর আপনি কী করবেন সেটা সম্পর্কে আগেই একটা পরিকল্পনা করে রাখুন। শুধু তাই নয়, ঘুম থেকে ওঠার পর আপনি কী করছেন সেটাই নির্ধারণ করে আপনি কতটা সুন্দর আরামদায়কভাবে ঘুমিয়েছেন।

৪ ঃ বড় বিছানা দরকার ঃ ভালো ঘুমের জন্য আপনার ঘরে যত বড় বিছানার ব্যবস্থা করা সম্ভব , সেটা করুন। কারণ, ভালো ঘুমের জন্য বড় বিছানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। করেই দেখুন তফাৎ নিজেই বুঝবেন। ৫ ঃ সঠিকভাবে নিঃশ্বাস নিন ঃ ঘুমের মধ্যে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নেওয়ার অভ্যাস করুন। কারণ মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিলে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে। ভালো ঘুম নাও হতে পারে।

দূর হোক চোখের নিচের কালো দাগ

সুন্দর দুটি চোখ যেন প্রশান্তির আশ্রয়। চোখের সৌন্দর্য মুখের ওপর বিরাট একটা প্রভাব ফেলে। সৌন্দর্যের বর্ণনায় চোখের সৌন্দর্যই সবার আগে। মানুষের চেহারার সবচেয়ে সুন্দর একটি অঙ্গ চোখ। এটি খুব বেশি স্পর্শকাতর। কিন্তু সেই সুন্দর দুটি চোখের নিচে যদি দেখা যায় কালো দাগ বা আন্ডার আই ডার্ক সার্কেল তাহলে পুরো সৌন্দর্য ভাটা পড়ে যায়। প্রায় মানুষেরই চোখের নিচে কালো দাগ পড়ে। এতে সুন্দর চেহারা ঢাকা পড়ে যায়। চোখের নিচে কালো দাগ একটি সাধারণ সমস্যা। নানা কারণে চোখের নিচে কালো দাগ পড়তে পারে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, খাবারের অনীহা, অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা, রাত জেগে থাকা ভা ঘুম কম হওয়া, কাজের বাড়তি চাপ নেওয়া, বার্ধক্যের কারণ, অনেক সসময় সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির কারণেও চোখের নিচে কালো দাগ পড়ে। সহজ উপায়ে আপনি আপনার চোখের নিচের কালো দাগ দূর করতে পারেন। আর তা করতে পারেন আপনার হাতের কাছে যা আছে তাই দিয়ে। এজন্য চাই চোখের বাড়তি যত্নে। এ কালো দাগ হওয়ার পেছনে মূলত আমরা নিজেরাই দায়ী। ভাবছেন কিভাবে? কিছু টিপস জেনে নেওয়া যাক, খোসাসহ আলু বেটে চোখের নিচে লাগাতে হবে। তিন চার দিন এ পেস্টটি ব্যবহার করুন, চোখের নিচের কালো দাগ হয়ে যাবে ইনশা আলল্লাহ। তবে সাবধান রান্নাঘরের শিলপাটা দিয়ে বাটতে হলে দেখে নিন আগে মরিচ বাটা হয়েছে কিনা, হাতের তর্জনী আঙ্গুলে দুই ফোটা মধু নিয়ে চোখের চারপাশে ধীরে ধীরে লাগান, কিছুক্ষণ পর ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন, এটা চোখের ওপরে চামড়ার রোদে পড়া ভাব দূর করতে সাহায্য করে, শসা ও আলু স্পাইস করে কেটে নিন, প্রথমে চোখ বন্ধ করে ওপরের দুই টুকরো শসা লাগান। এভাবে ২০ মিনিট রাখুন। এবার একইভাবে আলুর স্পাইনস চোখের ওপর লাগান। অথবা শসা ও আলু বেস্নড করে নিন। দুই টুকরো তুলা নিন। এবার ব্রেসন্ড করা রস তুলায় নিয়ে চোখে লাগাতে পারেন। এভাবে ১৫-২০ মিনিট রাখুন। সপ্তাহে অন্তত তিন দিন এটা করুন। আপনি নিজেই এর ক্যারিশমা বুঝতে পারবেন। পুদিনাপাতার র চোখের কালো দাগ দূর করতে সাহায্য করে। পুদিনাপাতার রস তুলায় করে চোখের যে অংশেশ কালো দাগ দূর করতে সাহায্য করে। পুদিনাপাতার রস তুলায় করে চোখের যে অংশে কালো দাগ আছে সেখান লাগান। সাবধান থাকবেন যেন কোনোভাবেই এ রস চোখের ভেতরে প্রবেশ না করে। পুদিনার রস আয়ুর্বেদিক ওষুধের কাজ করে। এ রস ঠাণ্ডা হওয়ায় আপার চোখকেও ঠাণ্ডা রাখবে বেশ সময় নিয়ে। দেখবেন চোখে নেক প্রশান্তি লাগবে। গোলাপজল ব্যবহার করতে পারে। এটাও আয়ুর্বেদিক হিসেবে কাজ করে। প্রতিদিন ঘুমাতে যাওয়ার আগে তুলার মধ্যে দুই ফোঁটা গোলাপজল নিয়ে চোখের চারপাশে লাগান। এভাবে ১৫ মিনিট ম্যাসাজ করুন। দেখবেন চোখে কমলতা ফিরে আসবে আর ক্লান্তিভাব দূর হয়ে যাবে। এক টুকরো বরফ নিয়ে চোখের চারপাশে ধীরে ধীরে লাগান। চোখের কালোভাব দূর করতে বরফ অসাধারণ কাজ করে। বাসায় অবসর সময়ে কটি শসা পেস করে চোখের নিচে দিয়ে মাত্র ১০ মিনিট চিৎ হয়ে শুয়ে থাকুন। রোদে চলাফেরার সসময় রোদচশমা ব্যবহার করুন। যাদের তৈলাক্ত ত্বক তারা কখনই কোল্ড ক্রিম ব্যবহার করবেন না। যাদের শুষ্ক ত্বক তারা ক্লিনজিং ক্রিম পরিহার করবেন। মানসিক চাপ এড়িয়ে চলুন। মনকে চাঙ্গা রাখার চেষ্টা করুন সব সময়।

সুস্থ থাকতে সকালে ঘুম থেকে উঠেই প্রথমে জল পান করুন

জলের অপর নাম জীবন। কারণআমাদের শরীরের ৭০ শতাংশই জল দিয়ে তৈরি। তাই শরীরে জলের স্বাভাবিক পরিমাণ বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। সকলেই উঠেই আগে এক গ্লাস জল খাওয়ার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু এর ফলে শরীরে আদৌ কোনও প্রভাব পড়ে কিনা? সেই বিষয়ে আপনার মনে সন্দেহ থাকতেই পারে। তাহলে জেনে নিন সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই জল খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে কেন।

এক ঃ জল বেশি করে খেলে ক্যালোরি ইনটেক কম হয়। কারণ শরীরে জলের ঘাটতি না থাকলে চট করে ক্ষিদে পায় না। তাই যারা ওজন ঝরানোর চেষ্টা করছেন, তাদের সকালে উঠেই জল খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

দুইঃ সারা রাত ঘুমানোর কারণে সকালে আমাদের শরীরে জলের ঘাটতি দেখা দেয় বলে অনেকেই মনে করেন। সেই কারণে, সকালের প্রথম ইউরিন গাঢ় রঙের হয়। তবে এই ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়। ইউরিনের রং সব সময় শরীরে জলের পরিমাণ বোঝায় না।

তিন ঃ আমাদের শরীরের দুটি কিডনির কাজ হল শরীর থেকে টক্সিন বের করে দেওয়া। আর তার জন্য শরীরের যথেষ্ট জলের প্রয়োজন। তবে এর সঙ্গে সময়ের কোনও সম্পর্ক নেই। সকালে হোক বা পরে হোক জলের ঘাটতি যেন শরীরে না থাকে.

চার ঃ সকালে উঠেই যে জল খাওয়া খুব জরুরি, এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে সকালে উঠে জলপানের মধ্যেও কোনও খারাপ দিক নেই। তাই এই অভ্যাস আপনার থাকলে, আপনি নতা চালিয়ে যেতেই পারেন এমনটাই জানাচ্ছেন গবেষকরা।

শৈশবের অবহেলাই কি ঠেলে দিচ্ছে অন্ধকারে ?

অপরাধের সঙ্গে নাবালকদের যোগাযোগ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ আর্থ-সামাজিক টানাপড়েন। শৈশব থেকে বঞ্চনার শিকার হওয়াও এর অন্য কারণ। গত

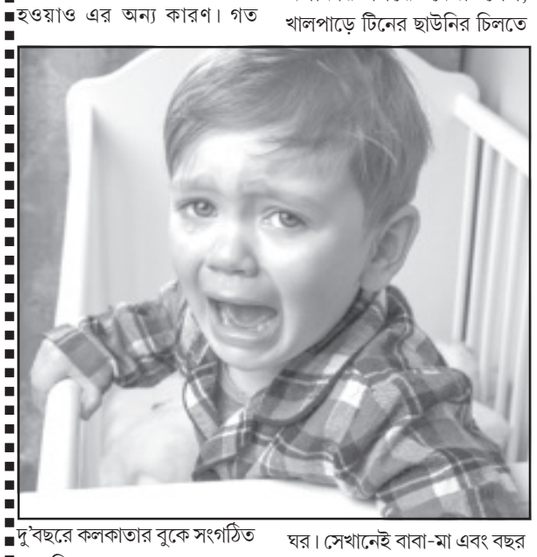

দু'বছরে কলকাতার বুকে সংগঠিত একাধিক ঘৃণ্য অপরাধের সঙ্গে কিশোরদের যোগ দেখে এমনটাই মনে করছেন মনোরোগ চিকিৎসকেরা। শুধু তাঁরাই নন। এক সময়ের জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের সরকারি আইনজীবী সৌরীন ঘোষালেরও বক্তব্য, 'শৈশব থেকে বাড়ির অবহেলা এবং পর্যবেক্ষণের অভাবের জন্যই অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে কিশোরেরা!"পঞ্চসায়র গণধর্ষণে অভিযুক্ত নাবালকের বাড়ি গিয়েও এই বক্তব্যের সত্যতা মিলল। শনিবার গড়িয়া স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, খালপাড়ে টিনের ছাউনির চিলতে ঘর। সেখানেই বাবা-মা এবং বছর ছয়েকের ভাইয়ের সঙ্গে থাকত অভিযুক্ত কিশোর। ওই কিশোরের মা পরিচারিকার কাজ করেন। বেলা বাড়লে ভ্যানে করে মাল গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার কাজে বেরিয়ে পড়েন কিশোরের বাবা। গ্রেফতারের পর থেকে ছেলের সঙ্গে দেখা হয়নি তাঁদের। তাই ওই দিন তাঁরা গিয়েছিলেন আইনজীবীর সঙ্গে দেখা করতে।স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, অভাবের সংসার হওয়ায় স্কুল যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ধৃত কিশোরের। বাবা-মাকে সাহায্য করতে সে-ও মাঝেমধ্যে ভ্যানে ইট, বালি পৌঁছে দেওয়ার কাজ করত। কাজ না থাকলে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াত সে। ছোট ভাই সম্প্রতি এলাকারই একটি অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হয়েছে। অর্থাৎ দুই ভাই-ই অভিভাবকহীন ভাবে বেড়ে উঠছে। রবিবার কিশোরের বাবা বলেন, ''২০০৯ সালে আয়লার ঝড়ে সুন্দরবনে বাড়ি-ঘর তলিয়ে গিয়েছিল। সব হারিয়ে চলে আসি। কোনও রকমে সংসার চলে। ছেলেদের পড়াশোনা নিয়ে কী করে মাথা ঘামাব?''

আবার জোড়াসাঁকোর রত্ন ব্যবসায়ী খুনে জড়িত বন্দর এলাকার বাসিন্দা কিশোরের পরিবারে ছিল অন্য টানাপড়েন। বাবা কর্মসূত্রে দুবাইয়ে থাকতেন। ছেলেকে নিয়ে মা থাকলেও সন্তানের দেখাশোনায়। সময় দিতে পারতেন না। পড়াশোনা ছেড়ে গ্যারাজে কাজে ঢুকেছিল কিশোর। তখনই জড়িয়ে পড়ে অপরাধের সঙ্গে। যার পরিণতিতে জোড়াসাঁকোর রত্ন ব্যবসায়ী খুনে জড়িত থাকার অপরাধে আপাতত তার ঠাঁই 'বিশেষ হোমে'। অন্য দিকে, খারাপ সঙ্গে মিশে ছেলে অপরাধে জড়িয়েছিল বলে মনে করেন কসবার শীলা চৌধুরী খুনের অভিযুক্ত কিশোরের মা। এক সময়ে তিনি শীলাদেবীর বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতেন টেগোর পার্কের বাসিন্দা ওই কিশোর কী করে যে শীলাদেবীকে খুনে সাহায্য করেছিল, তা মানতেই পারেন না তার মা !অন্য দিকে, নিউ আলিপুরে বৃদ্ধ মলয় মুখোপাধ্যায় খুনের ঘটনায় ধরা পড়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপির এক কিশোর। সে-ও কলকাতায় এসেছিল কাজের সূত্রে। প্লাস্টিক কুড়োনোর কাজ করতে করতেই অপরাধে জড়িয়ে পড়ে সে। যদিও নিউ আলিপুরের অভিযুক্ত কিশোরের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা রয়েছে বলে হোম সূত্রের খবর। একই সূত্র জানাচ্ছে, গত দু'বছরের মধ্যে ওই কিশোর এক বার হোম থেকে পালিয়েওছিল। মনোরোগ চিকিৎসক প্রথমা চৌধুরীর মতে, "বেশ কয়েকটি কারণে বয়ঃসন্ধিকালে অপরাধের প্রতি ঝোঁক বাড়ছে। যার মধ্যে রয়েছে ১) ছোট থেকে হিংসা দেখে বড় হলে তাদের মধ্যে সেই মানসিকতার প্রকাশ দেখা যায়। ২) জিনগত ভাবে অপরাধের যোগ থাকা এবং সর্বোরি শৈশব থেকে তীব্র লড়াই করায় নিজেদের 'বড়' হিসেবে ভাবতে শুরু করা। ভাল-মন্দ না বুঝে বড়দের নকল করতে গিয়ে অপরাধে জড়িয়ে পড়ে তারা।"

সঠিক প্রদ্ধতিতে ফল ধুয়ে খেলে আপনি উপকৃত হবেন

আমাদের অনেকেরই অভ্যাস আছে বাজার কচলে ধুয়েছেন কি না? ফল ভালো করে ধুয়ে না খেলে এই সমস্যা হয়। আসলে সব ধরনের ফল ও সবজিতে কিছু থামোঁজেনিক উপাদান থাকে (তাপজাতীয় বৈশিষ্ট্য), যা শরীরে থেকে ফল কিনে এনে তা না ধুয়েই সোজা ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিই। ভাবি, ও কার্ধক্ষমতায় প্রভাব ফেলে। ফল যদি খাওয়ার আগে ধুয়ে নেওয়া হয় বা জলে ভিজিয়ে রাখা হয়, তাহলে ওই তাপ কমাতে সাহায্য খাওয়ার আগে ধুয়ে নেব। কিন্তু গবেষককরে। এতে কোষ্ঠকাঠিন্য, ত্বকের সমস্যা, মাথাব্যথা, ভায়ারিয়ার থেকে পুষ্টিবিদ সকলেরই বক্তব্য, ফল সমস্যাগুলো হতে পারে না। তাই খাওয়ার আগে ফল ধোওয়া হোক বা সবজি তা খাওয়ার আগে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। অনেক বাড়িতে একটি বিশেষ প্রথা থাকে, ফল খাওয়ার অন্তত আধ ঘণ্টা থেকে পঁযতাল্লিশ মিনিটমাস্ট। কীটনাশক থাকে না ফলের পোকামাকড় দুর করতে অনেক সময়ে এতে প্রচুর পরিমাণে কীটনাশক স্প্রে করা হয়। তাই ভালো করে না ধলে ওই আগে তা জলে ভিজিয়ে রাখা ফলের গায়ে কীটনাশক লেগে থাকে। আর এই

কীটনাশক যদি হয়, এর নানা উপকারিতা আমাদের শরীরে স্রাসরি সংস্পর্শে আসে, মানে আমরা তা খেয়েআছে। কথায় বলে, ফেলি, সেখান থেকেই শ্বাসকষ্ট, ত্বকে অ্যালার্জি, চোখে চুলকানি প্রিভিনশন ইজ বেটার দ্যান ঝিমঝিম করা ইত্যাদি নানা সমস্যা হয়। কাজেই না ধুলেওকিংবা ডাব বাড়িতে মাথ কিওর। কাজেই ফল খাওয়া খাওয়ার খানিকক্ষণ আগে ফলটি ভিজিয়ে রাখুন। এমনভাবে শরীরের জন্য যেমন ভেজাবেন, যাতে পুরো জলে ফলটা ডোবে। উপকারী, সেই রাসায়নিক থাকে না বিষয়টা মাথায় ফল যাতে দেখতে তরতাজা লাগে ও অনেকদিন পর্যন্ত ঠিক রাখবেন, ঠিক থাকে, সেজন্য টিকিয়ে রাখতে বিক্রেতারা ফরমালিন সহ তেমনি, কেন আপনি নানারকম ক্ষতিকর রাসায়নিকের ব্যবহার করে। শুধু ধুলেই এই ফল পরিক্ষার রাসায়নিক যায় না, পাশাপাশি জলে ভিজিয়ে রেখে তারপর করবেন সেটাও খাবেন। জানা দরকার। ভায়ারিয়া থেকে বাঁচতে কোষ্ঠকাঠিন্য অনেকেই দেখে থাকবেন, আম, তরমুজ কমে বালতিতে জলের মধ্যে ডবিয়ে রাখতে। এতে ফল যেমন আচমকাই কি আপনার একদিকে ঠান্ডা হয়, তেমনি এতে তৃপ্তিও আসে।

রবিবার আগরতলায় জেলা শাসকের অফিসে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

করোনা ভাইরাস ভ্যাকসিন ঃ স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক টিকা নিলেন, বাংলাদেশে শুরু হলো গণ-টিকাদান কর্মসূচি

ঢাকা, ৭ ফেব্রুয়ারি ।। বাংলাদেশের সহস্রাধিক হাসপাতালে একযোগে শুরু হয়েছে গণ-টিকাদান কর্মসূচি। সকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক কোভিশিল্ড নামে এই করোনা ভাইরাস টিকা গ্রহণ করেন। এই টিকাটি অক্সফোর্ড অ্যাস্ট্রাজেনেকার আবিষ্কার করা এবং ভারতের সিরাম ইনস্টিটিউটের তৈরি করা। এর আগে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই গণ-টিকাদান কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মি. মালেক। সেখানে তিনি বলেন, ভ্যাকসিন নিয়ে কোন সমালোচনা চাই না। আমরা মানুষের জীবন রক্ষার্থে ভ্যাকসিন দিচ্ছি। এর আগে ভারত থেকে আনা এই ভ্যাকসিনকে ঘিরে বাংলাদেশে নানারকম সমালোচনা হচ্ছে। সমালোচনার জেরে টিকা গ্রহণের জন্য মানুষের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ সাড়াও দেখা যায়নি বলে অনেকে মনে করেন। তবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলছেন, এই টিকা সম্পূর্ণ নিরাপদ। তিনি আহ্বান জানান, যেন ভ্যাকসিন নিয়ে কোন গুজব না ছড়ায়। এখন প্রথম দফায় সম্মুখ সারির কর্মী ও ৫৫ বছরের অধিক বয়স্ক মানুষকে টিকা দেয়ার কথা। মোট

পঁয়ত্রিশ লাখ ডোজ টিকা সরকার বিনামূল্যে বিতরণ করবে বলে জানিয়েছে। যদিও শনিবার পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন জমা পড়েছে সাড়ে তিন লাখেরও কম। স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক সকালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেন, মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ মানুষ টিকা নিচ্ছেন। তিনি বলেন, আমি নিজে ভ্যাকসিন নেব। সমাজের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ভ্যাকসিন নেবেন। তাদের নেয়ার মাধ্যমে আশা করি জনগণ আরো উদ্বুদ্ধ হবে। সারা বছর ধরে টিকাদান কর্মসূচি চলবে উল্লেখ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী। জাহিদ মালেক বলেন, এটি একদিন বা একমাসের বিষয় না। সারাবছর ধরেই এই ভ্যাকসিন কার্যক্রম চলবে। আমরা সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়েছি, যেন দেশের মানুষ করোনা ভাইরাস থেকে নিরাপদ থেকে এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে এই বক্তব্য দেয়ার কিছুক্ষণ পর শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার হাসপাতালে গিয়ে সোয়া এগারোটার দিকে তিনি গণ-মাধ্যম কর্মীদের সামনেই টিকা গ্রহণ করেন।

সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিবিসির শাহনেওয়াজ রকি, তিনি জানান, ১১টা ১৯ মিনিটে বহু ক্যামেরার সামনেই জামার হাতা গুটিয়ে টিকা গ্রহণ করেন মি. মালেক। প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত এই টিকা কার্যক্রম চলবে বলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে।

আন্তর্জাতিক সেলিব্রিটিরা কৃষক-আন্দোলন নিয়ে মন্তব্য করছেন না জেনেই, খোঁচা জয়শঙ্করের

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি ।। ভারতে কৃষকদের বিক্ষোভ নিয়ে বিশ্বের খ্যাতনামা ব্যক্তিরা মত প্রকাশ করেছেন। কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর শনিবার বলেন, সুইডিশ জলবায়ু পরিবর্তন কর্মী গ্রেটা থুবার্গের শেয়ার করা একটি টুলকিট-এর তদন্তে অনেক কিছুই প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে এবং আরও কী প্রকাশ হয় তা দেখতে হবে। তিনি বলেন, বিশ্বের কিছু খ্যাতিমান ব্যক্তি যে বিষয়ে মন্তব্য করছেন, তাঁরা স্পষ্টতই খুব বেশি জানেন না সে সম্পর্কে। তাঁদের বিবৃতি দেওয়ার বিষয়ে বিদেশ মন্ত্রকের প্রতিক্রিয়ার তাই কারণ ছিল। দিল্লি পুলিশ বৃহস্পতিবার টুইটারে শেয়ার করা টুলকিট নিয়ে খালিস্তানপন্থীদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে। দিল্লি পুলিশের অভিযোগে বলা হয়েছে, ওইসব বিবৃতি ভারত সরকারের বিরুদ্ধে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক যুদ্ধ চালানোর নামান্তর। পুলিশ বলেছে যে এফআইআরে কারও নাম করা হয়নি এবং মামলাটি অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়েছে। পুলিশ এবং সরকার ওই টুলকিটকে ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে অভিহিত করে। বিশেষজ্ঞরা বলেন এটি সামাজিক ন্যায়বিচারের স্বার্থে প্রচারের একটি প্রাথমিক মাধ্যম।

মুম্বই হামলার মাথা হাফিজ সইদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি দিল্লির আদালতের

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি ।। পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই তইবার প্রদান তথা ২৬/১১-এর মুম্বই হামলার মূলচক্রী হাফিজ সইদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করল দিল্লির একটি আদালত। জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গিদের অর্থ সাহায্যের একটি মামলায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আদালত। আদালতের বিশেষ বিচারক প্রবীণ সিং শুধুমাত্র হাফিজের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারিই করেননি, তিনি আরও তিন অভিযুক্ত কাশ্মীরি ব্যবসায়ী জাহর আহমেদ শাহ ওয়াতালি, বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা আলতাফ আহমেদ শাহ ওরফে ফান্টুস ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর ব্যবসায়ী নাভাল কিশোর কাপুরের বিরুদ্ধেও পরোয়ানা জারি করেছে। এই তিনজনকে অবশ্য ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তিহার জেলে বন্দি তারা। এই আর্থিক দুর্নীতির মামলায় চার্জশিট জমা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। ওয়াতালির কোম্পানি ট্রিসন ফার্মস অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন প্রাইভেড লিমিটেডের প্রতিনিধিকেও ডেকে পাঠায় আদালত। এছাড়া বিদেশ থেকে অনেক ব্যবসায়ী চাঁদা দিত। এভাবেই টাকার জোগাড় হত। কাশ্মীরে সরকার বিরোধী কার্যকলাপ চালানো ও বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি করার অভিযোগে হাফিজ সইদ, হিজবুল মুজাহিদিন নেতা সইদ সালাহউদ্দিন ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে ইডি। সেই মামলায় নাম রয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদেরও। সেই মামলাতেই এবার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করল দিল্লির আদালত।

পণ্যবাহী বিমানের ল্যান্ডিং গিয়ারে কেনিয়া-নেদারল্যান্ডস যাত্রা করেও প্রাণে বাঁচল কিশোর!

নেদারল্যান্ডস, ৭ ফেব্রুয়ারি ।। কথায় বলে রাখে হরি মারে কে। কেনিয়া থেকে নেদারল্যান্ডসগামী বিমানের ঘটনা ফের একবার সেকথাই প্রমাণ করে দিল। বিমানের চাকার পাশে থাকা ল্যান্ডিং গিয়ারের উপর কয়েক ঘণ্টা ধরে মাইনাস তাপমাত্রার মধ্যেই বেঁচে থাকল বছর ১৬-র কিশোর। কিন্তু কীভাবে সেখানে পৌঁছল কিশোরটি তা এখনও তদন্তসাপেক্ষ। মনে করা হচ্ছে, কেনিয়ার নাইরোবি থেকে বিমানে উঠেছিল সেই ছেলেটি। তবে বিমানের ল্যান্ডিং গিয়ারের উপর কীভাবে সে চলে গেল তা শুনে চোখ কপালে সবার। এবং সেখানে থাকাকালীনই বিমানটি উড়ল এবং সেও অক্ষত অবস্থায় নেদারল্যান্ডসে পৌঁছে গিয়েছে। মনে করা হচ্ছে, পণ্যবাহী সেই বিমানটি গত বুধবার কেনিয়া থেকে উড়েছিল। সেটি থামে ইস্তানবুলে এবং তারপর সেটি গিয়েছিল ইউকে-র স্ট্যানস্টেড বিমানবন্দরে। লন্ডন বিমানবন্দরের এক কর্মী জানিয়েছেন, ওই পণ্যবাহী বিমানের এমন কোনও ঘটনা তাঁদের চোখে পড়েনি এবং এই ঘটনার কথা তাঁরা সেদিন জানতেও পারেননি। পণ্যবাহী বক্সগুলি নামিয়ে রাখার পর এক বিমানকর্মীর চোখে পড়ে ছেলেটিকে। নেদারল্যান্ডসের পুলিশ ইতিমধ্যেই এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কোনওভাবে মানবপাচারের সঙ্গে এই ঘটনার কোনও যোগ রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নেদারল্যান্ডসের মাসট্রিচ বিমানবন্দরের এক মুখপাত্রর কথায়, ছেলেটির ভীষণ ভালো ভঅগ্য যে এভাবেও সে বেঁচে গিয়েছে। এ ধরনের পণ্যবাহী বিমানগুলি সাধারণত ৩৮ হাজার ফুট উচ্চতায় উড়ে এবং সেগুলির মাল রাখার জায়গাও অত্যন্ত সরু প্রকৃতির হয়। আরেক ব্যক্তি প্রায় ৬ মাস হাসপাতালে চিলেন একটি জাম্বো জেটেল মাল রাখার ল্যান্ডিংয়ে ১০ ঘণ্টা যাত্রা করার পর।

‘ভাল রাজ্য’ হতে গেলে মদ নিষিদ্ধ হওয়া চাই, সেই লক্ষ্যেই কাজ হচ্ছে, জানালেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি ।। মধ্যপ্রদেশকে ভাল রাজ্য হিসাবে গড়ে উঠতে গেলে মদ নিষিদ্ধ করতেই হবে। শনিবার এমনই মন্তব্য করলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। তাঁর সরকার শীঘ্রই রাজ্যে মদ নিষিদ্ধ করতে চলেছে। সেই সঙ্গে চন্থন জানিয়েছেন, মদ্যপায়ীরা যাতে ওই নেশা ত্যাগ করেন, সেজন্য তাঁর সরকার প্রচার চালাবে। মুখ্যমন্ত্রী এক জনসভায় বলেন, আমরা মধ্যপ্রদেশকে লিকার ফ্রি স্টেট করতে চাই। শুধু মদ নিষিদ্ধ করলেই এই লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না। মানুষ যদি মদ্যপান করে, তাহলে মদ সরবরাহ হবেই। সেজন্য আমরা লিকার ফ্রি ক্যাম্পেন চালাব যাতে মানুষ মদের নেশা ত্যাগ করে। একইসঙ্গে চন্থন ঘোষণা করেন, আগামী তিন বছরের মধ্যে কাটনি জেলায় প্রতিটি বাড়িতে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ করা হবে। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী জানান, গরিব মানুষকে পাকা বাড়ি তৈরির জন্য টাকা দেওয়া হবে। ৩ লক্ষ ২৫ হাজার মানুষ আয়ুষ্মান ভারত কার্ড পাবেন। তাতে গরিবদের পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসার খরচ দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, তাঁর রাজ্যেই প্রথম সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যারা মেয়েদের বিরুদ্ধে অপরাধ করবে, তাঁদের চূড়ান্ত শাস্তি দেওয়া হবে। কাটনি জেলাতেই মুসকান অভিযান-এর মাধ্যমে ৫০টি মেয়েকে রক্ষা করা হয়েছে। চলতি বছরের শুরুতে মধ্যপ্রদেশেই গ্রেপ্তার হন কমেডিয়ান মুন্যায়ার ফারুকি। ফারুকি গত ১৮ মাস ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় হিন্দু দেবদেবীদের উদ্দেশে কটুক্তি করে চলেছেন। অনেকেই তাঁর মন্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু ফারুকি তাতে বিরত হননি। বিচারপতি বলেন, প্রত্যেক নাগরিকের সাংবিধানিক কর্তব্য হল ধর্মীয়, ভাষাগত, আঞ্চলিক ও গোষ্ঠীগত সুসম্পর্ক বজায় রাখা। গত শুক্রবার সুপ্রিমকোর্ট ফারুকিকে জামিন দেয়। শনিবার গভীর রাতে তিনি মুক্তি পান।

ট্রাম্প জমানার এইচ-১বি ভিসা নীতিতে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিতাদেশ বাইডেন সরকারের

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি ।। পূর্বসূরির একের পর এক বিতর্কিত ঘোষণা বাতিল করতে শুরু করেছেন জো বাইডেন। এবার ডোনাল্ড ট্রাম্প জমানার এইচ-১বি ভিসা নীতি কার্যকর হওয়ার উপরও আপাতত স্থগিতাদেশ দিলেন তিনি। তার পরিবর্তে আগের মতোই লটারির মাধ্যমে ২০২১-এর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিদেশি দক্ষ কর্মীদের আমেরিকায় কাজের সুযোগ দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে, যাতে ওই নয়া এচি-১বি ভিসা নীতি কার্যকর হওয়ার আগে তার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে উঠতে হাতে যথেষ্ট সময় পায় অভিবাসন সংস্থাগুলি। এইচ-১বি ভিসা নিয়ে আমেরিকার বিভিন্ন সংস্থার হয়ে সেদেশে কাজ করার সুযোগ পান বিদেশি নাগরিকরা। ওই ভিসার মাধ্যমেই ভারত এবং চিনের মতো দেশ থেকে প্রচুর দক্ষ কর্মী নিয়োগ করে সে দেশের তথ্য প্রযুক্তি সংস্থাগুলি। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর ট্রাম্প সরকার বিদেশি কর্মী নিয়োগে নিয়ন্ত্রণ টানার সিদ্ধান্ত নেয়। পরিবর্তে কর্মক্ষেত্রে দেশের নাগরিকদের প্রাধান্য দেওয়ার নির্দেশ দেয়। বাল হয়, কম বেতনে বিদেশ থেকে লোক নিয়োগ করায় দেশের নাগরিকরা কর্মক্ষেত্রে যথেষ্ট সুযোগ পাচ্ছেন না। তাই বিদেশ থেকে লোক নিয়োগ করার সময় এবার দক্ষতাকে প্রাধান্য দিতে হবে। সেই অনুযায়ী এইচ-১বি ভিসা বাতিল করার সিদ্ধান্তও নেয় ট্রাম্প সরকার। সেই মতো ২০২০-র ৩১ ডিসেম্বর থেকে ২০২১-এর ৩১ মার্চ পর্যন্ত, ৩ মাসের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে এইচ-১বি-সহ আমেরিকায় বিদেশি নাগরিকদের কাজের সুযোগ করে দেওয়া বেশকিছু ভিসা সাময়িক বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় তারা। তবে এইচ-১বি ভিসা বাতিল করা হবে না বলে সকলকে আশ্বস্ত করেছেন বাইডেন।

একঘরে করে দেওয়া হচ্ছে, তাই তাঁরা তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন, তৃণমূলের শিল্পী যোগ প্রসঙ্গে মন্তব্য দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি স):নজরে নির্বাচন। নির্বাচনের আগেই গত দু দিন ধরে তৃণমূলে যোগ অব্যাহত। একগুচ্ছ তারকা গত শুক্র ও শনিবার যোগ দেয় তৃণমূলে। আর এরপরেই রবিবার ”একঘরে করে দেওয়া হচ্ছে, তাই তাঁরা তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন” তারকাদের তৃণমূলে যোগ প্রসঙ্গে মন্তব্য রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের।

তৃণমূলে শিল্পীদের যোগ প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, ”কিছু শিল্পীর কাজ হারানোর ভয় আছে। একঘরে করে দেওয়া হচ্ছে, তাই তাঁরা তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন”।

উল্লেখ্য,শুক্রবারই তৃণমূল যোগ দেন অভিনেতা দীপঙ্কর দে, ভরত কল, অভিনেত্রী লাভলি মিত্র। এরপর শনিবার তৃণমূলে যোগ দেন রণিতা দাস, সৌপ্তিক চক্রবর্তী, শ্রীতমা ভট্টাচার্য, দিশা রায়চৌধুরী।

উত্তরপাড়া থেকে দাঁড়ান, রেজাল্টের দিন গোবর জলে ধুয়ে দেব : চ্যালেঞ্জ কল্যাণের

কলকাতা,৭ ফেব্রুয়ারি (হি স): অল্প কয়েকদিনের অপেক্ষাতেই একুশের নির্বাচন। নির্বাচন নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরে চলছে জোর প্রস্তুতি। এরই মাঝে বজায় রয়েছে বিজেপি তৃণমূল তরজা। রবিবার উত্তরপাড়া থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে ”উত্তরপাড়া থেকে দাঁড়ান, রেজাল্টের দিন গোবর জলে ধুয়ে দেব” চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই প্রসঙ্গে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে আরও বলেন, ” কেন্দ্রের টাকায় দলের কাজ করছেন উনি। আমি এর তীব্র নিন্দা করছি। গতকাল সৌমিত্র খাঁর বাইক মিছিলের অনুমতি ছিল না। তা সত্ত্বেও মিছিল হয়েছে। পুলিশ কোনও পদক্ষেপই করেনি। ভদ্রলোকের রক্ত শরীরে থাকলে উত্তরপাড়া থেকে দাঁড়াক প্রবীর ঘোষাল। রেজাল্টের দিন গোবর জলে ধুয়ে দেব”।

টুইটে উত্তরাখণ্ডের দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারে প্রতি সমবেদনা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের

দেহরাদুন,৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : রবিবার সকালে উত্তরাখন্ডে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে হতবাক গোটা দেশ। চামোলি জেলায় এই ভয়াবহ দূর্ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। এদিন টুইট মারফত দূর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারে প্রতি সমবেদনা জানান কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। পাশে থাকার আশ্বাস দেন উত্তরাখন্ড প্রশাসনের। এই মর্মান্তিক ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী টুইটে বলেন, ‘একটি অত্যন্ত দূর্ভাগ্যজনক ঘটনা। আমরা সমস্ত বিষয়টি নজরে রাখছি। প্রতিমুহূর্তেই যোগাযোগ করা হচ্ছে উত্তরাখন্ড প্রশাসনের সঙ্গে।গোটা দেশ উত্তরাখন্ডের পাশে রয়েছে।‘ প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও এদিন গোটা বিষয়টির খবর নিতে উত্তরাখন্ডের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি এদিন টুইট করে জানান দিল্লি থেকে উদ্ধারকার্যের জন্য ন্যাশনাল ডিজাস্টার রিলিফের আরও কয়েকটি দল দিল্লি থেকে বিমান বাহিনীর বিমানে ইতিমধ্যেই উত্তরাখন্ডের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। এদিন মোদি-শাহ ছাড়াও টুইটে নিজের উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেন, ‘এই দূর্ঘটনার পর উত্তরাখন্ডের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হল। যারা এই দূর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন আমার সমবেদনা সেই সমস্ত পরিবারের প্রতি। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।‘ অন্যদিকে, উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ত্রিভেন্দ্রা সিং রাওয়াত টুইট করে বলেন, ”আমি নজর রাখছি গোটা ঘটনার উপর। আমি প্রত্যেককে অনুরোধ করছি কোনও পুরানো ভিডিও শেয়ার করে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেবেন না। পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রয়োজন সকলের পদক্ষেপ। ধৈর্য রাখুন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কাছে আমাদের হাত বাঁধা”।এদিন টুইটে বিপর্যয়ের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। তিনি বলেন, ‘উত্তরাখন্ডের চামোলির এই ঘটনায় প্রশাসন সতর্ক রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী তেজিন্দর সিং রাওয়াত নিজে উদ্ধারকাজে নজরদারি করছেন। দূর্ঘটনাগ্রস্থ এলাকা থেকে বিজেপি কর্মীদের উদ্ধার কাজে নামানোর আহ্বান জানিয়েছি।‘

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

আমের মুকুল। রবিবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

করিমগঞ্জের মেদলি বাগানে বিজেপি চা মোর্চার সম্মেলনে মহাজোট থেকে সকালকে দূরে থাকার আহ্বান

পাথারকান্দি (অসম), ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আসন্ন রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে কথিত মহাজোটের প্রার্থীকে ভোট দেওয়া মানেই সাম্প্রদায়িক এআইইউডিএফ সুপ্রিমো বদরউদ্দিন আজমলকে গদি দখলে সহায়তা করা। কারণ আজকের দিনে কংগ্রেসের অস্তিত্ব প্রায় তলানিতে ঠেকেছে। তাই তারা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বদরউদ্দিনের সাথে জোট গড়েছে। ফলে আসন্ন নির্বাচনে বিজেপির মূল লড়াই হবে এআইইউডিএফের সঙ্গে। তাই এখন থেকেই এই অপশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানালেন লক্ষ্মীপুরের সদ্যপ্রাক্তন বিধায়ক তথা বরাক উপত্যকার চা শ্রমিক ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদক তথা নব্যবিজেপি নেতা রাজদীপ গোয়ালা।

রবিবার পাথারকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত লোয়াইরপোয়া ব্লক বিজেপি মণ্ডলের ডাকে মেদলি চা বাগানে অনুষ্ঠিত চা মোর্চার এক সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রদত্ত ভাষণে কথাগুলো বলেন। রাজদীপ গোয়ালা বলেন, বিগত দিনে কংগ্রেস দলের বিধায়ক হিসেবে বিরোধী আসনে বসেও বিজেপিকে চেপে ধরার মতো কোনও ইস্যু তিনি পাননি। তাই বাধ্য হয়ে তিনি বিজেপির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কংগ্রেস দল থেকে পদত্যাগ করে বিজেপির ছত্রছায়ায় এসেছেন। কারণ বিজেপি সরকারের দৌলতে দেশের পাশাপাশি পাথারকান্দিতেও উন্নয়নের জোয়ার বইছেদ। তাঁর কথায়, বিজেপি সরকার কখনও প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি থেকে এক চুলও সরেনি। ফলে রাজ্যের বিজেপি শাসিত প্রতিটি বিধানসভা এলাকার অলিগলিতে উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে। অথচ বিগত দিনে কংগ্রেস সরকার সুতো কম্বল বণ্টন করে জনগণের সাথে কেবল ভাওতাবাজি করেছে।

তিনি বলেন, বিগত সরকার যখন চা শ্রমিকদের নানাভাবে বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা করছিল, ঠিক তখন আজকের দিনে কেন্দ্রে ও রাজ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার চা শ্রমিকদের সার্বিক উন্নয়নে সবধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে চলছে। এর আগে এদিন বেলা একটা নাগাদ চা মোর্চার কার্যকর্তারা এক বাইক মিছিল সহযোগে আমন্ত্রিত অতিথি রাজদীপ গোয়ালা এবং পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালকে স্বাগত জানান। পরে লোয়াইরপোয়া মণ্ডলের চা মোর্চার সভাপতি সন্তোষ গোয়ালার পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে ভারতমাতা এবং প্রাক্তন বিধায়ক মধুসূধন তিওয়ারির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে অতিথি বরণ করে সভার কাজ আরম্ভ হয়।

সম্মেলনে প্রায় ছয় হাজার জনতা সহ বিজেপির কার্যকর্তা এবং পঞ্চায়েত স্তরের নেতা কর্মী উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বলেন, জনগণের আশীর্বাদে ধন্যপ হয়ে বিগত কয় বছর ধরে যতটুকু সম্ভব হয়েছে এলাকার উন্নয়নে আন্তরিক প্রচেষ্টা করেছি। কাজ করেছি কি না সেটা আপনাদের নখদর্পণে। তাই আসন্ন ভোটে তিনি কাজের নিরিখে তাঁকে ভোট দিতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। বিরোধীদের একহাত নিয়ে বিধায়ক বলেন, বিজেপি যখন ড্রাগসমুক্ত একটি যুব সমাজ গঠন করে স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নের ভারত গড়ার সংকল্প নিচ্ছে, ঠিক তখন পাথারকান্দিতে একদল কংগ্রেসি ড্রাগসের মতো মারণ নেশায় যুবসমাজকে আকৃষ্ট করতে নিজেদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে চলছে। সচেতন জনগণ এ-সব নিয়ে এক্ষুণি প্রতিবাদমুখর না হলে যুব প্রজন্ম ধ্বংস হয়ে যাবে। পাশাপাশি তিনি রাজ্যে ও পাথারকান্দিতে এবারও পদ্ম ফুটাতে প্রার্থীর হয়ে এখন থেকেই কোমর বেঁধে মাঠে নামার জন্যছ চা মোর্চার কর্মীদের প্রতি আবেদন জানান।

আজকের সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্যর পেশ করেছেন করিমগঞ্জ জেলা চা মোর্চা সভাপতি অন্ত বাল্মীকদাস, পাথারকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রের মণ্ডল প্রভারী কৃষ্ণ দাস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষে সঞ্জু সিনহা, সুদীপ গোয়ালা, বিজেপি নেত্রী, মুন স্বর্ণকার, লোয়াইরপোয়া ব্লক বিজেপি মণ্ডল সভাপতি ঋষিকেশ নন্দি, পাথারকান্দি জেলা পরিষদ সদস্য শান্তিলাল সিনহা, করিমগঞ্জ জেলা পরিষদের উপ-সভানেত্রী বিমলা ধোবি। গোটা অনুষ্ঠা পরিচালনা করেছেন মণ্ডল প্রভারী জয়শংকর চক্রবর্তী। সভায় বিজেপির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বেশ কয়েকজন অন্যে দল ত্যাগ করে বিজেপিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে যোগ দিয়েছেন।

জোলাইবাড়িতে গ্রামীণ মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৭ ফেব্রুয়ারি।। প্রদীপ প্রজ্বলনেরমধ্যদিয়ে দেবদারু গ্রামীন মিলন মেলার শুভ সূচনা করলেন টি আই ডি সির চেয়ারম্যান টিঙ্কু রায়। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ীর দেবদারু এলাকায় মা লক্ষী ও পার্বতী গ্রামীন সংগঠনের উদ্দ্যোগে দেবদারু গ্রামীন মিলন মেলার আয়োজন করাহয়। তিন দিনব্যাপী চলবে এই মেলা। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন টি আই ডি সি চেয়ারম্যান টিঙ্কুরায়। আজকের এই অনুষ্ঠানে উদ্ভোদকের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন সাব্রুম বিধানসভার বিধায়ক শঙ্কর রায়, জোলাইবাড়ী ব্লকের এগ্রি স্টেন্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান বিকাশ বৈদ্য, জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রবি নমঃ, বিশিষ্ট সমাজসেবক শঙ্কর সরকার, অজয় রিয়াং সহ অন্যান্য অতিথীবৃন্দরা।

পশ্চিমবঙ্গে ফের বাড়ল করোনায় মৃতের সংখ্যাআক্রান্ত ১৯৩

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি স):শহর জুড়ে এখনও বর্তমান করোনা। গত কয়েকদিন ধরে কিছুটা কম ছিল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এমনকি গতকাল মৃতের সংখ্যা ছিল মাত্র এক। কিন্তু তারই মাঝে রবিবার ফের রাজ্যজুড়ে বাড়ল করোনা মৃতের সংখ্যা। গত ২৪ করোনা হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। রবিবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১৯৩ জন। যার জেরে বর্তমানে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাড়ালো ০৫,৭১,১৭৮। একদিনে রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। ফলে মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাড়ালো ১০,২০৭। একদিনে করোনা মুক্ত হয়েছেন ২৮৯। ফলে বর্তমানে সুস্থ হয়ে মোট বাড়ি ফিরেছেন ০৫,৫৬,৩৭০ জন। যার জেরে রাজ্যে সুস্থতার হার বেড়ে দাঁড়াল ৯৭.৩৭ শতাংশ। এখনো পর্যন্ত রাজ্যে একটিভ কেসের সংখ্যা ৪৭৯৮। রাজ্যে ২৪ ঘন্টায় করোনা পরীক্ষা হয়েছে ২২,৩৬৫ টি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

খুব শিঘ্রই নিজস্ব বাড়ি পেতে চলেছে তেলিয়ামুড়া দমকল অফিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ ফেব্রুয়ারি।। তেলিয়ামুড়া অগ্নি নির্বাপক দপ্তর খুব শীঘ্রই পেতে চলেছে নিজস্ব বাড়ি। জন্মলগ্ন থেকেই নিজস্ব বাড়ির অভাব ও পরিকাঠামোগত নানান সমস্যায় ভুগছিল তেলিয়ামুড়া অগ্নি নির্বাপক দপ্তর। বর্তমানে তেলিয়ামুড়া অম্পি চৌমুহনী স্থিত ভাড়া বাড়িতেও নানান পরিকাঠামোগত সমস্যা নিয়েই চলছে দশকের পর দশক ধরে। অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মী সহ তেলিয়ামুড়াবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল অত্যাধুনিক সুবিধা যুক্ত স্থায়ী বাড়ি পাক তেলিয়ামুড়া অগ্নি নির্বাপক দপ্তর।

রবিবার তেলিয়ামুড়া স্থিত খোয়াই চৌমুহনী এলাকায় বড়োমুড়া টুরিস্ট লজসংলগ্ন এলাকা পরিদর্শনে আসেন তেলিয়ামুড়া অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের স্থায়ী বাড়ি তৈরির জন্য তেলিয়ামুড়া বিধায়িকার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল। খুব শীঘ্রই উন্নত পরিকাঠামো সহ নিজস্ব স্থায়ী বাড়ি পেতে চলেছে অগ্নি নির্বাপক দপ্তর এমনটাই জানালেন পরিদর্শন শেষে বিধায়িকা কল্যাণী রায়। তিনি আরো বলেন, তেলিয়ামুড়া অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের স্থায়ী বাড়ির জন্য আজকের এই পরিদর্শনে এক প্রকার স্থির হয়ে গেছে। এখন শুধু মাত্র সময়ের অপেক্ষা। উক্ত পরিদর্শনের প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের ডেপুটি ডাইরেক্টর তপন কুমার রায়, তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের ডেপুটি সি ই ও সজল দেবনাথ সহ তেলিয়ামুড়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকরা।

গণঅবস্থান

● প্রথম পাতার পর

করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানিয়েছে।

এই দাবির সমর্থনে রাজধানী আগরতলা শহরে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানের সামনে সংগঠনের পক্ষ থেকে দুদিনের গণঅবস্থানের ডাক দেওয়া হয়েছে। গণঅবস্থানের শামিল হয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান ককবরক ভাষাকে সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হলেও যথাযথভাবে এ ভাষর উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি গত বামফ্রন্ট সরকার এবং বর্তমান সরকার।

আন্দোলনকারীরা দাবি করেছেন ককবরক ভাষাকে অষ্টম তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করা না হলে এই ভাষার উন্নয়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা কোনদিনও সম্ভব হবে না। সে কারণেই ককবরক ভাষাকে অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করে এই ভাষার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তারা রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জোর দাবি জানিয়েছেন।

ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রাক্কালে এ ধরনের দাবিতে সাধারণ জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। উপজাতি ভিত্তিক বিভিন্ন আঞ্চলিক সংগঠন গুলির ইস্যুতে বিভিন্ন সময়ে প্রচার চালানো প্রকৃতপক্ষে এই দাবি এখনো পর্যন্ত পূরণ হয়নি। এবার ককবরক ভাষাকে অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে ময়দানে নেমেছে অল ত্রিপুরা ইন্ডিজিনাস স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন।

মৃতদেহ

● প্রথম পাতার পর

স্থানীয় প্রশাসনও। কাজে আসছে সেনার চপারও।

নন্দা দেবী হিমবাহে একটি বিশাল তুষার ধসের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উত্তরাখন্ডের তপোবন এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। চামোলি জেলার রেইনি গ্রামের নিকটে ধৌলিগঙ্গা নদীর ওপর বিদ্যুৎ প্রকল্পে এই তুষারধসের ফলে নদীর জলস্তর আচমকা অনেকটা বেড়ে যায় বলে যায়। হতাহতের সংখ্যা ১৫০ ছাড়ানোর ইঙ্গিত সরকারে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় উদ্ধার কাজে নেমেছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর বিশেষ দল। দেহরাদুন ও জোশীমঠে পৌঁছেছে উদ্ধারকারী দল। স্থল সেনার পাশাপাশি উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছে বায়ুসেনাও। ইতিমধ্যেই বায়ু সেনার ৪ থেকে ৫টি দলের সহায়তায় দুর্ঘটনায় আটকে পড়া পর্যটকের দেহরাদুন থেকে জোশীমঠ হয়ে দিল্লি নিয়ে আসা হচ্ছে বলে জানান এনডিআরএফ-র ডাইরেক্টর জেনারেল এসএন প্রধান।

পৃথক স্থানে

● প্রথম পাতার পর

হয়ে মনপাথর ফাঁড়ী থানায় খবরদেয়। এই দুর্ঘটনার পর বাসেথাকা যাত্রীদের সঙ্গে কথাকাটাকাটি শুরুঃ হয় কৃষ্ণ জমাতিয়ার সহধর্মীনির। বাসে থাকা যাত্রীদের অভিযোগ কৃষ্ণ জমাতিয়ার সহধর্মীনি অশ্নিন ভাষায় গালিগালাজ শুরু করেছে বাসযাত্রীদের। এতেকরে উত্তেজনা পরিস্থিতি শুরুহয়। এই দুর্ঘটনায় এই বাইক আরোহী অল্পতে রক্ষাপায় বলে জানাযায়। দুর্ঘটনার পর কিছুসময়ের জন্য জাতীয় সড়কে যানচলাচল স্তব্ধ হয়েপরে। পরবর্তী সময় ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনেন। দিনের বেলা এইভাবে প্রসাশনিক অনুমোদনছাড়া জাতীয় সড়কের পাশে গাছ কাটার বিষয় নিয়ে বনদপ্তরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন থেকেযায়।

বগাফা ফরেষ্ট রেঞ্জার সুমন ভৌমিক ও এস ডি এফ ও জয়নাল্য আচার্যির এই ধরনের ভূমিকায় ছিঃ ছিঃ রব উঠেছে সকলের মধ্যে। বনদপ্তরের আস্কারা পেয়েই দিনে দুপুরে বনভূমি ধ্বংস করেযাচ্ছে বনদস্যুরা। যারফলসরূপ বনদপ্তরের অনুমোদন ছারাই প্রকাশ্য দিনের বেলায় জাতীয় সড়কের পাশে গাছ কাটতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পরতেহয় লোকজনদের। এই নিয়ে পুলিশ ও বনদপ্তরের ভূমিকায় ক্ষোভ সৃষ্টিহয়েছে লোকমনে।

চাকমাঘাটে

● প্রথম পাতার পর

মহিলা সহ তেলিয়ামুড়া রেল স্টেশন এলাকা থেকে আটক করেছিল তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। সে সময় উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে বেকসুর খালাস হয়ে গিয়েছিল ভুট্টো। সে থেকে আজ পর্যন্ত তার অবাধ নেশা সাম্রাজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। অভিযোগ, ভুট্টো বিভিন্ন এজেন্টের মাধ্যমে তেলিয়ামুড়া চাকমা ঘাট সহ বিভিন্ন এলাকায় নেশা সাম্রাজ্য চালাচ্ছে। আর ভুট্টোর এই নেশা সাম্রাজ্য দেখভাল করার দায়িত্বে রয়েছে জনৈক অমিত নামে আর এক যুবক।

রবিবার আটককৃত দুই যুবকের মধ্যে এক যুবক কলেজ পড়ুয়া। এখন দেখার বিষয়, এই দুই যুবকের সূত্র ধরে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ বাবুরা ড্রাগস মাফিয়া ভুট্টোর নেশা সাম্রাজ্য ধ্বংসে কতটুকু সক্ষম হয় সেদিকেই তাকিয়ে এখন তেলিয়ামুড়া শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন জনগণ।

ভারতের বদনাম

● প্রথম পাতার পর

আগামী পনেরো বছরের মধ্যে অসমের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে আসবে বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

তিনি বলেন, স্বাধীনতা পরবর্তী ৭০ বছরে ২০১৬ সাল পর্যন্ত আসামে মাত্র ছয়টি মেডিক্যাল কলেজ ছিল। কিন্তু রাজ্যে বিজেপি আমলের পাঁচ বছরে নতুন আরও ৬-টি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন হয়েছে। প্রতি বছর ১,৬০০ জন এমবিবিএস ডাক্তার পাবেন অসমের জনতা। এর পরই তাঁর এক স্বপ্নের বিষয়ে জানান প্রধানমন্ত্রী। বলেন, তাঁর ইচ্ছে, স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তির আগে দেশের প্রত্যেক রাজ্যে স্থানীয় আঞ্চলিক তথা মাতৃভাষায় একেকটি মেডিক্যাল কলেজ এবং তথ্য ও প্রযুক্তি (আইটি) প্রতিষ্ঠান গড়া। এরই অঙ্গ হিসেবে অসমে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের পর অসমিয়া ভাষায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হবে। অসমিয়া ভাষায় অধ্যয়ন করলে একজন ছাত্র ভালো ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবেন না? নিশ্চয়ই পারবেন।

তিনি বলেন, অসমের মানুষকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আর বাইরে যেতে হবে না। শীঘ্রই গুয়াহাটিতে নির্মীয়মাণ এইমস-এ চিকিৎসা পরিষেবা শুরু হবে। এখন অসমেই সবধরনের উন্নত চিকিৎসার সুবিধা পাওয়া যাবে, বলেন মোদী। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অধীনে অসমে এক লক্ষের বেশি রোগী চিকিৎসার সুবিধা পেয়েছেন বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, গুয়াহাটিকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের চিকিৎসা খণ্ডের অভিকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে সরকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া করোনা থেকে দেশ যে শিক্ষা অর্জন করেছে ভবিষ্যতে তা সকলকে সহায়তা করবে বলেও আশা ব্যক্ত করেছেন মোদী। স্বাধীনতা পরবর্তী কালে দেশে প্রায় ৫৫ বছর ক্ষমতায় ছিল কংগ্রেস সরকার। কিন্তু দেশ সহ অসমে চিকিৎসা ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য পূর্বতন কংগ্রেস সরকার উল্লেখযোগ্য কোনও ভূমিকা নেয়নি বলে অভিযোগ তুলেন প্রধানমন্ত্রী। কেন্দ্রে এবং রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই চিকিৎসা সেবায় ধীরে ধীরে দেশ উন্নতির দিকে এগিয়ে চলছে। স্বাস্থ্য পরিষেবায় অসম গত কয়েক বছরে দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অসমের চিকিৎসা ব্যবস্থা শুধু রাজ্যে নয় সমগ্র উত্তরপূর্বে আমূল পরিবর্তন এনেছে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'অসম মালা' প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্য সড়ক, জাতীয় সড়ক ও জেলার গ্রামীণ সড়কের উন্নয়নে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। চিকিৎসা সেবায় বিভিন্ন প্রকল্পের উদাহরণ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অধীনে এ রাজ্যের এক কোটি পঁচিশ লক্ষ মানুষ উপকৃত হয়েছেন। হেলথ অ্যান্ড ওয়েল সেন্টারের মাধ্যমে রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৫৫ লক্ষের উপর মানষ বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবার সুবিধা লাভ করেছেন। অটল অমৃত যোজনার মাধ্যমেও রাজ্যবাসী উপকৃত হয়েছেন বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। করোনা মোকাবিলায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য রাজ্যবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি। করোনা মোকাবিলায় ভবিষ্যৎ রণনীতি স্থির করতে কেন্দ্রীয় সরকার এখন থেকেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। এর জন্য সমগ্র দেশে স্থানীয় ভাবে ইন্টিগ্রেটেড ল্যাব তৈরিরও পরিকল্পনা চলছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী।

অসম সহ উত্তরপূর্বের পশ্চাদপদ রাজ্যগুলোর সার্বিক বিকাশের জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। ২০১৪ সালে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলো প্রকৃতার্থে উন্নয়নের ছোঁয়া পেয়েছে বলে দৃঢ়তার সুরে জানান প্রধানমন্ত্রী। ঐতিহাসিক বড়ো চুক্তির প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সদ্যসমাপ্ত বিটিআর নির্বাচনের ফলই প্রমাণ করে, বড়ো চুক্তি ফলপ্রসূ হয়েছে। বড়োল্যান্ডের নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ সেখানে নয়া দিগন্তের সূচনা করবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

অসমের চা শিল্প নিয়েও প্রধানমন্ত্রী নানা আশার বাণী শুনিয়েছেন। বলেন, সমগ্র বিশ্বে অসমের চা শিল্প বন্দিত। বিশেষ করে শোণিতপুরের লাল চা-এর আলাদাভাবে প্রশংসা করতেও কার্পণ্য করেননি প্রধানমন্ত্রী। দেশের চা শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে ১০০০ কোটি টাকা ধার্য হয়েছে। ইতিমধ্যে রাজ্যের প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ চা শ্রমিককে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। চা বাগানের গর্ভবতী মহিলাদের জন্যও নানা প্রকল্প ইতিমধ্যে চালু রয়েছে। মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিটের মাধ্যমে চা জনজাতির লোকেদের মধ্যে বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। তবে বিদেশে অবস্থানরত ভারত বিরোধী অপশক্তি দেশকে বদনাম করার জন্য অসমের চা শিল্পকেও টার্গেট করছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। দেশবিরোধী এই অপশক্তিকে শক্ত হাতে মোকাবিলা করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। দেশের গৌরব চা শিল্পকে যারা বদনাম করতে চাইছে তাদের প্রতি চরম হুঁশিয়ারি ছুঁড়ে দেন প্রধানমন্ত্রী। এর জন্য দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাছেও জবাব চাইবেন চা শ্রমিকরা। এ কথাও উল্লেখ করেন তিনি। পরিশেষে কলাগুরুঃ রূপকোঁ ওর জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার রচিত কবিতা 'মেরি ভারত কে নানা ছবি, জাগা-রে জাগা' লাইনটি পড়ে প্রধানমন্ত্রী নিজের বক্তব্যে যতি টানেন।

বললেন মোদী

● প্রথম পাতার পর

তাঁদের বিশেষ সম্মান ছিল। এখনও আছে, সেই আগের জন্য। বাংলা কেন পিছিয়ে পড়েছে? আগে বাংলার যেমন উন্নয়ন হত, গত দশকে তা পিছিয়ে পড়েছে। গত ১০ বছরে বাংলার শিল্পের কী অবস্থা হয়েছে? পশ্চিমবঙ্গের এরকম অবস্থার সবথেকে কারণ এখানকার রাজনীতি।

এরপরই তিনি সরাসরি তৃণমূল নেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে বলেন, ২০১১ সালে মমতাদিদি বাংলায় পরিবর্তনের ডাক দিয়েছিলেন। তাঁর সেই আহ্বানের ফলে সারাদেশের নজর বাংলার দিকে ছিল। কিন্তু তাঁর থেকে যা আশা ছিল, তা তো মেলেনি। উলটে নির্মমতা বেড়েছে। মমতার আশা ছিল, ১০ বছরে নির্মমতার শিকার হয়েছে বাংলা।

তাঁর ভাষণে উঠে আসে মরিচঝাঁপি, নন্দীগ্রাম প্রসঙ্গ। এদিন মরিচঝাঁপি, নন্দীগ্রাম থেকে শুরু করে চা বাগান ইস্যু তুলে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে বলেন, দিদিকে নিজের অধিকার "ভারতমাতা কী জয়"-এর ধ্বনি দিলেই রেগে যান দিদি। কিন্তু দেশের বিরুদ্ধে যাঁরা বিষ ঢেলে যাচ্ছেন, তাঁদের বিষয়ে তো কোনও কথাই বলছেন না। চা-বাগান, যোগ নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে ষড়যন্ত্র করছে। কিন্তু তা নিয়ে দিদির মুখে কিছু শুনেছেন! মা-মাটি-মানুষের স্লোগান দেওয়া লোকেরা আজ ভারতমাতার জন্য স্বর উঁচু করতে পারছেন না। সাহস করতে পারছেন না। মরিচঝাঁপির গণহত্যা হয়েছিল। নন্দীগ্রামের ঘটনায় যাঁরা দোষী ছিল, তাঁরা কেন তৃণমূলের দলে এখন? গরিবরা কি শুধু ভোট নেওয়ার জন্য?

এদিন কৃষক ইস্যুতেও মমতাকে আক্রমণ করেন নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, আমার অত্যন্ত খারাপ লাগে যে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা লাখ লাখ টাকা পাননি। করোনাভাইরাসের সময় লাখ লাখ-কোটি কোটি দেওয়া হয়েছে। দেশের ১০ কোটি ছোটো কৃষক সেই টাকা পেয়েছেন। তাতে পশ্চিমবঙ্গের লাখ-লাখ পরিবার থাকতে পারত। কিন্তু তা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের সরকারের আপত্তিতে তা হয়নি। এখন কৃষকরা চেপে ধরেছেন বলে বাধ্য হয়ে এখন শুধু দেখানো সম্মতি দিয়েছে মমতা সরকার।

সেই সঙ্গে এবিষয় তিনি হলদিয়ার সভা থেকে প্রতিশ্রুতিও দেন। বলেন, রাজ্যে বিজেপি ক্ষ্মতায় এলে বাংলার কৃষকদের যা টাকা দেওয়া হয়নি, তা দেবে বিজেপি। এবিষয়ে প্রথম বৈঠকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া বলে জানান মোদী। তিনি বলেন, কৃষকদের নামে কে রাজনীতির রুটি সেঁকছেন আর কে কৃষকদের যাবতীয় সমস্যা দূর করার চেষ্টা করছেন, তা গত বছর ছ"বছর ধরে দেখে আসছে দেশ। এই নির্বাচনে যে বিজেপি ক্ষমতায় আসবে, তা বাংলার মানুষরা ঠিক করে ফেলেছেন। আমি বলে যাচ্ছি, বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী সম্মান নিধি প্রকল্প চালু করার সিদ্ধান্ত নেবে। আর এতদিন যে টাকা পাননি রাজ্যের কৃষকরা, তাও দেওয়া হবে।

পশ্চিমবঙ্গে আসল পরিবর্তনের ডাক দিয়ে নরেন্দ্র মোদী বলেন, পশ্চিমবঙ্গে আসল পরিবর্তন হবে। পরিবর্তন আদতে কী হয়, তা দেখাবে বিজেপি সরকার। সেই প্রমাণ তো পাচ্ছে ত্রিপুরা। মোদি বলেন, পরিবর্তন কাকে বলে তা ত্রিপুরায় গিয়ে দেখে আসতে। ত্রিপুরাতেও ২৫ বছরের বাম সরকারকে পরাজিত করেছে বিজেপি। সেখানে যারা সরকারে রয়েছে তাদের অনেকেই প্রথমবার শাসন ক্ষমতায় বসেছেন। শুধু তাই নয় অনেকেই রাজনীতিতেও নতুন। তারপরও ত্রিপুরাতে উন্নয়ন হচ্ছে। সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে সপ্তম বেতন কমিশন লাগু হয়েছে। এখানে এখনও সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর হয়নি। এমনকী আমায় তো বলেছে যে এখানকার কর্মচারীরা সময় মতো বেতনও পান না। বাংলার মানুষ তো ফুটবল ভালোবাসেন। তৃণমূল অনেক "ফাউল" করেছে, খুব শীঘ্রই বাংলা তৃণমূলকে লাল কার্ড দেখাবে।

এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের পাশাপাশি বামফ্রন্টকেও আক্রমণ করেন নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, বাংলায় আমাদের লড়াই তৃণমূলের সঙ্গে। কিন্তু ওদের লুকিয়ে থাকা বন্ধুদের থেকেও সতর্ক থাকতে হবে। কিন্তু ম্যাচ-ফিক্সিং হয় শুনেছেন তো। বাম-কংগ্রেস-তৃণমূল কংগ্রেস মিলে রাজনীতির পর্দার পিছনে ম্যাচ ফিক্সিং করছে। বাংলায় হাত মিলিয়ে আছে বাম-তৃণমূল। তাই বাম-কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া মানেই তৃণমূলের সুবিধা। তাই সতর্ক থাকতে হবে। অন্যদেরও সতর্ক করতে হবে।

ভারত

● প্রথম পাতার পর

কর্মসূচীর মাধ্যমে পুনর্জীবিত হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন উপ মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মণ। রবিবার গুর্খাবস্তী পেনশনার আবাস আশ্রয়ে আয়োজিত ভারতীয় গোর্খা পরিষদের জোন ওয়ান এর সাংগঠনিক ক্যাম্পের দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে একথা বলেন তিনি। ছিলেন মন্ত্রী এন সি দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।

ক্রীড়া

বোলিং শুরু, তৃতীয় টেস্ট থেকে ফিরতে চান শামি

শনিবার থেকেই ছোট রান-আপ নিয়ে নেটে বল করতে শুরু করেছেন মহম্মদ শামি। সেই ভিডিয়ো নিজেই টুইট করেন ভারতীয় পেসার।অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে গিয়ে বাঁ-হাতের কব্জির হাড়ে চিড় ধরে শামির। তার পরের তিনটি টেস্ট খেলতে পারেননি ভারতীয় পেসার। প্রথম টেস্টের পরেই দেশে ফিরে আসতে হয় রিহ্যাবের জন্য। শনিবার তাঁর বোলিং দেখেই আন্দাজ করা যায় যে, পুরোপুরি না হলেও কিছুটা সুস্থ ভারতীয় পেসার।ভিডিয়োয় দেখা যায়, স্বাভাবিক ভাবেই বাঁ-হাত তুলতে পারছেন শামি। বল যদিও করছেন মন্থর গতিতে। কিন্তু সুইংয়ের হাত নষ্ট হয়নি।জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতেই আপাতত রিহ্যাব চলছে শামির। চতুর্থ টেস্টে কুঁচকিতে চোট পাওয়া নবদীপ সাইনিকেও দেখা যায় বল হাতে। এ দিন ভারতীয় বোর্ডের এক কর্তা সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে বলেছেন, "শামির হাতের অবস্থা এখন ঠিকই আছে। আগামী কয়েকটা দিন নেটে হাল্কা বোলিং করবে ও। আপাতত দিনে ১৮টি ডেলিভারি করতে পারবে ও। তবে সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করা যাবে না। ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ শক্তি প্রয়োগ করে বল করতে হবে শামিকে।"সেই কর্তা জানিয়েছেন, এ ভাবেই পেসারদের ওয়ার্কলোড বিবেচনা করা হয়। তাঁর কথায়, "অনেক দিন মাঠের বাইরে শামি। প্রায় দেড় মাস হয়ে গিয়েছে। তাই আস্তে আস্তে ওর শরীরের উপরে চাপ বাড়ানো হবে। আপাতত হাল্কা ট্রেনিং চলবে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম দুই টেস্টে রাখা হয়নি শামিকে। শোনা যাচ্ছে আমদাবাদে দিনরাতের টেস্ট ম্যাচ থেকে শামিকে দলে ফেরানো হতে পারে। ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে তৃতীয় টেস্ট শুরু। যা এখনও আড়াই সপ্তাহ দেরি।

আগামী সপ্তাহ থেকেই ট্রেনিংয়ের মাত্রা বাড়াতে হবে শামিকে। তাই তৃতীয় টেস্টে তাঁর ফেরার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সেই কর্তার কথায়, "শেষ দুই টেস্টের দল এখনও ঘোষণা করা হয়নি। আমদাবাদে তৃতীয় টেস্ট হতে এখনও আড়াই সপ্তাহ দেরি আছে। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে তৃতীয় টেস্ট থেকে শামির দলে ফেরার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।হাতে চোট ছাড়া শামির যে আর কোনও সমস্যা নেই, তা জানিয়ে দিলেন সেই কর্তা। বলেছেন, "শামি বল করছে মানে ওর হাতের চোট সেরে গিয়েছে। আপাতত আর কোনও চোট নেই। তৃতীয় টেস্ট দলের সম্ভাব্য তালিকায় ওকে রাখাই যায়।

বিজয় হাজারে ট্রফিতে বাংলা দলে নেই মনোজ তিওয়ারি

করোনা পরিস্থিতিতে এবার অনুষ্ঠিত হবে না রঞ্জি ট্রফি। তাই সৈয়দ মুস্তাক আলি টি ২০-র পর ঘরোয়া ক্রিকেটে এবার বিজয় হাজারে ট্রফির অপেক্ষা। ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে ৫০ ওভার ফরম্যাটের এই টুর্নামেন্ট। এলিট গ্রুপের খেলাগুলি হবে কলকাতা, সুরাট, ইন্দোর, বেঙ্গালুরু ও জয়পুরে। প্লেটে থাকা দলগুলির ম্যাচ হবে তামিলনাড়ুতে। বিজয় হাজারে ট্রফির ফাইনাল ম্যাচের দিন ধার্য হয়েছে ১৪ মার্চ।বিজয় হাজারে ট্রফিতে বাংলা পাচ্ছে মনোজ তিওয়ারি-কে। চোট সারিয়ে ম্যাচ ফিট হতে পারেননি তিনি, চলছে রিহ্যাব। অভিমন্যু ঈশ্বরন ভারতীয় টেস্ট দলে স্ট্যান্ডবাই ক্রিকেটার হিসেবে থাকায় তাঁকে পাওয়া যাবে কিনা সে বিষয়েও এখনও স্পষ্ট ধারণা নেই। তবে অভিমন্যুকে ঘোষিত ২১ সদস্যের বাংলা দলে রেখেছেন নির্বাচকরা। অনুষ্টুপ মজুমদার বাংলাকে নেতৃত্ব দেবেন, দলের সহ অধিনায়ক উইকেটকিপার শ্রীবত গোস্বামী। গোটা দল এই মুহূর্তে সল্টলেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস মাঠে অনুশীলন সারছে। নিজেদের মধ্যে অনুশীলন ম্যাচও খেলছে। গতকাল টিম বি প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে ৭ উইকেটে ৩২৯ রান তুলেছিল।বিবেক সিং ১২৩, সুদীপ চট্টোপাধ্যায় ৯৩, অর্ণব নন্দী অপরাজিত ৫৯ রান করেন। মুকেশ কুমার ৩ উইকেট পেলেও ৭৫ রান দেন। জবাবে টিম বি ২ ওভার বাকি থাকতেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। অনুষ্টুপ ১০১, শাহবাজ আহমেদ ৯৮, কৌশিক ঘোষ ৪৬ রান করে দলকে ৫ উইকেটে জয় এনে দেন। দলের প্রস্তুতিতে খুশি কোচ অরুণ লাল। তিনি বলেন, সেরা প্রস্তুতি নিয়েই বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলতে নামবে বাংলা। ক্রিকেটাররা সাফল্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করছেন। অতীতের ব্যর্থতা, ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে গেলেই সাফল্য পাওয়া যায়। তাই আগের পরাজয় নিয়ে না ভেবে ক্রিকেটারদের সামনের দিকে তাকানোর পরামর্শ দিয়েছেন বাংলা কোচ। গ্রুপ পর্যায়ে কলকাতাতেই সার্ভিসেস, জম্মু ও কাশ্মীর, সৌরাষ্ট্র, হরিয়ানা ও চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে খেলবে বাংলা। ঘোষিত বাংলা দল: অনুষ্টুপ মজুমদার (অধিনায়ক), শ্রীবত গোস্বামী (সহ অধিনায়ক), অভিমন্যু ঈশ্বরন (ভারতীয় দল থেকে পাওয়া গেলে), বিবেক সিং, অভিষেক রামন, সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, কাইফ আহমেদ, ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়, ঋত্বিক রায়চৌধুরী, শাহবাজ আহমেদ, অর্ণব নন্দী, মুকেশ কুমার, আকাশ দীপ, ঈশান পোড়েল, মহম্মদ কাইফ, প্রদীপ্ত প্রামাণিক, অরিত্র চট্টোপাধ্যায়, সায়ন ঘোষ, শুভঙ্কর বল, সুদীপ ঘরামি, সুমন্ত গুপ্ত।

বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ: অভিষিক্ত মেয়ার্সের ব্যাটে রেকর্ডগড়া জয় ক্যারিবীয়দের

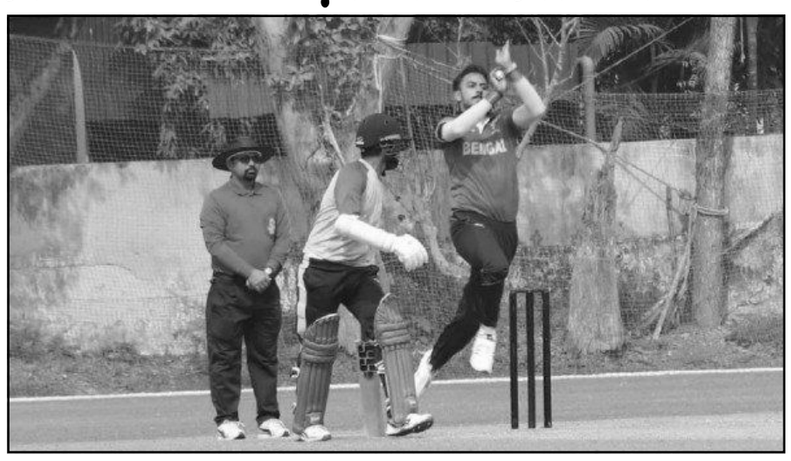

ক''দিন আগেও কাইল মেয়ার্স বাংলাদেশের কাছে তো নয়ই, পুরো ক্রিকেট বিশ্বেই সেভাবে পরিচিত ছিলেন না। থাকার কথাও না। এ ম্যাচেই টেস্ট অভিষেক। অথচ তিনিই ম্যাচশেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয়ের নায়ক। বাংলাদেশের কাছে এতক্ষণে খলনায়ক হিসেবেও পরিচিতি পেয়ে যাওয়ার কথা। তাঁর ডাবল সেঞ্চুরিতেই রেকর্ড গড়ে চট্টগ্রাম টেস্ট ৩ উইকেটে জিতে নিলো সফরকারী ক্যারিবিয়রা।চতুর্থ ইনিংসে বাংলাদেশের দেয়া ৩৯৫ রানের অসম্ভব এক লক্ষ্য তাড়া করতে নামে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। টেস্ট ইতিহাসে ৪র্থ ইনিংসে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ডটি অবশ্য ওয়েস্ট ইন্ডিজেরই। ২০০৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৪১৮ রানের টার্গেট ছুঁয়েছিল তারা।কিন্তু বাংলাদেশে আসা এই দলটি একেবারেই আনকোরা। করোনাভাইরাস ও ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে নিয়মিত প্রায় ১২জন ক্রিকেটার এই সফর থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয়। ফলে অনেকটা তড়িঘড়ি করে একগাদা নতুন মুখ নিয়েই দল ঘোষণা করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড।এ ম্যাচেও অভিষেক হয় তিনজনের। তাদেরই দু''জন কাইল মেয়ার্স ও এনক্রুমা বোনার। পঞ্চম দিন তারা শুরু করেন ৩ উইকেটে ১১০ রান নিয়ে।ওয়ানডে সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজ এই ম্যাচের প্রথম চারদিনই ব্যাটে-বলের পারফরম্যান্সে বাংলাদেশের থেকে বেশ পিছিয়েই ছিল। তাই শেষ দিনে তারা ম্যাচ জিতে যাবে এমনটা বোধহয় ভাবেননি কেউই।কিন্তু সময় যত গড়িয়েছে তত ম্যাচ থেকে ছিটকে গেছে বাংলাদেশ। ৪র্থ উইকেটে মেয়ার্স আর বোনার মিলে ২১৬ রানের জুটি গড়ে মূলত ম্যাচটাকে একপেশে করে ফেলেন।ইনজুরিতে সাকিব মাঠের বাইরে। ফলে এক পেসার নিয়ে মাঠে নামা বাংলাদেশের বোলিং হয়ে পড়ে আরো অসহায়।অভিষেকে ৫০ করা বোনারকে ৮৬ রানে ফেরান তাইজুল।কিন্তু মেয়ার্সকে থামানো যায়নি। সেঞ্চুরি থেকে ডাবল সেঞ্চুরি।টেস্ট ইতিহাসের প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে গড়লেন অভিষেকই ৪র্থ ইনিংসে ডাবল সেঞ্চুরি করার রেকর্ড।শেষ পর্যন্ত ২১০ রানে অপরাজিত থেকে যখন দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন মেয়ার্স, তখন তিনি অভিষেকে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান হিসেবে সর্বোচ্চ রানের তালিকার দুই নাম্বারে বসে গেছেন। ম্যান অফ দ্য ম্যাচও হয়েছেন তিনি।এশিয়ার মাটিতে এটিই এখন সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড। আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইতিহাসে ২য় সর্বোচ্চ সফল রান চেজ।একইসাথে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে এখন ১-০ তে এগিয়ে থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজের সামনে এখন সিরিজ জয়েরও সুযোগ।

পন্থ, পূজারার লড়াই সত্ত্বেও ফলো অন বাঁচানোর লড়াইয়ে ভারত

ইংল্যান্ড - ৫৭৮ (প্রথম ইনিংস) ভারত - ২৫৭/৬ ভারত পিছিয়ে ৩২১ রানেচেন্নাই: তৃতীয় দিন সকালে মাত্র তেইশ রান যোগ করতে পেরেছিল ইংল্যান্ড। বেসকে এলবি করে ফিরিয়ে দেন বুমরাহ। অশ্বিন বোল্ড করে দেন অ্যান্ডারসনকে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ধাক্কা খায় ভারত। মাত্র ছয় রান করে আর্চারের বলে বাটলারের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন রোহিত। অফ স্টাম্পের বাইরে লাফিয়ে ওঠা বলটা সামলাতে পারেননি হিটম্যান। শুভমান গিল দুরন্ত ব্যাট করছিলেন। ২৯ রানের ইনিংস সাজানো ছিল পাঁচটি বাউন্ডারি দিয়ে। আর্চারের বলেই তাঁর ড্রাইভ মিড অনে দারুণ ক্যাচ নিলেন জিমি অ্যান্ডারসন। বিরাট কোহলির কাছে সুযোগ ছিল এই জায়গা থেকে খেলাটা ধরে নেওয়ার। কিন্তু সাবধানে শুরু করলেও বেসের বলে ফরওয়ার্ড শর্ট লেগে ক্যাচ দিয়ে ফিরলেন। ভারত অধিনায়কের সংগ্রহ মোট এগারো রান।ডাহা ফেল রাহানে। বেসের বলেই স্টেপ আউট করে মারতে গিয়ে ক্যাচ দিলেন রুটের হাতে। তবে ক্যাচটা অসামান্য ধরলেন ইংলিশ অধিনায়ক। এরপর পূজারা এবং পন্থ পাল্টা লড়াই করে কিছুটা পায়ের তলার মাটি শক্ত করলেন। ১১৯ রানের পার্টনারশিপ কিছুটা সময়ের জন্য হলেও চাপে ফেলল ইংল্যান্ডকে। বিশেষ করে ঋষভ পন্থ। ৯১ রান করে গেলেন একদিনের মেজাজে। পাঁচটা ছয় মারলেন। বাঁহাতি স্পিনার জ্যাক লিচকে ক্লাবস্তরে নামিয়ে আনলেন। নয়টি বাউন্ডারি ছিল ইনিংসে। হয়তো আর একটু ধৈর্য দেখানো যেত। কিন্তু সেটা পন্থ দেখান না সাধারণত। সিডনিতে তিন রানের জন্য শতরান মিস করেন। এদিন নয় রানের জন্য। আবার ব্রিসবেনে তাঁর অপরাজিত ৮৯ ম্যাচ জিতিয়েছিল ভারতকে। আসলে এটাই তাঁর স্বাভাবিক খেলা।পূজারাও সাহস পেলেন উল্টোদিকে পন্থকে দেখে। তাঁর ৭৩ রানের ইনিংস সাজানো ছিল এগারোটি বাউন্ডারি দিয়ে। তবে ভাগ্য খারাপ। তাঁর শট ফরওয়ার্ড শট লেগ ফিল্ডারের গায়ে লেগে উঁচু হয়ে যায়। ক্যাচ নেন বার্নস। কিন্তু জো রুট যে ভূমিকা রাখতে পেরেছেন ইংল্যান্ডের হয়ে, সেটা ভারতের হয়ে কেউ রাখতে পারলেন না। অধিনায়ক, সহ অধিনায়ক দুজনেই ব্যর্থ। উইকেট কিন্তু শ্লথ হয়ে আসছে। বল নরম হয়ে যাওয়ার পর থেকে সুবিধে পাচ্ছেন স্পিনাররা। এদিন যেমন ডম বেস চার উইকেট নিয়ে সেটা প্রমাণ করলেন। বিরাট, রাহানে, পূজারা, পন্থ - চারটে দামি উইকেট তুলে নিলেন এই অফস্পিনার। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত বোলিং প্রশংসা পেল গাভাসকারের থেকে। তবে লিচ নজর টানতে পারলেন না। ইংলিশ বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রান দিলেন এই বাঁহাতি স্পিনার। উইকেটে রয়েছেন দুই তামিল ক্রিকেটার সুন্দর (৩৩) এবং অশ্বিন (৮)। নিজেদের ঘরের মাঠে ফলো অন বাঁচানোর লড়াইয়ে তাঁরা কতটা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেন সেটাই দেখার।

কঠিন সময়ে জামশেদপুরের বিরুদ্ধে জয়ে ফিরতে মরিয়া এসসি ইস্টবেঙ্গল

বারবার রেফারিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও বিরূপ মন্তব্যের জেরে ফেডারেশনের শাস্তির কোপে পড়েছেন লাল হলুদ কোচ রবি ফাউলার। ইতিমধ্যেই চার ম্যাচ নির্বাসিত হয়েছেন এসসি ইস্টবেঙ্গল কোচ। থাকতে পারবেন গ্যালারিতেও। কোচ ফাউলারকে এসসি ইস্টবেঙ্গলের খেলা দেখতে হবে ড্রেসিং রুমে বসে টিভিতে।আর এর মধ্যেই রবিবার লাল-হলুদের সামনে জামশেদপুর এফসি। গত পাঁচ ম্যাচে জয়ের দেখা পায়নি এসসি ইস্টবেঙ্গল। এফসি গোয়ার সঙ্গে ড্র করার পর গত ম্যাচে বেঙ্গালুরু এফসি-র কাছে হার মানতে হয়েছে লাল হলুদ ব্রিগেডকে। এই মুহূর্তে তাই জামশেদপুরের বিরুদ্ধে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে লাল-হলুদ ব্রিগেড। এসসি ইস্টবেঙ্গলের প্লে-অফের আশা প্রায় কঠিন অঙ্কে পরিণত হয়েছে।বলা চলে এই মুহূর্তে দুঃসময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এসসি ইস্টবেঙ্গলের। কোচ রবি ফাউলার শাস্তি পেয়ে নির্বাসিত। তারউপর গত পাঁচ ম্যাচে জয় অধরা। বেশিরভাগ ম্যাচেই গোলের সুযোগ তৈরি করলেও গোল করতে ব্যর্থ লাল-হলুদ ব্রিগেড। তাই দুঃসময়ের মধ্যেই জামশেদপুরের বিরুদ্ধে জয়ে ফিরতে মরিয়া এসসি ইস্টবেঙ্গল।তবে অপরদিকে এসসি ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে প্লে অফের পথ প্রশস্ত করতে চায় জামশেদপুর এফসি। ১৫ ম্যাচ খেলে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে এই মুহূর্তে ৭ নম্বরে রয়েছে জামশেদপুর। প্লে অফে যেতে গেলে এসসি ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে তাদের জিততেই হবে। তবে লাল হলুদ ব্রিগেডকে একেবারেই হালকা করে দেখছেন না জামশেদপুর এফসির কোচ। তবে এখন দেখার দুঃসময় কাটিয়ে জামশেদপুরের বিরুদ্ধে জয়ে ফিরতে পারে কিনা ব্রাইট, মাঘমারা।

মহড়া শুরু রাফার, তৈরি সেরিনাও

নজরে: অনুশীলনে নাদাল। চোটমুক্ত সেরিনাও। চর্চায় তাঁরা। গেটি ইমেজেস মেলবোর্নে সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে অস্ট্রেলীয় ওপেন। এটিপি কাপ থেকে নাম তুলে নেওয়ায় রাফায়েল নাদালের মরসুমের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেলা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় ছিল। শনিবার সেই সংশয় কাটল অনেকটাই। বিশ্বের দু''নম্বর তারকা নাদাল মেলবোর্নের জন কেন এরিনায় দীর্ঘক্ষণ অনুশীলন করলেন। নেটের চারদিকে পৌঁছে গেলেন অনায়াসে। রিটার্নে যতটা সম্ভব শক্তি প্রয়োগ করলেন। সার্ভিসও ছিল সাবলীল। একবারও মনে হয়নি, তাঁর খেলা নিয়ে কোনও সংশয় আছে।অস্ট্রেলীয় ওপেনের টুর্নামেন্ট ডিরেক্টর ক্রেগ টিলে জানালেন, তিনি স্পেনীয় মহাতারকার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। বলেছেন, ""রাফা এ বার মেলবোর্নে জীবনের ২১ নম্বর গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিততে মরিয়া। যে ভাবে অনুশীলন করছে তাতে পরিষ্কার, টুর্নামেন্টের জন্য পুরোপুরি তৈরি। অস্ট্রেলীয় ওপেনের আগে কোনও ঝুঁকি নিতে চায়নি বলেই ও এটিপি কাপে খেলেনি।"" পিঠে ব্যথা নিয়ে সমস্যাটা নাদালের কাছে নতুন কিছু নয়। গ্র্যান্ড স্ল্যামের সপ্তাহে সাধারণত তিনি কোনও টুর্নামেন্ট খেলেন না। গত সপ্তাহে নিজেই জানিয়েছিলেন, নিভৃতবাসে থাকার সময় নির্ধারিত পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা হাল্কা অনুশীলন করেছেন। নাদাল কিন্তু টেনিস জীবনে মাত্র একবারই অস্ট্রেলীয় ওপেন জিতেছেন। সেটা ২০০৯-এ। এ বার তিনি সার্বিয়ান লাসলো জেরের বিরুদ্ধে প্রথম রাউন্ডে খেলবেন মঙ্গলবার। এবং তার একদিন আগে সোমবারই আবার নোভাক জোকোভিচের প্রথম খেলা। তাঁর সামনে ফ্রান্সের জেরেমি শার্ডি। টেনিস মহলে বলা হচ্ছে, সার্বিয়ান মহাতারকার লড়াইটা এ বার আরও কঠিন। প্রথম রাউন্ডে সহজ প্রতিপক্ষ পেলেও তাঁর দিকেই আছেন আলেকজান্ডার জেরেভ, মিয়োস রাওনিচ, স্ট্যান ওয়ারিঙ্কা। সেমিফাইনালে নোভাক বনাম ডমিনিক থিম হওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল।এ দিকে সেরিনা উইলিয়ামস স্বীকার করলেন, মার্গারেট কোর্টের সব চেয়ে বেশি ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের রেকর্ড স্পর্শ করার ভাবনাটা সবসময় তাঁর মাথায় থাকে। দিদি ভিনাসকে হারিয়ে তিনি শেষ বার গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতেন অস্ট্রেলীয় ওপেনে। সেটা ২০১৭-তে। সে সময় তিনি অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তার পর থেকে চার বার গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালে খেলে একবারও জিততে পারেননি। তবে সেরিনা জানাচ্ছেন, রেকর্ডের মুখে দাঁড়িয়ে থাকার চাপের সঙ্গে তিনি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। সাত বারের অস্ট্রেলীয় ওপেন চ্যাম্পিয়ন বলেছেন, ""অবশ্যই রেকর্ডের ভাবনাটা আমার কাঁধের উপরে রয়েছে। এটা নিয়ে চিন্তা তো করিই। সারাক্ষণ মনের মধ্যে ব্যাপারটা থাকলেও আমি কিন্তু এখন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি।""অস্ট্রেলীয় ওপেনে সেরিনার লড়াইটা এ বার বেশ কঠিন। তাঁর দিকেই আছেন বিশ্বের দু'নম্বর তারকা সিমোনা হালেপ এবং তিন বার গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী নেয়োমি ওসাকা। সেরিনা অবশ্য তাঁর প্রথম রাউন্ডের প্রতিপক্ষ লরা সিগমন্ডকে নিয়েই ভাবছেন। বলেছেন, ""সেরা খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে অনেকবার ও জিতেছে। ওর খেলার ধরনটা অন্যরকম। স্কিলের সঙ্গে দারুণ ভাবে নিজের গতিকে মেশাতে পারে। শুরুতেই এ রকম কঠিন ম্যাচ জিতলে অবশ্যই আমার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাবে।""

৪ গোল দিয়েও হাবাস বলছেন, 'আমরা বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম

১৫ ম্যাচে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে মুম্বই সিটি এফসি-র ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে এটিকে মোহনবাগান। শনিবার ওডিশা এফসি-কে ৪-১ গোলে হারিয়ে তাই বেশ ফুরফুরে মেজাজেই পাওয়া গেল মোহনকোচ আন্তোনিয় লোপেজ হাবাসকে। প্রশংসা করলেন ম্যাচে ২ গোল করা মনবীর সিংহের। তবে গোল হজম করা নিয়ে কিছুটা বিরক্তও তিনি, আসলে জানেন লিগে গোল পার্থক্যও অনেক সময় বড় হয়ে ওঠে।শনিবার ২ গোল করে এ বারের আইএসএলে নিজের নামের পাশে ৪ গোল লিখে ফেললেন মনবীর। হাবাস বলেন, "মনবীর দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। ওর প্রতি আস্থা রয়েছে। পরের ম্যাচগুলোতে ওর থেকে আরও ধারাবাহিকতা আশা করব। মনবীরের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এখন এটাই।" শনিবার ১১ মিনিটের মাথায় বক্সের বাঁ দিক থেকে মার্সেলিনহোর ক্রস থেকে পাওয়া বল, প্রণয় হালদার দেন বক্সের মাথায় থাকা রয় কৃষ্ণকে। বক্সের ডান দিকে থাকা মনবীরকে সেই বল বাড়িয়ে দেন তিনি।

বাঁ পায়ে হাওয়ায় ভাসানো শটে গোলের বাঁ দিকের কোন দিয়ে তিনি বল ঢুকিয়ে দেন জালে।৪-১ ব্যবধানে জিতলেও, ১ গোল খাওয়া নিয়ে খুশি নন হাবাস। দ্বিতীয়ার্ধে যদিও দলের খেলা দেখে খুশি তিনি। হাবাস বলেন, ''প্রথমার্ধে আমরা ২৫-৩০ মিনিট ভাল খেলার পরে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সেই সুযোগে ওডিশা সমতা এনে ফেলে।

দ্বিতীয়ার্ধে আমরা অনেক ভাল খেলেছি এবং গোলও করেছি''।দ্বিতীয়ার্ধে মনবীর করেন ১ গোল এবং রয় কৃষ্ণ করেন দুটি গোল। মনবীর বলেন, "২ গোল করে দলকে জিতিয়ে, তিন পয়েন্ট এনে দিতে পেরে আমি খুবই খুশি। অনুশীলনে যথেষ্ট পরিশ্রম করছি, নিজের সবটুকু উজাড় করে দেওয়ার চেষ্টা করি। সেটার প্রতিফলনই ম্যাচে দেখা গিয়েছে।''লিগ শীর্ষে থাকা মুম্বইয়ের থেকে ৩ পয়েন্ট পিছিয়ে রয়েছে মোহনবাগান। লিগ শীর্ষে ওঠা নিয়ে যদিও এখনই চিন্তা ভাবনা করতে রাজি নন হাবাস। তিনি বলেন, "প্রথম চারে থাকাটাই আসল ব্যাপার। আগে সেই জায়গাটা পাকা করি। তার পরে এক নম্বরে থাকা নিয়ে ভাবব।

হয়ে গেল শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স এর শারদ সুন্দরী ২০২০ গ্র্যান্ড ফিনালে। অনুষ্ঠানে শো স্টপার ছিলেন পপুলার জুটি অঙ্কুশ-ঐন্দ্রিলা। তিন শারদ সুন্দরীর সাথে উপস্থিত ছিলেন কোম্পানির দুই কর্ণধার রূপক সাহা, অর্পিতা সাহা। সেরা তিন বিজয়ী হলেন কীর্তিকা সিং (প্রথম), ডোনা মন্ডল (দ্বিতীয়), উদীশা সিংহ (তৃতীয়)। শারদ সুন্দরী ত্রিপুরা হলেন সতীর্থা দেবনাথ।

দিল্লির হরিকেশ নগরে কারখানায় বিধ্বংসী আগুন

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : নয়াদিল্লি ওখলা মেট্রো স্টেশনের কাছাকাছি হরিকেশ নগরে একটি কারখানায় বিধ্বংসী আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে দমকলের ৩০ টি ইঞ্জিন। শনিবার রাত ২ টো নাগাদ ওই কারখানায় আগুন লাগে। রবিবার সকাল পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালিয়েছে দমকল বাহিনী।

জানা গেছে, হরিকেশ নগরের ওই কারখানায় হঠাৎ করেই আগুন লাগে ও পুরো এলাকা ধোঁয়ায় ভরে যায়। গভীর রাতে আগুন লাগায় সকলে সে সময় ঘুমাচ্ছিল। যখন সকলে ব্যাপারটা বুঝতে পারে তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। তড়িঘড়ি দমকলকে খবর দেওয়া হয়। প্রথমে কম সংখ্যায় এলেও একে একে ৩০ টি ইঞ্জিন হাজির হয় ওই এলাকায়। এরপর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সকাল হয়ে যায়। আগুনের লেলিহান শিখা অনেক ওপরে উঠে যাচ্ছিল দমকল এসে প্রায় ৪০ জনকে আগুনের ভিতর থেকে উদ্ধার করে। তবে এক বৃদ্ধ ব্যক্তির খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর খোঁজ চলছে। আগুনের লেলিহীন শিখায় ভস্মীভূত বহু লোকের প্রচুর সম্পত্তি।

বাদুরতলীতে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রবিবার বাদুরতলী এলাকায় স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য শিবিরে শতাধিক মানুষজন স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ গ্রহণ করেন।ত্রিপুরা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা জানান সামাজিক কর্মসূচি হিসেবে তারা প্রতি বছর এ ধরনের স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করে থাকেন। সামাজিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ বছর শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য শিবিরে সুগার পরীক্ষাসহ নানা বিষয়ে চিকিৎসা পরিষেবা সুযোগ গ্রহণ করেছেন শতাধিক মানুষজন। এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ বলেন তারা সারা বছরই রোগী এবং তাদের পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে ব্যবসা করে চলেছেন।

রাজ্য সরকারের অসহযোগিতায় সেল গ্যাস উত্তোলন থমকে ঃ মমতাকে খোঁচা বাবুলের

দুর্গাপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ”জয় শ্রীরামেই শুরু জয় শ্রীরামেই শেষ। আমরা জয় শ্রীরামকে দেবতা হিসাবে মানি। দিদি জয় শ্রীরাম বললেই বিতর্ক সৃষ্টি করেন। উনি বিতর্ক করবেন। কেন হলদিয়ায় অনুষ্ঠানে গেলেন না? নাকি ভয় পেলেন? আবারও জয় শ্রীরাম বলবেন, তাহলে আবারও রেগে যাবেন।” রবিবার পানাগড়ে গেইলের ম্যাট্রিক্সের গ্যাস পাইপ লাইন সংযোগ উদ্বোধনে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এভাবেই খোঁচা দিলেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়।

প্রসঙ্গত, রবিবার বিহারের ধোবি থেকে পানাগড় প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপ লাইনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওই অনুষ্ঠান ভার্চুয়াল দেখানো হয় পানাগড়ে ম্যাট্রিক্স কারখানায় গেইলের পাইপ লাইন সংযোগস্থলে। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়, সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া। ও গেইলের আধিকারিকরা। উল্লেখ্য, ধোবি থেকে পানাগড় প্রায় সাড়ে তিন”শ কিমি পাইপ লাইন মুলত ম্যাট্রিক্সের সার কারখানার জন্য আনা হয়েছে।

এদিন সরকারি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক ভাষন সরাসরি সম্প্রচারে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। এবিষয়ে বাবুল সুপ্রিয় বলেন,’দিদি রাজনৈতিকভাবে বিতর্ক সৃষ্টি করবেন জানি। তাতে কিছু আসে যায় না। ওই মিটিংয়ের সরাসরি সম্প্রচারের সংযোগ ঠিকমতো না হওয়া এটা হয়েছে।’ তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে খোঁচা দিয়ে বলেন,’ জয় শ্রীরামেই শুরু জয় শ্রীরামেই শেষ। আমরা জয় শ্রীরামকে দেবতা হিসাবে মানি। দিদি জয় শ্রীরাম বললেই বিতর্ক সৃষ্টি করেন। উনি রাজনৈতিক বিতর্ক করবেন। সেটা জানি। রাজ্যে যেখানেই ভালো কাজ, সেখানেই ওনাকে পাওয়া যায় না।’ তিনি আরও বলেন,’ কেন হলদিয়ায় অনুষ্ঠানে গেলেন না? নাকি ভয় পেলেন? আবারও জয় শ্রীরাম বলবে, তাহলে আবারও রেগে যাবেন।’ বাবুল সুপ্রিয় আরও খোঁচা দিয়ে বলেন,’ ভোটের আগে জয় শ্রীরাম যারা বলেন, তাদের কাছে কি উনি ভোট চাইতে যাবেন না? এই হিপোক্রেটিসটা কেন?’

পর্নগ্রাফি ব্যবসা চালানোর অভিযোগে গ্রেফতার অভিনেত্রী গহনা বশিষ্ঠ

মুম্বাই, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : পর্নগ্রাফি ব্যবসা চালানোর অভিযোগে মুম্বই থেকে গ্রেফতার অভিনেত্রী গহনা বশিষ্ঠ। উঠতি মডেল ও অভিনেত্রীদের দিয়ে অশ্লীল ভিডিও শুট করে নিজের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। রবিবার মুম্বই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ গ্রেফতার করেছে গহনাকে।

ওয়েব সিরিজ ‘গন্দি বাত’-এ অভিনয় সূত্রেই জনপ্রিয় হন গহনা বশিষ্ঠ। ৩২ বছরের এই অভিনেত্রী ৮০টিরও বেশি বিজ্ঞাপনে কাজ করেছেন। টেলিভিশনের জগতে আসার আগে মিস এশিয়া বিকিনি অ্যাওয়ার্ডও জেতেন। পুলিশ সূত্রে খবর, বহুদিন ধরেই রমরমিয়ে চলছিল এই চক্র। যে ওয়েবসাইটি গহনা চালাতেন, সেটি আদ্যোপান্ত অশ্লীল ছবি-ভিডিওতে ভর্তি। অভিযোগ, অভিনেত্রী এপর্যন্ত মোট ৮৭টি পর্ন ভিডিও আপলোড করেছেন। দু’হাজার টাকা দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে গ্রাহকরা এই ছবি ও ভিডিও দেখতেন বলে জানা গিয়েছে। ছবিতে-বিজ্ঞাপনে অভিনয়ের সুযোগ করিয়ে দেওয়ার নামে জোর করে পর্ন ছবিতে অভিনয়ে বাধ্য করার অভিযোগ ওঠে গহনার সংস্থার বিরুদ্ধে। একাধিক অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামে পুলিশ। পর্নগ্রোফি শ্যুটের সঙ্গে যুক্ত থাকা পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের জেরায় উঠে আসে অভিনেত্রী গহনা বশিষ্ঠের নাম।

দেশে করোনায় কমেছে মৃত্যুর হার বেড়েছে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্য

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : দেশের করোনা পরিসংখ্যানে বড়সড় স্বস্তি। পরপর দু’দিন দেশে করোনায় কমেছে মৃত্যুর হার। রবিবার করোনার কবলে মৃত্যু হয়েছে মাত্র ৭৮ জনের। তবে, এদিন সুস্থতার সংখ্যাটা অনেকটা কম হওয়ায়, দেশে অ্যাকটিভ কেস খানিকটা বেড়েছে।

চলতি মাসের শুরু থেকেই করোনার দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যাটা কমবেশি ১২-১৩ হাজারের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে। এদিন শনিবারের থেকে খানিকটা বাড়ল দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা। রবিবার সকালে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া পরিসংখ্যান বলছে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১২ হাজার ৫৯ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। ফলে দেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৮ লক্ষ ২৬ হাজার ৩৬৩ জন। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, আপাতত মোট মৃতের সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৯৯৬ জন। এর মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে মাত্র ৭৮ জনের।

এই সংখ্যাটা কয়েক মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন।গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে রোগমুক্ত হয়েছেন ১১ হাজার ৮০৫ জন। আপাতত দেশে মোট অ্যাকটিভ কেস ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৯৯৬ জন। এখনও পর্যন্ত করোনাজয়ীর সংখ্যা ১ কোটি ৫ লক্ষ ২২ হাজার ৬০১ জন।

এফডিপিএমসির উদ্যোগে আগরতলা প্রেসক্লাবে ককবরক ভাষার উপর কর্মশালা

আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারী।। মাস জুড়ে রাজ্যব্যাপী চলবে সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীদের কর্মশালা। আজ আগরতলার বাছাই করা সাংবাদিকদের নিয়ে আগরতলা প্রেস ক্লাবে সংগঠিত হয় ‘ককবরক ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান’ বিষয়ক কর্মশালা। এফডিপিএমসি এর রাজ্য সম্মেলনে ত্রিপুরা রাজ্যের ভাষাগত বিশেষ অবস্থানের কথা বিবেচনায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে সংবাদ সংগ্রহকালে ককবরক ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক বলে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন প্রতিনিধিরা।

রাজ্যসম্মেলনের সেই নির্দেশিকা পাথেয় করে এফডিপিএমসি রাজ্য কমিটি ফেব্রুয়ারী মাসব্যাপী রাজ্যজুড়ে সিরিজ কর্মশালার অঙ্গ হিসেবে আজ আগরতলায় ‘ককবরক ভাষায় প্রাথমিক জ্ঞান’ বিষয়ক প্রারম্ভীক কর্মশালা সংগঠিত করে। আজকের কর্মশালার উদ্বোধন করেন রাজ্যের প্রখ্যাত সাংবাদিক সঞ্জীব দেব। সগঠনের পক্ষে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এফডিপিএমসির সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য।

আজকের কর্মশালায় ৪২ জন সাংবাদিক ও সংবাদকর্মী শিক্ষার্থী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এই কর্মশালায় রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ককবরক ভাষাবিদ ড. নিতাই আচার্য ও খুমলুং ডিগ্রী কলেজের শিক্ষক প্রসেনজিৎ দেববর্মা। অ-ককবরক ভাষাভাষী সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীদের কাছে ত্রিপুরার বিশেষ ভাষাগত অবস্থানের কারণে ককবরক শিক্ষার গুরত্ব অপরিসীন। এফডিপিএমসি ধারাবাহিকভাবে এই প্রক্রিয়া চালাবে বলে জানিয়েছেন নেতৃবৃন্দ। এফডিপিএমসি রাজ্য নেতৃত্ব তথা আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার সমাপ্তি ভাষণ দিতে গিয়ে আগামী ৬ মাসের মধ্যে ককবরক ভাষা শিক্ষার অগ্রগতির উপর সাংবাদিকদের মধ্যে অ্যাওয়ার্ড প্রদানের ঘোষণা দেন।

তাছাড়া চলতি ফেব্রুয়ারী মাসে ধর্মনগর, আমবাসা, অমরপুর ও বিলোনিয়াতে অনুরূপ কর্মশালার আয়োজন করবে ফোরাম ফর ডেভলপমেন্ট এন্ড প্রটেকশন অব মিডিয়া কমিউনিটি। দেশের বড়িষ্ঠ চিত্রসাংবাদিক বাবলু দাস এই কর্মশালাগুলোতে রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। এই কর্মশালাগুলোতে ককবরক ভাষার প্রাথমিক জ্ঞানের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হবে।

রাজ্যের সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীদের মেধাজাত সম্পদকে বিকশিত করার জন্য এফডিপিএমসি গৃহীত এইধরণের কর্মশালা সংগঠিত করার ধারাবাহিক কর্মসূচিকে সাধুবাদ জানিয়েছে রাজ্যের সংবাদজগৎ।

মোদীর বক্তব্যের কড়া প্রতিক্রিয়া সিপিএম-এর

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া দিল সিপিএম। দলের পলিটব্যুরো সদস্য মহম্মদ সেলিম বলেন, “প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যদি ন্যূনতম জনদরদী হতেন আজকে তিনি সরকারি টাকায় বাংলায় দলীয় কর্মসূচী না করে তাঁর বিশেষ বিমানে হেলিকপ্টারে যোশী মঠে যেতেন। উত্তরাখন্ডের যোশী মঠে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণ না হারানো, আহত মানুষদের পাশে থাকতেন। মোদী হলদিয়ায় বলেছেন মমতার কায়দাতেই, তৃণমূলের সঙ্গে বাম-কংগ্রসের সমঝোতার কথা, অথচ সারা দেশ জানে আসল সত্যি। জন্মের সময় থেকে বিজেপি’র সঙ্গে তৃণমূলের প্রকাশ্যে বন্ধুত্ব, নির্বাচনী লড়াই, বিজেপির সঙ্গে একই মন্ত্রীসভায় থাকা। মোদীর সঙ্গেও মমতার সখ্য সুবিদিত, গুজরাট দাঙ্গার সময় মোদীকে মমতা ব্যানার্জি ফুল পাঠিয়েছিলেন যেমন, তেমনি মোদী নিজেই জানিয়েছেন প্রতিবছর নিয়ম করে তিনি মোদীকে কুর্তা, মিষ্টি পাঠান। মমতার উপহারের বিনিময়ে মোদী কী উপহার দিয়েছেন সেটা তিনি বাংলার মানুষকে স্পষ্ট করে জানান। কেরালা প্রসঙ্গে মোদী বলেছেন, বাম-কংগ্রেসের বোঝাপড়ার কথা, কেরালা নিয়ে মোদীর গাত্রদাহ হওয়া স্বাভাবিক। কেরালায় আরএসএস খুন সন্ত্রাস চালিয়েও হালে পানি পায়নি, কেরালায় তৃণমূলের মত সহযোগী শক্তি মোদী এখনও পাননি।

বাংলার মানুষ যখন তোলাবাজ দুর্নীতিগ্রস্ত সারদা-নারদে অভিযুক্ত তৃণমূল সরকারকে থেকে লালকার্ড দেখানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তৃণমূলকে লালকার্ড দেখানোর জন্য ১৬টি বামপন্থী দল, কংগ্রেস এবং তখন আরএসএস’র পরামর্শে মোদী ‘রামকার্ড’ দেখিয়ে তৃণমূলের চোর-জোচ্চোরদের নিজেদের দলে টেনে জার্সি বদল করাচ্ছেন। যে তৃণমূল-মাওবাদীদের সঙ্গে প্রকাশ্যে হাত মিলিয়ে নন্দীগ্রামের ষড়যন্ত্রের শরিক ছিল, দিনের পর দিন যে তৃণমূল-মাওবাদীদের যৌথবাহিনী নন্দীগ্রামে রাস্তা কেটেছে, মোদী তাদেরই নিজেদের দলে টানছেন। নন্দীগ্রাম নিয়ে মোদীর মন্তব্য হল আত্মঘাতী গোল। মোদী ফুটবলের পরিভাষা ব্যবহার করেছেন বক্তৃতায়, বাংলায় তিনি আর অমিত শাহ্ যে একাদশ তৈরি করছেন সেখানে তৃণমূলের চোর-অপরাধীরাই আলো করে বসে আছে।

মোদী বাংলায় এসে বলছেন, বিজেপি সরকারের আসলে উন্নয়ন হবে বাংলায়, সাত বছর কেন্দ্র সরকার কেন বাংলায় একটিও প্রকল্প চালু করলো না। মোদী সরকার বাংলায় থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা ব্রিজ অ্যান্ড রুফ, দুর্গাপুর এএসপি, বেঙ্গল কেমিক্যাল, সাঁতরাগাছি প্রেস বিক্রি করতে চেয়েছে। বাংলাতে একটি কলকাতাকেন্দ্রিক ব্যাঙ্ক পর্যন্ত রাখতে দেয়নি মোদী সরকার। মোদী বলেছেন, লকডাউনের সময় তাঁর সরকারের ফিরিস্তির কথা, অথচ লকডাউনের সময় বামপন্থীরাই ছিলেন মানুষের পাশে। বামপন্থীরা যখন দাবি করেছেন, আয়কর না দেওয়া প্রতিটি পরিবারকে মাসে সাড়ে সাত হাজার টাকা অর্থ সাহায্যের কথা, প্রতিটি পরিবারকে মাসে দশ কেজি করে খাদ্যশস্য দেওয়ার কথা মোদী সরকার একটি দাবিও না মেনে মানুষকে থালা বাজানোর আর হাততালি দেওয়ার নিদান দিয়েছেন।

মোদী বাংলার কৃষকদের প্রতি সহানুভূতির কথা বলেছেন অথচ ৭৬ দিন ধরে দিল্লি সীমান্তে পুলিশি বর্বরতা, লাঠি, জলকামানের মুখে দাঁড়িয়েও কৃষকরা বসে আছেন কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে। গোটা দেশের কৃষকদের সঙ্গে নির্মম ব্যবহার করছে মোদী সরকার, মোদীর মুখে কৃষি ও কৃষকের কথা শোভা পায় না, দেশের কৃষকদের জন্য কোন দরদ যদি ওঁর থাকতো উনি দিল্লির কৃষকদের সঙ্গে আলোচনায় বসতেন।“

উত্তরাখণ্ডের তুষারধসে উদ্বেগ প্রকাশ রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : উত্তরাখণ্ডে তুষারধস। রবিবার সকালে আচমকা জোশীমঠের কাছে হিমালয়ের হিমবাহ ভেঙে পড়ে। যার জেরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৯ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। নিখোঁজ রয়েছে বহু মানুষ। এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে টুইট করেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। এবিষয়ে উদ্বেব প্রকাশ করেন টুইট করেন উপরাষ্ট্রপতি ভেঙ্কাইয়া নাইডুও।

এদিন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ টুইটারে লেখেন, উত্তরাখণ্ডের জোশীমঠের কাছে হিমবাহ ভেঙে পড়ে ধ্বংসের ঘটনায় আমি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। মানুষজনের সুরক্ষা ও সুস্থতার জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছি। আমি নিশ্চিত, উদ্ধারকার্য ও ত্রাণকার্য ভালভাবেই চলছে।

উপরাষ্ট্রপতি ভেঙ্কাইয়া নাইডু টুইটারে লেখেন, উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায় হিমবাহ ভেঙে পড়ার ফলে হড়পা বানে যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাঁদের সুরক্ষার জন্য সারা দেশের মতো আমিও প্রার্থনা করছি। আমি নিশ্চিত, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার এই দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য সবরকম চেষ্টা চালাচ্ছে।

উল্লেখ্য, উল্লেখ্য, রবিবার সকাল সাড়ে ১০ টা নাগাদ তপোবনের কাছে হিমবাহে ফাটল ধরে হড়পা বান আসে। তার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। রেনি গ্রামের তুষারধসের জেরে ধৌলিগঙ্গার জলস্তর হু হু করে বেড়ে গিয়েছে। ক্ষতি হয়েছে হৃষিগঙ্গার উপর জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের। নদীর দু”ধারে অবস্থিত অসংখ্য বাড়িতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যসচিব ওমপ্রকাশ জানিয়েছেন, হতাহতের সংখ্যা ১০০-১৫০ হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।উদ্ধার কাজে নেমেছে আইটিবিপি, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ।ধৌলিগঙ্গার পাশের গ্রাম খালি করা হচ্ছে। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিরও আশঙ্কা করছে উদ্ধারকারী দল। হরিদ্বার পর্যন্ত সমস্ত জেলায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ইতিমধ্যে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র রাওয়াত, ইন্দো-টিবেটিয়ান বর্ডার পুলিশ (আইটিবিপি) এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর (এনডিআরএফ) ডিজির সঙ্গে কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিকে নজর রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও।

ভারতের বদনাম করতে গিয়ে অসমের চা-কে বিশ্বে বদনাম করার গভীর ষড়যন্ত্র চলছে ঃ মোদী

ঢেকিয়াজুলি (অসম), ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ (হি.স.) : দেশের প্রত্যেক রাজ্যে স্থানীয় আঞ্চলিক তথা মাতৃভাষায় একেকটি মেডিক্যাল কলেজ এবং তথ্য ও প্রযুক্তি (আইটি) প্রতিষ্ঠান গড়ার স্বপ্নে বিভোর। স্বাধীনতার ৭৫ বছর সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই দেশে মাতৃভাষায় মেডিক্যাল কলেজ এবং আইটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হবে। এরই অঙ্গ হিসেবে অসমে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের পর অসমিয়া ভাষায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হবে। অঙ্গীকার করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজ রবিবার মধ্য অসমের শোণিতপুর জেলার শহিদনগর ঢেকিয়াজুলির ভোটপাড়া ময়দানে কয়েকটি প্রকল্পের শিলন্যাস উপলক্ষ্যে প্রায় চার লক্ষাধিক জনতার উপস্থিতিতে আয়োজিত সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রদত্ত ভাষণে তিনি অসমের চায়ের ছবিকে বদনাম করার গভীর ষড়যন্ত্র চলছে বলে উদ্বেগ ব্যক্ত করেছেন। তবে এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদের চা শ্রমিকরা যুদ্ধ করে জয়ী হবেন বলেও দাবি করেছেন তিনি।

ভাষণের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী বলেন, ১৯৪২ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামে শোণিতপুরের বীর শহিদদের শৌর্যগাঁথা আত্মবলিদান দেশবাসীর হৃদয়ে আলাদা এক পরিচয় বহন করে চলছে।শহিদদের রক্তে রঞ্জিত এই পুণ্যভূমির স্পর্শে নিজের জীবন ধন্য হয়েছে। শোণিতপুরের ’পাবন মিট্টি’ অসম তথা সমগ্র দেশের কাছে এক গৌরবের প্রতীক। ৫৬৪ কোটি টাকা ব্যয়ে চড়াইদেও এবং ৫৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে বিশ্বনাথে দুটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের শিলান্যাসের পাশাপাশি অসমের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের জন্য ৫,০০০ কোটি টাকার ’অসম মালা’ প্রকল্পেরও শুভ সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী।

রবিবার মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলি, অর্থ সহ বহু দফতরের মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, শরিকদল অগপ সভাপতি তথা মন্ত্রী অতুল বরা, মন্ত্রী কেশব মহন্ত, মন্ত্রী রঞ্জিত দত্ত, মন্ত্রী নবকুমার দলে, বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দিলীপ শইকিয়া, বিজেপির প্রদেশ সভপতি রঞ্জিতকুমার দাস, বিটিআর-প্রধান প্রমোদ বড়ো, সাংসদ তপন গগৈ প্রমুখ বহুজনের উপস্থিতিতে সুধাকণ্ঠ প্রয়াত ভূপেন হাজরিকার একটি গালের কলি বর্ণনা করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, যাবতীয় হিংসা-ভেদভাবের উর্ধে উঠে অসমের পাশাপাশি উত্তর-পূর্বাঞ্চল এখন দ্রত বিকাশের পথে এগিয়ে চলেছে। তবে এই বিকাশের ধারা প্রবাহিত করতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে অসম।

প্রায় চার লক্ষাধিক জনতার সমাবেশে বক্তব্যের শুরুতেই অসমবাসীকে ঢেকিয়াজুলির স্থানীয় চা জনগোষ্ঠীয় ভাষায় ভাই ও বোন সম্বোধন করে করজোড়ে প্রণাম নিবেদন করে পাঁচ বছরের স্বল্প সময়ের মধ্যে অসমকে বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সর্বানন্দ সনোয়াল সরকারের প্রশংসাও করেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন অসমের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের জন্য ৫,০০০ কোটি টাকার ’অসম মালা’ প্রকল্পেরও শুভ সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। স্বপ্নের এই প্রকল্পের মাধ্যমে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।